সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—

রামমোহন রায়

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—১৬

রামমোহন রায়

১৭৭৪—১৮৩৩

প্রকাশক
শ্রীরামকমল সিংহ
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ

প্রথম সংস্করণ—আষাঢ় ১৩৪৯
দ্বিতীয় সংস্করণ—ভাদ্র ১৩৪৯
তৃতীয় সংস্করণ—ফাল্গুন ১৩৫০

মূল্য আট আনা

মুদ্রাকর—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দাস
শনিরঞ্জন প্রেস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা
৪—৯।৩।১৯৪৪

Rammohun Roy

ভূমিকা

'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় আমরা যাঁহাদের জীবনী প্রকাশ করিতেছি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গঠনে তাঁহাদের প্রত্যেকেরই দান স্মরণীয়। বস্তুতপক্ষে ইঁহাদেরই কীর্ত্তি ও সাধনার উপরেই বাংলা গদ্য-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা। এখন পর্য্যন্ত যাঁহাদের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে, বাংলা-সাহিত্যের দিক্‌ দিয়া তাঁহাদের কাহারও সুষ্ঠু জীবনচরিত এতাবৎ কাল বাহির হয় নাই। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশে রাম-মোহন রায়ের কীর্ত্তি অসামান্য। তাঁহার বহু জীবনী বাজারে প্রচলিত আছে। এতৎসত্ত্বেও এই চরিতমালায় তাঁহার জীবনী নূতন করিয়া কেন লিখিত হইতেছে, এই প্রশ্নের জবাব সর্ব্বাগ্রে দিতেছি। প্রচলিত জীবনচরিতগুলির মধ্যে তিনখানির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য :

Mary Carpenter : *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy.* 1866.

নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় : 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবন-চরিত,' ১ম সং, ১৮৮১।

S. D. Collet : *Life and Letters of Raja Rammohun Roy,* London, 1900.

ইহার মধ্যে দুইখানি বৈদেশিক ভক্তদের লিখিত, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের স্থান এই জীবনীগুলিতে অতিশয় সঙ্কীর্ণ। এই সকল জীবনী যখন লিখিত হয়, তখন রামমোহন সম্বন্ধে বহু তথ্য অনাবিষ্কৃত ছিল। আমি দীর্ঘকাল সরকারী দপ্তরখানা ও রামমোহনের সমসাময়িক সংবাদ-পত্রের দুষ্প্রাপ্য সংখ্যাগুলি ঘাঁটিয়া রামমোহন সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য

আবিষ্কার করিয়াছি। এই আবিষ্কারের ফলে রামমোহনের বহুমুখী প্রতিভার এমন সকল পরিচয় উদ্ঘাটিত হইয়াছে, যাহা এত দিন লুক্কায়িত ছিল। 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় এই সকল নূতন তথ্য লইয়া আলোচনার সুযোগ নাই, স্বল্প-পরিসরে ইহাতে ইঙ্গিত মাত্র দেওয়া হইয়াছে। জানি না, রামমোহনের বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গ জীবনী লিখিয়া উঠিতে পারিব কি না, না পারিলেও, যদি ভবিষ্যতে কেহ লেখেন, তাঁহার সুবিধার জন্য আমি এ-যাবৎ যে-সকল নূতন তথ্যের সন্ধান পাইয়াছি, সেগুলির প্রতি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য নিম্নে একটি তালিকা দিতেছি :—

THE MODERN REVIEW.

April,	1926	The Padishah of Delhi to King George the Fourth of England.
Apr.-May,	1926	Rajah Rammohun Roy's Mission to England.
June,	1927	An Unpublished letter of Rajah Rammohun Roy. P. 764.
Oct	1928	Rammohun Roy on International Fellowship Rajah Rammohun Roy at Rangpur. P. 434.
Dec.	1928	The English in India should adopt Bengali as their language.
Jan.-Feb.	1929	Rammohun Roy's Political Mission to England.
May,	1929	Rammohun Roy on the value of Modern Knowledge. P. 650.
June,	1929	Rammohun Roy and an English Official.
July,	1929	Rammohun Roy on Religious Freedom and Social Equality.
Oct.	1929	The Last Days of Rajah Rammohun Roy.
Jan.	1930	Rammohun Roy's Engagements with the Emperor of Delhi.

May,	1930	Rammohun Roy in the Service of the East India Company.
Apr.-May, August,	1931	Rammohun Roy as a Journalist.
March,	1932	English Impressions of Rammohun Roy before his visit to England.
June,	1932	Rammohun Roy on the disabilities of Hindu and Muhammadan Jurors.
Dec.	1933	Three Tracts by Rammohun Roy.
Jan.	1934	Rammohun Roy's Embassy to England.
May,	1934	Answers of Rammohun Roy to Queries on the Salt Monopoly.
Oct.	1934	Hariharananda-Nath Tirthaswami Kulabadhuta—The Spiritual Guide of Rammohun Roy.
Apr.	1935	Societies founded by Rammohun Roy for Religious Reform.
Oct.	1935	Rammohun Roy's Reception at Liverpool.

JOURNAL OF THE BIHAR AND ORISSA RESEARCH SOCIETY.

Vol. xvi,	Pt. II	Rammohun Roy as an Educational Pioneer.

THE CALCUTTA REVIEW.

Aug.	1931	A Chapter in the Personal History of Raja Rammohun Roy.
Dec.	1933	Rammohun Roy : The First Phase.
Jan.	1934	Rammohun Roy.
March,	1934	Rejoinder to 'A Note on Rammohun Roy : The First Phase.'
Oct.	1935	Sutherland's Reminiscences of Rammohun Roy.

বঙ্গশ্রী

আশ্বিন,	১৩৪০	রামমোহন রায়ের প্রথম জীবন
অগ্রহায়ণ,	১৩৪০	রামমোহন রায়
আষাঢ়,	১৩৪১	রামরাম বসু ও রামমোহন রায়
শ্রাবণ,	১৩৪১	ধর্ম্মসংস্কারক রামমোহন রায়—প্রথম অভিব্যক্তি
ভাদ্র,	১৩৪২	রামমোহন রায় সংক্রান্ত একটি দলিল।

দেশ

২৬ জুন,	১৯৩৭	প্রাচীন ইংরেজী সংবাদপত্রে রামমোহন রায়ের কথা।

১৯২৬	*Rajah Rammohun Roy's Mission to England.*
১৯৩৭	'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ
১৯৪২	'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড, ২য় সংস্করণ

এগুলির মধ্যে তিনটি প্রবন্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রবন্ধ তিনটি এই :—

Rammohun Roy. The First Phase. (*From New and Unpublished Sources.*) *The Calcutta Review* for Dec. 1933.

Rammohun Roy: (*From New and Unpublished Sources.*) *The Calcutta Review* for Jany. 1934.

ধর্ম্মসংস্কারক রামমোহন রায়—প্রথম অভিব্যক্তি। 'বঙ্গশ্রী', শ্রাবণ ১৩৪১।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় রামমোহনের নামে কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটি ডিভিসনে একটি মকদ্দমা রুজু করেন। এই মকদ্দমায় রামমোহনের প্রথম-জীবন ও বিষয়-সম্পত্তি সম্বন্ধে প্রায় সকল কথাই উঠে, এবং রামমোহনের

নিজের, তাঁহার বন্ধু ও আত্মীয়স্বজন এবং তাঁহার কর্ম্মচারীদের সাক্ষ্য ও জবানবন্দি লওয়া হয়। রামমোহনের পরিবার-পরিজন, বাল্য-জীবন, বিষয়-সম্পত্তি ও চাকুরী ব্যবসায় সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ করিতে হইলে এই সকল জবানবন্দির ব্যবহার অপরিহার্য্য। এই তিনটি প্রবন্ধে রামমোহনের প্রথম-জীবনের যে বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রধানতঃ এই সকল কাগজপত্র ও বোর্ড অব রেভিনিউয়ের পত্রাবলীর সাহায্যে রচিত।

এই তিনটি প্রবন্ধ প্রকাশের চার-পাঁচ বৎসর পরে পরলোকগত রমাপ্রসাদ চন্দ ও শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার-সম্পাদিত *Selections from Official Letters and Documents relating to the Life of Raja Rammohun Roy* (1938) নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। ইঁহারা এক শ্রেণীর লোক কর্তৃক এই গ্রন্থে বহু নূতন তথ্য উদ্ঘাটনের জন্য অভিনন্দিত হইয়াছেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আমার বাংলা ও ইংরেজী প্রবন্ধ তিনটিতে রামমোহনের প্রথম-জীবন সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য যে-সকল সংবাদ আছে, এই সুবৃহৎ গ্রন্থে তাহার অতিরিক্ত একটি সংবাদও নাই। আমার ভাগ্য-দেবতা আমার প্রতি অপ্রসন্ন ছিলেন বলিয়াই উপরি-উল্লিখিত বিচারকদের হিসাব হইতে আমি বাদ পড়িয়াছিলাম। শুধু তাঁহারাই নন, রামমোহনের এই জীবনচরিতকারেরাও আমাকে হিসাবের মধ্যে ধরেন নাই। ধরিবার কারণ যে যথেষ্ট ছিল, তাহার একটি সামান্য প্রমাণ এই : রামমোহন-জননী তারিণী দেবীর শ্রীক্ষেত্র গমন ও তথায় মৃত্যুর তারিখ সম্বন্ধে, 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত চন্দ-মহাশয়ের একটি প্রবন্ধের ভুল সংশোধনার্থ আমি ২৬ জুন ১৯৩৭ তারিখের 'দেশ' পত্রিকায় 'সম্বাদ কৌমুদী'র যে বিবরণটুকু উদ্ধৃত করি, তাহাও দেখিতেছি, বিনা-স্বীকৃতিতে উক্ত গ্রন্থে যথাযথভাবে স্থান পাইয়াছে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার *Raja Rammohun Roy and the Last Moghuls.* A Selection from Official Records (1803-1859) নামক আরও একটি সুবৃহৎ গ্রন্থ তিন বৎসর পূর্ব্বে (ইং ১৯৩৯) প্রকাশ করিয়া রামমোহন-ভক্তদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কিন্তু মজুমদার-মহাশয় এই গ্রন্থে রামমোহনের যে-সকল চিঠিপত্র বা রামমোহন-সংক্রান্ত যে-সকল সংবাদ তাঁহার আবিষ্কার হিসাবে স্থান দিয়াছেন, তাহার সকলগুলিই যে বর্ত্তমান জীবনী-লেখক 'মডার্ন রিভিয়ু' পত্রে এবং *Raja Rammohun Roy's Mission to England* (1926) পুস্তকে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছিল—এই সামান্য সত্য কথাটি জ্ঞাপন করিতে তাঁহার ভুল হইয়াছে। এমন কি, গত বর্ষে (ইং ১৯৪১) প্রকাশিত মজুমদার মহাশয়ের *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India.* A Selection from Records (1775-1845) পুস্তকে মৎকর্ত্তৃক বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত বহু উপাদান সন্নিবিষ্ট হইলেও সেই সেই উপাদান-সম্পর্কে আমার পরিশ্রম স্বীকৃত হয় নাই। সম্পূর্ণ সহায়সম্পদহীন ভাবে আমি যে সামান্য কাজ করিয়াছি, তাহা এই ভাবে উপেক্ষিত হওয়াতে আমি বেদনা বোধ করিয়াছি, তাহা বলাই বাহুল্য।

১৫ ইন্দ্র বিশ্বাস রোড,
বেলগাছিয়া, কলিকাতা।

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামমোহন রায়

পিতৃপরিচয়

ইংরেজ-শাসনকালে ভারতবর্ষে যে-সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, রামমোহন রায় তাঁহাদের এক জন। অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদ পূর্ণ হইবার দু-এক বৎসর পূর্ব্বে হুগলী জেলার রাধানগরে এক সম্পন্ন বাঙালী ভদ্রলোকের ঘরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যে-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, সেই ধরণের পরিবার তখনকার দিনে বাংলা দেশে বিরল ছিল না। সে-যুগে অনেক বাঙালীই অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্যে মুসলমান রাজসরকারে, বিশেষ করিয়া মুসলমান শাসকদের রাজস্ব-বিভাগে চাকুরী লইতেন ও সেই চাকুরীলব্ধ অর্থে ভূসম্পত্তি কিনিয়া স্বগ্রামে জমিদার বা তালুকদার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার চেষ্টা করিতেন।

রামমোহনের পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ, সকলেই এই শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। তাঁহার প্রপিতামহ কৃষ্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার রাজসরকারে চাকুরী করিয়া 'রায়-রায়ান্' উপাধি পান। তাঁহার পিতামহ ব্রজবিনোদ, আলিবর্দ্দী খাঁর শাসনকালে বিশিষ্ট কর্ম্মচারী ছিলেন এবং সম্রাট্ দ্বিতীয় শাহ্ আলম যখন পূর্ব্বদেশে ছিলেন, তখন তিনি তাঁহার অধীনে কর্ম্মচারী হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। রামমোহনের পিতা রামকান্ত রায়ও মুর্শিদাবাদ সরকারে কাজ করিতেন বলিয়া কিংবদন্তী আছে। কিন্তু পর-জীবনে তাঁহাকে আমরা নিজগ্রামে বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত দেখিতে পাই।

রামকান্ত ছাড়া ব্রজবিনোদের আরও ছয় পুত্র ছিল। ইঁহাদের নাম—নিমানন্দ, রামকিশোর, রাধামোহন, গোপীমোহন, রামরাম ও বিষ্ণুরাম। ভ্রাতাদের মধ্যে রামকান্ত পঞ্চম ছিলেন। ইঁহারা সকলে রাধানগরের পৈতৃক ভদ্রাসনে একত্র বাস করিলেও পৃথগন্ন ছিলেন এবং প্রত্যেকের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিও স্বতন্ত্র ছিল। রামকান্ত রায়ের তিন সংসার ছিল। প্রথমা স্ত্রী সুভদ্রা দেবী নিঃসন্তান ছিলেন; দ্বিতীয়া তারিণী দেবী জগমোহন, রামমোহন ও এক কন্যার মাতা, ও তৃতীয়া রামমণি দেবী—রামলোচন রায়ের মাতা ছিলেন।

তারিণী দেবীর দুই পুত্রের মধ্যে রামমোহন কনিষ্ঠ। পিতার রাধানগরে বাসকালেই ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দে* তাঁহার জন্ম হয়। তারিণী দেবী তেজস্বিনী, প্রখর বুদ্ধিশীলা ও নিষ্ঠাবতী মহিলা ছিলেন। রামমোহনের চরিত্রের অনেক গুণ সম্ভবতঃ তাঁহার মাতার নিকট হইতে পাওয়া।

* রামমোহনের জন্মের দুইটি তারিখ চলিয়া আসিতেছে, ইং ১৭৭২ ও ১৭৭৪। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি ঠিক্‌, তাহা অকাট্যরূপে নির্দ্ধারণ করিবার উপায় না থাকিলেও ১৭৭৪ খ্রীষ্টাব্দের পক্ষে সমসাময়িক প্রমাণ আছে। ইহা রামমোহনের মনিব ও বন্ধু জন্ ডিগবীর দুইটি উক্তি। ডিগবীর উদ্যোগে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডন হইতে *Trans. of an Abridgment of the Vedant,...Likewise A Trans. of the Cena Upanishad* প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি রামমোহনের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছেন। তাহাতে প্রকাশ, ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের বয়স ৪৩ বৎসর, এবং ডিগবীর সহিত যখন তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তাঁহার বয়স ২৭ বৎসর। এই দুইটি উক্তি হইতেই রামমোহনের জন্মবৎসর—ইং ১৭৭৪ পাওয়া যায়। ডিগবী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন, এবং পর-বৎসর (ইং ১৮০১) কলিকাতায় রামমোহনের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের জন্ম ধরিলে, ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৭ বৎসর হয়। কিন্তু ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ডিগবী এদেশেই আসেন নাই,—রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ হওয়া ত দূরের কথা।

রামমোহনের বাল্যকাল সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না বলিলেই চলে। তাঁহার বাল্যশিক্ষা সম্বন্ধে কিংবদন্তী এইরূপ : তিনি কিছু দিন গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় পড়িয়া, বাড়ীতে ফার্সী শেখেন ; অতঃপর তাঁহার পিতা তাঁহাকে আরবী শিখিবার জন্য পাটনায় এবং শেষে সংস্কৃত শিখিবার জন্য কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন। এই সকল কথার মধ্যে কতটা সত্য নিহিত আছে, তাহা বলা দুরূহ। রামমোহনের বন্ধু অ্যাডাম সাহেব আবার একখানি পত্রে লিখিয়াছেন (ইং ১৮২৬) যে, রামমোহন দশ বৎসর কাশীতে থাকিয়া সংস্কৃত শিখিয়াছিলেন। কিন্তু রামমোহন যে একাদিক্রমে দশ বৎসর কাশীতে থাকিতে পারেন না, তাহা সুনিশ্চিত। বাল্যকালে রামমোহনের তিনটি আনুষ্ঠানিক বিবাহের কথাও আমরা জানিতে পারি। অতি অল্প বয়সে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। অ্যাডামের একখানি পত্রে প্রকাশ, রামমোহনের বয়স যখন মাত্র ৯ বৎসর, সেই সময় তাঁহার পিতা এক বৎসরেরও কম ব্যবধানে দুই বার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন।

রামমোহন তাঁহার জীবনের প্রথম ১৪ বৎসর যে প্রধানতঃ রাধানগরের বাড়ীতেই কাটাইয়াছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই বাড়ীতেই চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহার সহিত সুখসাগরের নিকটবর্তী পালপাড়া গ্রাম-নিবাসী নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কারের পরিচয় হয়। এই নন্দকুমার প্রথম-জীবনে অধ্যাপক ছিলেন ও পর-জীবনে তান্ত্রিক সাধনা করিয়া হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধূত নামে পরিচিত হন। মনে হয়, রামমোহনের সংস্কৃত শাস্ত্রে অধিকার অনেকটা ইঁহার শিক্ষার ফল। অন্ততঃ তিনিই যে রামমোহনকে তান্ত্রিক মতে আকৃষ্ট করেন, তাহা নিঃসন্দেহ। তিনি বয়সে রামমোহন অপেক্ষা প্রায় ১১ বৎসরের বড় ছিলেন।

পর-বৎসর, অর্থাৎ রামমোহনের বয়স যখন ১৫, তখন তিনি অন্য প্রকার ধর্ম্ম দেখিবার মানসে পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া দুই-তিন বৎসরের জন্য তিব্বতে গিয়াছিলেন,—ডাঃ কার্পেণ্টার এই কথা রামমোহনের মুখে শুনিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু রামমোহন তাঁহার কোন রচনাতেই নিজমুখে তিব্বত-ভ্রমণের কথা বলেন নাই। তাঁহার প্রথম-জীবনের ভ্রমণ সম্বন্ধে, ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীনে' এইরূপ লিখিয়াছেন :—

> আমি পৃথিবীর সুদূর প্রদেশগুলিতে, পার্ব্বত্য ও সমতল ভূমিতে পর্য্যটন করিয়াছি।

১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি রামকান্ত রায় তিন স্ত্রী, তিন পুত্র ও দৌহিত্র সহ রাধানগরের পৈতৃক বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যান এবং নিকটেই লাঙ্গুলপাড়া গ্রামে নূতন বাড়ী স্থাপন করেন। কি কারণে রামকান্ত পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করেন, তাহা জানা যায় না। তবে রাধানগরের বাড়ীতে স্থানাভাব ইহার একটি কারণ হইতে পারে। এই সময়ে রামকান্তের অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল। তিনি ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে কোম্পানীর নিকট হইতে নয় বৎসরের জন্য (ইং ১৭৯১-১৮০০) ভূরসুট পরগণা ইজারা লন। রামকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র জগমোহন এই ইজারার জন্য পিতার জামিন হন। রামকান্ত পুত্রদিগকে অল্প বয়স হইতেই বিষয়কর্ম্মে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। ১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মেদিনীপুরের চেতোয়া পরগণায় হরিরামপুর নামে একটি বড় তালুক জগমোহন রায়ের নামে কেনা হয়। ১৭৯২-৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন কোথায় কি করিতেছিলেন, জানা যায় না বটে, তবে ২২ মার্চ ১৭৯৬ তারিখ দেওয়া তাঁহার লিখিত একখানি বাংলা চিঠি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এই সময়ে তিনিও পিতার বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন।

সম্পত্তি-বিভাগ

স্ত্রীপুত্র পরিজন লইয়া রামকান্ত রায় লাঙ্গুলপাড়ার নূতন বাড়ীতে দিন কাটাইতেছিলেন, এমন সময়ে একটি ঘটনা ঘটিল। ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ১লা ডিসেম্বর (১৯ অগ্রহায়ণ ১২০৩) একটি দানপত্র দ্বারা নিজের জন্য কিছু অংশ রাখিয়া, রামকান্ত বাকী সমস্ত সম্পত্তি পুত্রদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। জগমোহন, রামমোহন ও রামলোচন তিন জনই এই দলিলে স্বীকারপত্র লিখিয়া দিলেন এবং উহা খানাকুল কৃষ্ণ-নগরের কাজীর নিকট রেজিষ্ট্রী করিয়া লওয়া হইল। কোন্ পুত্র কোন্ সম্পত্তি পাইবেন, তাহার তালিকা করিয়া দিয়া রামকান্ত লিখিলেন যে, তাঁহার তিন পুত্র এই ভাগ অনুযায়ী বসতবাটী ও জমিজমা ভোগ করিবেন, এবং কাহারও সম্পত্তির উপর অন্য কাহারও কোন প্রকার দাবী দাওয়া থাকিবে না, তিন পুত্রের কাহাকেও নগদ টাকা দেওয়া হইল না; বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি ইতিপূর্ব্বে যাঁহাকে যাহা দেওয়া হইয়াছে, তাঁহারই থাকিবে এবং পরে যদি দেওয়া হয়, তাহা হইলেও এইরূপ ব্যবস্থাই হইবে; তিন পুত্রের অংশ ছাড়া তাঁহার স্বোপার্জ্জিত সম্পত্তির সামান্য অংশ ও বর্দ্ধমানের বসতবাটী তাঁহার নিজের রহিল; তাঁহার বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ দেনা বা উপার্জ্জনের সহিত তাঁহার পুত্রদের এবং পুত্রদের আয়ের সহিতও তাঁহার কোন সম্পর্ক রহিল না; অতঃপর তিনি যাহা উপার্জ্জন করিবেন, তাহা তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা দিবেন; পৈতৃক বিগ্রহের সেবা ও পূজার ভার পুত্রেরা সমভাবে লইবেন, কিন্তু তাঁহার নিজের স্থাপিত বিগ্রহের জন্য তিনি নিজে দায়ী, উহার সহিত পুত্রদের কোন সংস্রব নাই; জগমোহন রায় ও রামমোহন রায় তাঁহাদের মাতামহদত্ত জমিজমা পাইবেন; রামলোচন রায় তাঁহার মাতামহদত্ত জমি পাইবেন; ৺ভট্টাচার্য্যের কন্যা [তারিণী দেবী] নিজ পুত্রদের

নামে যে জমি এবং পুষ্করিণী ক্রয় করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইল এবং ৺রামশঙ্কর রায়ের কন্যা [রামমণি দেবী] যে-সকল জমি ক্রয় করিয়াছেন, তাহা তাঁহাকে দেওয়া হইল; তালুক হরিরামপুর সম্পূর্ণ জগমোহন রায়ের, উহার সহিত রামমোহন রায় বা রামলোচন রায়ের কোন সংস্রব নাই।

রামকান্ত রায়ের তিন পুত্রই এই দলিলে নিজ নিজ অংশের নীচে, "আমি শ্রী ... ·রায় বসতবাটী প্রভৃতি যাহা আমাকে দেওয়া হইল তাহা গ্রহণ করিলাম ও এই বাটোয়ারা অনুযায়ী দখল ও ভোগ করিব; যদি অন্য কাহারও নামে লিখিত জমিজমাতে দাবী করি বা কেহ করে তবে তাহা মিথ্যা"—এই মর্ম্মে স্বাক্ষর করিলেন।

এই বাটোয়ারা অনুযায়ী রামমোহন নিম্নলিখিত সম্পত্তি পাইলেন :—

শ্রীরামমোহন রায়ের অংশ

মৌজা লাঙ্গুলপাড়া :—

বসতবাটী ও বেড়, চৌহদ্দিযুক্ত, গাছ প্রভৃতি সহ এবং
খিড়কীর দরজার দিকে পুষ্করিণী ও নূতন পুষ্করিণী।

এই সকলের অর্দ্ধেক ... ১ দফা

গোহালবাড়ী ও বেড়, গাছসহ ও চৌহদ্দিযুক্ত বাড়ী ... ৮ বিঘা

মৌজা কৃষ্ণনগর :—

সূর্য্যদাস রায়ের বেড় ধানের জমি ... ৯ বিঘা

কোঠালিয়ারকুণ্ডের ধানের জমি ... ৩ বিঘা

পরগণা চন্দ্রকোণায় পুরণচক্ ... ১০ বিঘা

মৌজা কাট্যাদলে পৈতৃক বেড়ে আমার অংশ ... ১ দফা

মৌজা কলিকাতার জোড়াসাঁকোতে রামকৃষ্ণ
শেঠ ও অন্যান্য লোক হইতে ক্রীত বাড়ী
ও পুষ্করিণী। চৌহদ্দিযুক্ত ... ১ দফা

গোপীনাথপুরে পৈতৃক পুষ্করিণীতে নিজ অংশ ... ১ দফা

অন্য ভ্রাতাদের অংশের বর্ণনা এখানে দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। তবে মোটামুটি এই কথা বলা যাইতে পারে যে, একটি তালুকের (হরিরামপুর) কথা বাদ দিলে তিন পুত্রই সমান ভাগ পান। বসতবাড়ীর মধ্যে লাঙ্গুলপাড়ার নূতন বাড়ী সমানভাবে জগমোহন ও রামমোহনের ভাগে পড়িল। রামকান্ত রাধানগরের পৈতৃক বাড়ীর স্বত্ব ত্যাগ করেন নাই; উহা দেওয়া হইল রামলোচন রায়কে। রামকান্ত রায়ের কলিকাতা জোড়াসাঁকোর বাড়ী একমাত্র রামমোহনেরই ভাগে পড়িল; এই বাড়ীটির মূল্য তখনকার দিনে আন্দাজ তিন হাজার টাকা।

সম্পত্তি ভাগ হইয়া গেল এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে আরও কিছু পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল। কিছু দিন পরেই মাতা সহ রামলোচন রায় লাঙ্গুলপাড়া হইতে রাধানগরে চলিয়া গেলেন এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত (পৌষ ১২১৬) সেইখানেই বাস করিলেন। রামকান্ত বর্দ্ধমানে চলিয়া গেলেন এবং সেইখানে থাকিয়া নিজের ইজারা-লওয়া জমিদারী ও বর্দ্ধমানাধিপতি তেজচন্দ্রের মাতা মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন। এখানে বলা প্রয়োজন, তিনি মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মোক্তার ছিলেন। সম্পত্তি-বিভাগের পর হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত রামকান্ত সাধারণতঃ বর্দ্ধমানেই থাকিতেন, কিন্তু মাঝে মাঝে লাঙ্গুলপাড়া ও রাধানগরেও যে না-যাইতেন, এমন নহে। তাঁহার পুত্রেরাও সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য বর্দ্ধমানে যাইতেন। দেশে থাকিলে রামমোহনও অন্য পুত্রদের মত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেন। কিন্তু রামকান্তের পত্নীরা কখনও বর্দ্ধমানে গিয়া বাস করেন নাই।

সম্পত্তি-বিভাগের ফলে রামলোচন রায় ও তাঁহার মাতা লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ী হইতে চলিয়া গেলেন, কিন্তু সেখানে কোন বিশেষ ব্যবস্থা-পরিবর্ত্তন হইল না। তারিণী দেবী কর্ত্রী হইয়া বাড়ীর ঐহিক ও পারত্রিক সকল

কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। তাঁহার পুত্র, পুত্রবধূ, দৌহিত্র (গুরুদাস মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতি তাঁহারই কর্ত্তৃত্বাধীনে বাস করিতে লাগিলেন।

এই সময় হইতে রামমোহনের কার্য্যকলাপ ও গতিবিধি সম্বন্ধে আমরা আরও একটু বেশী সংবাদ পাইতে আরম্ভ করি। এই সকল সংবাদ যথেষ্ট না হইলেও উহাদের সাহায্যে এই সময় রামমোহন কোথায় কি কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়। রামমোহনের জ্যেঠা নিমানন্দের পুত্র গুরুপ্রসাদ রায়ের জবানবন্দিতে প্রকাশ, সম্পত্তি-বিভাগের নয় মাস পরে রামমোহন কলিকাতায় বাস করিতে যান। কিন্তু এত শীঘ্রই তিনি কলিকাতার বাসিন্দা হইয়াছিলেন কি-না, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন যে কলিকাতা যান, তাহার কারণ খুব সম্ভব একটি বৈষয়িক ব্যাপার। এই বৎসর তিনি অনরেবল অ্যাণ্ড্রু র‍্যাম্‌জে নামে কোম্পানীর এক সিবিলিয়ানকে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর্জ দেন। এই টাকাটা রামমোহন তাঁহার সরকার—গোলোকনারায়ণ সরকারের হাতে এক অ্যাটনীর আপিসে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। সেইখানে র‍্যাম্‌জে দলিল লিখিয়া দেন।

ইহার পর রামমোহনের লিখিত ২১ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৮ ও ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯ তারিখের দুইটি পত্রে আমরা দেখিতে পাই যে, ১৭৯৮ ও ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি ভুরসুট পরগণায় পিতার বিষয়-সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতেছেন। এই সকল আভাস-ইঙ্গিত হইতে মনে হয়, রামমোহন এই কয় বৎসর বিষয়কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতা, বর্দ্ধমান, লাঙ্গুলপাড়া ও নিকটবর্ত্তী নানা জায়গায় ঘুড়িয়া বেড়াইতেছিলেন।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন বিষয়সম্পত্তি-সংক্রান্ত একটি বড় কার্য্য

সমাধা করেন। এই বৎসরের ১২ই জুলাই তিনি বর্দ্ধমানে গঙ্গাধর ঘোষ ও রামতনু রায়ের নিকট হইতে ৩,১০০ ও ১,২৫০ টাকায় গোবিন্দপুর ও রামেশ্বরপুর নামে দুইটি বড় তালুক একই দিনে ক্রয় করেন। ইহার প্রথমটি জাহানাবাদ পরগণায় ও দ্বিতীয়টি চন্দ্রকোণা পরগণায় অবস্থিত। রামমোহনের ভূসম্পত্তির মধ্যে এ-দুটি খুব মূল্যবান্ ছিল। উহা হইতে আদায়-খরচ ও সদর-জমা (বাৎসরিক ২১,৮৬৮৵১৯) দিয়া রামমোহনের পাঁচ-ছয় হাজার টাকা আয় হইত।

রায়-পরিবারের ভাগ্যবিপর্য্যয়

১৭৯৯ ও ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে হঠাৎ রায়-পরিবারের ঘোরতর দুরবস্থা উপস্থিত হইল এবং ইহার ফলে তিন বৎসরের মধ্যে উঁহারা প্রায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গেলেন। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে মহারাণী বিষ্ণুকুমারীর মৃত্যু হয়। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধমানে রামকান্ত রায়ের যে প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা ছিল, তাহার অবসান হইল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে রামকান্ত রায়ের ভুরসুটের ইজারার মিয়াদ ফুরাইয়া গেল এবং দেখা গেল, তাঁহার খাজনার কিস্তি বাকি পড়িয়াছে। এই সময় বাকি খাজনা বাবদ তাঁহার নিকট বর্দ্ধমানের রাজার দাবীও প্রায় আশী হাজার টাকায় দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল ঋণ শোধ করিবার সঙ্গতি রামকান্তের ছিল না। সুতরাং ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সর্ব্বপ্রথমে গবর্মেণ্ট তাঁহাকে বাকি খাজনার জন্য হুগলীর দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিলেন। এই টাকার (সুদ ও আসলে ৩,৩৩৮৵৫) কিয়দংশ রামকান্ত নিজে শোধ করিলেন, বাকিটা তাঁহার পুত্র ও জামিন জগমোহন রায়ের সম্পত্তির অংশ-বিশেষ বিক্রয় করিয়া শোধ করা হইল; এবং রামকান্ত ১৮০১

খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে মুক্তি পাইলেন। কিন্তু বর্দ্ধমানের রাজা প্রাপ্য টাকার জন্য তখনই আবার তাঁহাকে দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিলেন। এই বারে রামকান্তকে প্রথমে হুগলী ও পরে বর্দ্ধমানের জেলে রাখা হইল। পরে বর্দ্ধমানের মহারাজাকে পাঁচ শত টাকা নগদ ও বাকি টাকা এগার বৎসরে শোধ করিবেন—এই মর্ম্মে একটি কিস্তিবন্দির দলিল লিখিয়া দিয়া দেওয়ানী জেল হইতে মুক্তি পান। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে জগমোহন রায়ও গবর্মেণ্টের খাজনা বাকি ফেলিলেন এবং তাঁহাকেও মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইল। এই জেল হইতে তিনি মুক্তি পাইলেন ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে।

রায়-পরিবারের এই ভাগ্যবিপর্য্যয় হইতে একমাত্র রামমোহনই মুক্ত রহিলেন। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি "পাটনা, কাশী ও কলিকাতা হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে" যাইবার জন্য অন্তরঙ্গ বন্ধু ("confidential friend") রাজীবলোচন রায়ের সহিত নিজের তালুকাদির বিলি-বন্দোবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি, পুত্র রাধাপ্রসাদ জন্মিবার পূর্ব্বেই, রামমোহন পশ্চিম যাত্রা করিলেন। এই যাত্রার উদ্দেশ্য খুব সম্ভব চাকুরী বা অর্থোপার্জ্জন। যে র‍্যাম্‌জেকে তিনি বৎসর-তিনেক পূর্ব্বে সাড়ে সাত হাজার টাকা কর্জ্জ দেন, তিনি তখন কাশীতে ছিলেন।

কিন্তু রামমোহনের বিদেশ-প্রবাস দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ইহার পর বৎসর-দুই রামমোহন কলিকাতা হইতে কোথাও গিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কয়েক বৎসর পরে (ইং ১৮০৯) বড়লাটের নিকট একটি দরখাস্তে রামমোহন লেখেন যে, তাঁহার বংশ ও শিক্ষা সম্বন্ধে সকল সংবাদ সদর দেওয়ানী আদালত ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান

কর্ম্মচারিগণ ও কোম্পানীর অন্যান্য কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে জানা যাইবে। তাঁহাকে রংপুরের দেওয়ানীর জন্য সুপারিশ করিবার সময়ে কলেক্টর ডিগবীও লেখেন (৩১ জানুয়ারি ১৮১০) যে, সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান কাজী ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রধান ফার্সী মুন্‌শী রামমোহন রায়ের চরিত্র ও কর্ম্মদক্ষতা সম্বন্ধে সংবাদ দিতে পারিবেন। এই সকল উক্তি হইতে মনে হয়, রামমোহন সদর দেওয়ানী আদালতের ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত কোন-না-কোন প্রকারে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ইংরেজ কর্ম্মচারিগণের ফার্সী ও মুসলমান আইন শিক্ষার প্রয়োজনের জন্য সে-যুগে কলিকাতায় মুসলমানী বিদ্যার খুব চর্চ্চা ছিল। সুতরাং রামমোহন কলিকাতার উচ্চপদস্থ মুসলমান মৌলবীদের সাহায্যে আর্বী-ফার্সীর ব্যুৎপত্তি গভীরতর করেন, তাহাও অসম্ভব নয়। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে খুব সম্ভব কলিকাতাতেই তিনি জন্ ডিগবীর সহিতও পরিচিত হন। ডিগবী ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এদেশে আসেন এবং অন্য সকল সিবিলিয়ানদেব মত সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে দেশীয় ভাষা শিক্ষা করেন। ডিগবী বলিয়া গিয়াছেন যে, তাঁহার সহিত রামমোহনের প্রথম পরিচয় হওয়ার সময়ে রামমোহনের বয়স সাতাইশ বৎসর ছিল। আমাদের হিসাবে উহা ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দেই হয়।

কলিকাতায় রামমোহন নানা বৈষয়িক কাজকর্ম্মও করিতেন। তিনি কোম্পানীর কাগজ কিনিতেন ও উহার ব্যবসা করিতেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় টমাস উডফোর্ড নামে কোম্পানীর আর এক জন সিবিলিয়ানকে পাঁচ হাজার টাকা কর্জ দেন। এই টাকাটা কর্জ দিবার সময় রামমোহনের তহবিলে মাত্র দুই হাজার টাকা থাকায় বাকি তিন হাজার টাকা জোড়াসাঁকোর জয়কৃষ্ণ সিংহের নিকট হইতে

আনা হয়। উডফোর্ড ইহার জন্য রামমোহনকে তমস্থক লিখিয়া দেন।

ইহার কয়েক মাস পরেই রামমোহন ঢাকা-জালালপুরে (বর্ত্তমান ফরিদপুরে) যথারীতি জামিন দিয়া উডফোর্ডের দেওয়ান নিযুক্ত হইয়াছেন (৭ মার্চ ১৮০৩) দেখিতে পাই। উডফোর্ড ঢাকা-জালালপুরের কলেক্টর ছিলেন। রামমোহনের এই দেওয়ানী-পদ দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। দুই মাস পরেই ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই মে তিনি পদত্যাগ করেন। ইহার কারণ, অসুস্থতার জন্য উডফোর্ডের ঢাকা-জালালপুর ত্যাগ।

আর্থিক দুশ্চিন্তা ও দুর্দ্দশার মধ্যে এই সময়ে—১২১০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে (মে জুন ১৮০৩) বর্দ্ধমানের বাড়ীতে রামকান্ত রায়ের মৃত্যু হইল। তাঁহার পুত্রদের মধ্যে রামলোচন রায় সম্ভবতঃ তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহার দৌহিত্র গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মৃত্যুর পরের দিন বর্দ্ধমানে আসিয়া পৌছেন। তাঁহার অপর দুই পুত্রের মধ্যে জগমোহন রায় তখন মেদিনীপুর জেলে, রামমোহন খুব সম্ভব কলিকাতায় অথবা ঢাকা-জালালপুর হইতে কলিকাতার পথে। তিনি ১৪ই মে (২রা জ্যৈষ্ঠ) ঢাকা-জালালপুরের কর্ম্ম ত্যাগ করেন। তিনি পিতার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন না বলিয়াই আমাদের ধারণা।*

* আমরা মকদ্দমার যে-সকল কাগজপত্রের সাহায্যে এই অধ্যায় রচনা করিয়াছি, উহাদের মধ্যে তারিণী দেবীকে রামমোহনের পক্ষ হইতে জেরা করিবার উদ্দেশ্যে লিখিত কয়েকটি প্রশ্ন আছে। উহাদের একটি এইরূপ:—"উল্লিখিত রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর সময়ে রামমোহন রায় কোথায় ছিলেন, এ-বিষয়ে কি জানেন, কি শুনিয়াছেন, কি বিশ্বাস করেন?" ঠিক এই ধরণের প্রশ্ন জগমোহন সম্বন্ধেও জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে; কিন্তু রামলোচন সম্পর্কে এ প্রশ্ন করা হয় নাই। জগমোহন পিতার মৃত্যুর সময়ে অনুপস্থিত ছিলেন। সেজন্ত মনে হয়, রামমোহনও পিতার মৃত্যুকালে উপস্থিত ছিলেন

রামকান্তের মৃত্যুর পর শ্রাদ্ধ লইয়া রামমোহন ও অন্যান্য সকলের মধ্যে একটা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। পরিশেষে রামমোহন নিজ-ব্যয়ে কলিকাতায় এক শ্রাদ্ধ করিলেন, তারিণী দেবী দৌহিত্রের অলঙ্কারাদি বন্ধক রাখিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া লাঙ্গুলপাড়ায় শ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করিলেন এবং সেই শ্রাদ্ধ করিলেন রামলোচন রায়, জগমোহন জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে মেদিনীপুর জেলের মধ্যেই আর একটি শ্রাদ্ধ করিলেন।

মৃত্যুকালে রামকান্তের কোন নগদ টাকা ছিল না। সম্পত্তির মধ্যে বর্দ্ধমানে সাত-আট হাজার টাকা মূল্যের একটি বাড়ী ও পঞ্চাশ-ষাট বিঘা নিষ্কর ও ব্রহ্মোত্তর ছিল। বাড়ীটি বর্দ্ধমানের মহারাজা ঋণের জন্য দখল করিয়া লইলেন, ব্রহ্মোত্তর জমি রামকান্তের নির্দ্দেশ অনুযায়ী তারিণী দেবী কর্ত্তৃক দেবসেবায় নিয়োজিত হইল।

রামকান্তের মৃত্যু ও জগমোহনের কারাবাসের জন্য রায়-পরিবার যখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত, তখন রামমোহনের অবস্থা বেশ সম্পন্ন। তিনি নিজেও এই কথার ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন এবং আমরা তাঁহাকে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে লাঙ্গুলপাড়ায় একটি নূতন তালুক কিনিতেও দেখি।

রামমোহন ইহার কিছু দিন পরেই সম্ভবতঃ মুর্শিদাবাদে যান। এই সময় তাঁহার দুই সিবিলিয়ান পৃষ্ঠপোষক—র‍্যাম্‌জে এবং উডফোর্ডও মুর্শিদাবাদে ছিলেন। মুর্শিদাবাদে ১৮০৩ অথবা ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের একেশ্বরবাদ-সম্বন্ধীয় আরবী ও ফার্সী পুস্তক 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন' প্রকাশিত হয় বলিয়া মিস্ কলেট বলিয়া গিয়াছেন। ইহা ঠিক হওয়াই সম্ভব।

না। তাহা ছাড়া রায়-পরিবারের পুরোহিত রাধাকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের জবানবন্দিতে আছে :—"রামকান্ত রায়ের মৃত্যুর সময়ে জগমোহন রায় মেদিনীপুর জেলে ছিলেন এবং রামমোহন রায় বিদেশে ছিলেন ; সে দেশের নাম তাঁহার স্মরণ নাই।"

রামমোহন ও জন্ ডিগবী

রামমোহনের উপরিতন কর্ম্মচারী, মনিব ও বন্ধু হিসাবে জন্ ডিগবীর নাম সুপরিচিত। কিন্তু যে-সকল ইংরেজ রাজপুরুষের সহিত তাঁহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হয়, ডিগবী তাঁহাদের প্রধান হইলেও প্রথম নহেন। ইহার পূর্ব্বে রামমোহন যে উডফোর্ড নামে এক জন সিবিলিয়ানকে টাকা কর্জ্জ দেন ও তাঁহার অধীনে কাজ করেন, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে উডফোর্ড মুর্শিদাবাদে বদলি হন এবং রামমোহনও সম্ভবতঃ তাঁহার সঙ্গে সেখানে যান। কিন্তু পর-বৎসরই উডফোর্ড পীড়িত হইয়া পড়েন এবং ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে সমুদ্র-যাত্রা করেন। এই ঘটনার পর রামমোহন ডিগবীর অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রামমোহনের সহিত ডিগবীর ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের যুগ। এই সময়ে রামমোহন ডিগবীর সহিত প্রথমে রামগড়, পরে রামগড় হইতে যশোহর, যশোহর হইতে ভাগলপুর, এবং সর্ব্বশেষে ভাগলপুর হইতে রংপুর যান। কিন্তু ডিগবীর সহিত রামমোহনের কেবল মাত্র মনিব-কর্ম্মচারীর সম্বন্ধই ছিল না। রামমোহন ডিগবীর নিকট হইতে গভীর ভাবে ইংরেজী শিক্ষা করেন। ডিগবীও রামমোহনকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন।

রামমোহন যখন যেখানে যে-চাকুরীই করুন না কেন, সর্ব্বদাই আত্মসম্মান বজায় রাখিয়া চলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এ-বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ডিগবী ভাগলপুরে বদলি হইবার পর রামমোহনও ভাগলপুরে গিয়াছিলেন। ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারি

তারিখে রামমোহন ভাগলপুরে পৌঁছেন; সেই দিন তাঁহার সহিত সেখানকার কলেক্টর সার্ ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনের একটা সংঘর্ষ হয়। মুসলমান আমলে উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীদের সম্মুখ দিয়া সাধারণ লোকের পাল্কীতে বা ঘোড়ায় চড়িয়া বা ছাতা-মাথায় যাইবার অধিকার ছিল না। ইংরেজরা যখন প্রথম এই দেশে আসেন, তখন তাঁহাদের কেহ কেহ এইরূপ সম্মান আদায় করিতে ভালবাসিতেন। সার্ ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনও এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। রামমোহন যখন পাল্কীতে করিয়া যাইতেছিলেন, তখন তিনি এক ইটের পাঁজার উপর দাঁড়াইয়া ছিলেন। এক জন দেশীয় লোককে সম্মুখ দিয়া পাল্কী চড়িয়া চাপরাসী বরকন্দাজ লইয়া যাইতে দেখিয়া সার্ ফ্রেডারিকের অত্যন্ত রাগ হইল। তিনি চীৎকার করিয়া রামমোহনকে পাল্কী হইতে নামিতে বলিতে লাগিলেন, এবং ইহাতে রামমোহনের পাল্কী থামে না দেখিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া গিয়া তাঁহার পাল্কী আটকাইলেন। তখন রামমোহন পাল্কী হইতে নামিয়া সার্ ফ্রেডারিক হ্যামিল্টনকে ভদ্রভাবে অভিবাদন করিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে সার্ ফ্রেডারিকের রাগ থামে না দেখিয়া গালাগালিতে কর্ণপাত না করিয়া আবার পাল্কীতে চড়িয়া চলিয়া গেলেন ও কিছু দিন পরে (১২ এপ্রিল ১৮০৯) স্বয়ং বড়লাট লর্ড মিণ্টোর নিকট এই অপমানের প্রতিকারের জন্য আবেদন করিলেন। এই আবেদনের ফলে আদেশ হইল যে, ভবিষ্যতে সার্ ফ্রেডারিক হ্যামিল্টন যেন দেশীয় লোকের সহিত এইরূপ বচসা না করেন।

রামমোহনের এই আবেদনপত্রখানি ইংরেজীতে লিখিত। এটিকে আপাততঃ তাঁহার সর্ব্বপ্রথম ইংরেজী রচনা বলিতে হইবে। প্রচলিত কোন রামমোহন-জীবনীতে ইহা নাই, এই কারণে আবেদনপত্রখানি নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

To the Right Hon'ble Lord Minto
Governor-General, etc. etc.
The humble petition of Rammohun Roy

Most humbly sheweth,

That your petitioner, in common with all the native subjects of the British Government, looks up to your Lordship as the guardian of the just rights and dignities of that class of your subjects against all acts which have a tendency either directly or indirectly to invade those rights and dignities, and your petitioner more especially appeals to your Lordship as, from the nature of the treatment, however degrading, which he has experienced, and from the nature of the existing circumstances with reference to the rank and distinction of the gentleman from whom it proceeded, your petitioner is precluded from any other means of obtaining redress.

Confiding therefore in the impartial justice of the British Government and in the acknowledged wisdom which governs and directs all its measures in the just spirit of an enlarged and liberal policy, your petitioner proceeds with diffidency and humility to lay before your Lordship, the following circumstances of severe degradation and injury, which he has unmeritedly experienced at the hands of Sir Frederick Hamilton.

On the 1st of January last, your petitioner arrived at the Ghaut of the river of Bhaugulpur, and hired a house in that town. Proceeding to that house at about 4 o'clock in the afternoon, your petitioner passed in his palanquin through a road on the left side of which Sir Frederick Hamilton was standing among some bricks. The door of the palanquin being shut to exclude the dust of the road, your petitioner did not see that gentleman, nor did the peon who preceded the palanquin, apprize your petitioner of the circumstance, he not knowing the gentleman, much less supposing that, that gentleman (who was standing alone among the bricks), was the Collector of the district. As your petitioner was passing, Sir Frederick Hamilton repeatedly called out to him to get out of his palanquin, and that with an epithet of abuse too

gross to admit of being stated here without a departure from the respect due to your Lordship. One of the servants of your petitioner who followed in the retinue, explained to Sir Frederick Hamilton, that your petitioner had not observed him in passing by ; nevertheless that gentleman still continued to use the same offensive language, and when the palanquin had proceeded to the distance of about 300 yds. from the spot where Sir Frederick Hamilton had stood, that gentleman overtook it on horseback. Your petitioner then for the first time understood that the gentleman who was riding alongside of his palanquin, was the Collector of the district, and that he required a form of external respect, which, to whatever extent it might have been enforced under the Mogul Government, your petitioner had conceived from daily observation, to have fallen under the milder, more enlightened and more liberal policy of the British Government, into entire disuse and disesteem Your petitioner then, far from wishing to withhold any manifestation of the respect due to the public officers of a Government which he held in the highest veneration, and notwithstanding the novelty of the form in which that respect was required to be testified, alighted from his palanquin and saluted Sir Frederick Hamilton, apologizing to him for the omission of that act of public respect on the grounds that, in point of fact, your petitioner did not see him before, on account of the doors of his palanquin being nearly closed. Your petitioner stated however at the same time that even if the doors had been open, your petitioner would not have known him, nor would have supposed him to be the Collector of the district. Upon this Sir Frederick asked your petitioner how the servant of the latter came to explain to him already, with your petitioner's salam, the reason of your petitioner's not having alighted from his palanquin. Your petitioner's servants stated in reply to the observations of Sir Frederick Hamilton that, he had not been desired by your petitioner to give that explanation, but that seeing that your petitioner had gone on and knowing that the doors of the palanquin were almost shut, he had explained that circumstance to Sir Frederick Hamilton, in the hope

of inducing that gentleman to discontinue his abusive language, but that he the servant had not expressed your petitioner's salam as he had had no communication with your petitioner on the subject; Sir Frederick Hamilton then desired your petitioner to discharge the servant from his service and went away. In the course of that conversation, calculated by concession and apology to pacify the temper of Sir Frederick Hamilton, that gentleman still did not abstain from harsh and indecorous language. The intelligence of your petitioner's having been thus disgraced has been spread over the town, and your Lordship's humane and enlightened mind will easily conceive, what must be the sensations of any native gentleman under a public indignity and disgrace, which as being inflicted by an English gentleman, and that gentleman an officer of Government, he is precluded from resenting, however strong the conviction of his own mind that such ill-treatment has been unmerited, wanton and capricious. If natives, therefore, of caste and rank were to be subjected to treatment which must infallibly dishonour and degrade them, not only within the pale of their own religion and society, but also within the circle of the English societies of high respectability into which they have the honour of being most liberally and affably admitted, they would be virtually condemned to close confinement within their house from the dread of being assaulted in the streets with every species of ignominy and degradation. Your petitioner is aware that the spirit of the British laws would not tolerate an act of arbitrary aggression, even against the lowest class of individuals, but much less would it continue an unjust degradation of persons of respectability, whether that respectability be derived from the society in which they move or from birth, fortune, or education; that your petitioner has some pretensions to urge on this point, the following circumstances will shew :—

Your petitioner's grandfather was at various times, chief of different districts during the administration of His Highness the Nawab Mohabut Jung, and your petitioner's father for several years, rented a farm from Government the revenue of which was

lakhs of rupees. The education which your petitioner has received, as well as the particulars of his birth and parentage, will be made known to your Lordship by a reference to the principal officers of the Sudder Dewani Adawlats and the College of Fort William, and many of the gentlemen in the service of the Hon'ble Company, as well as other gentlemen of respectability and character. Your petitioner throwing himself, his character and the honor of his family on the impartial justice, liberality and feeling of your Lordship, entertains the most confident expectation that your Lordship will be pleased to afford to your petitioner every just degree of satisfaction for the injury which his character has sustained, from the hasty and indecorous conduct of Sir Frederick Hamilton, by taking such notice of that conduct, as it may appear to your Lordship to merit.

And your petitioner in duty bound shall ever pray.

12th April 1809.

রামমোহনের চাকুরী সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। এখানে উহা সংশোধন করা আবশ্যক। যে নয় বৎসরের কথা বলা হইয়াছে, এই সময় রামমোহন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী করিতেন, ইহাই সকলের বিশ্বাস। প্রকৃত প্রস্তাবে রামমোহন এই কয় বৎসরের মধ্যে অতি অল্প কালই কোম্পানীর চাকুরীতে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত ডিগবী রামগড়ের অস্থায়ী জেলা-ম্যাজিষ্ট্রেটের কাজ করেন। রামমোহন এই সময়ে তাঁহার অধীনে ফৌজদারী আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। ইহার পর ডিগবী যখন রংপুরের কলেক্টর হন, তখন তিনি কয়েক মাসের জন্য রামমোহনকে অস্থায়ী দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করেন (ডিসেম্বর ১৮০৯ হইতে)। ডিগবী রামমোহন সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করিতেন। সেজন্য তিনি রামমোহনকে স্থায়ী দেওয়ান করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু কলিকাতার বোর্ড-অব-রেভিনিউ কিছুতেই তাহাতে সম্মত

হইলেন না। এমন কি, ডিগবীর পীড়াপীড়ির উত্তরে তাঁহাকে লিখিলেন, "ভবিষ্যতে ডিগবী যদি বোর্ডের প্রতি এইরূপ অসম্মানসূচক ব্যবহার করেন, তাহা হইলে তাঁহারা উহার সমুচিত উত্তর দিতে বাধ্য হইবেন।" ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে অন্য লোক রংপুরের দেওয়ান নিযুক্ত হইল।

রামমোহনকে স্থায়ী ভাবে দেওয়ানের পদে নিযুক্ত করিতে বোর্ডের এইরূপ প্রবল আপত্তি হইবার কারণ কি, সে-সম্বন্ধে অনেকেরই কৌতূহল হইতে পারে। এই বিষয়ে বোর্ড ডিগবীকে যে চিঠি লেখেন, তাহাতে রামমোহনের নিয়োগের বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি দেওয়া হয়। প্রথম যুক্তি এই যে, দেওয়ানের কাজ করিতে হইলে খাজনা আদায়ের সূক্ষ্ম অভিজ্ঞতা এবং নিয়মাবলীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন; রামমোহন ফৌজদারী আদালতের অস্থায়ী সেরেস্তাদারের কার্য্যে এই জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। দ্বিতীয় আপত্তি তাঁহার জামিন সম্বন্ধে। রামমোহন রংপুরের দুই জন জমিদারকে তাঁহার জামিন হইতে স্বীকার করাইয়াছিলেন। বোর্ড বলেন, কোন দেওয়ানের জামিন যে-জেলায় তিনি কাজ করিতেছেন, সেই জেলার জমিদার হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

এই ত গেল প্রকাশ্য আপত্তির কথা। ইহা ছাড়া, বোর্ড-অব-রেভিনিউয়ের কাগজপত্রের মধ্যে এ-বিষয়ে উহার প্রেসিডেণ্ট বুরিশ ক্রৌম্প সাহেবের স্বহস্তলিখিত একটি মন্তব্য আমি দেখিয়াছি। উহাতে রামমোহনের নিয়োগ সম্বন্ধে উল্লিখিত আপত্তি দুইটি ছাড়া আর একটি আপত্তির উল্লেখ আছে, এবং সেই আপত্তিই প্রকৃত আপত্তি বলা চলে। অন্য কথার পর বুরিশ ক্রৌম্প লিখিতেছেন, "রামগড়ে সেরেস্তাদার থাকাকালীন তাঁহার কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অপ্রশংসাসূচক কথা

("unfavourable mention of his conduct") আমার কানে আসিয়াছে।"

সে যাহা হউক, এই বিবরণ হইতে দেখা গেল, রামমোহন দুই বার অল্প কালের জন্য ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চাকুরী করেন। বাকি সময় তিনি ডিগবীর খাস কর্ম্মচারী ছিলেন। ডিগবী যে-সময়ে যশোহরে ছিলেন (ডিসেম্বর ১৮০৭*—জুন ১৮০৮), তখন রামমোহন যে তাঁহার খাস ফার্সী মুন্‌শী ছিলেন, এ-কথার উল্লেখ ডিগবীর একটি চিঠিতে আছে। দেশীয় লোকের সহিত কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য সেকালের অনেক সাহেব বাঙালী 'বাবু' রাখিতেন। ইহাদিগকে দেওয়ান বলা হইত। রামমোহনও ডিগবীর সহিত এইরূপেই সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি সাধারণ লোকের নিকট 'ডিগবীর দেওয়ান' বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

রামমোহনের বৈষয়িক উন্নতি

রংপুরে রামমোহন চাকুরী ও ব্যবসা দ্বারা যে যথেষ্ট অর্থোপার্জ্জন করিতেছিলেন, সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই সময়ে রংপুর ও কলিকাতা দুই জায়গাতেই তাঁহার হিসাবনবীশ ও তহবিলদার ছিল। রংপুরে যে তাঁহার হিসাবপত্র রাখিত, তাহার নাম ভবানী ঘোষ ও কলিকাতার তহবিলদারের নাম গোপীমোহন চট্টোপাধ্যায়। রামমোহন বাহির হইতে যে টাকাকড়ি পাঠাইতেন, তহবিলদার গোপীমোহন তাঁহার নামে

* ১৫ জানুয়ারি ১৮০৮ তারিখে ডিগবী ভাগলপুর কোর্টের রেজিষ্টার হন, অল্প দিন পরেই আবার তিনি যশোহরে ফিরিয়া আসেন।

উহা কলিকাতায় জমা করিয়া রাখিত। এই প্রসঙ্গে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। রংপুর ছাড়িয়া কলিকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হইবার পর রামমোহন "বেনিয়ানে"র কাজ করিতেন, ইহার উল্লেখ সেকালের সুপ্রীম কোর্টের জুরির তালিকায় পাওয়া গিয়াছে।*

এই কয় বৎসরের মধ্যে রামমোহন তিনটি তালুক কেনেন। উহাদের প্রথম দুইটির নাম বীরলুক ও কৃষ্ণনগর (জাহানাবাদ পরগণা); তৃতীয় তালুকটির নাম শ্রীরামপুর (পরগণা ভুরসুট)।

অনেকেই বলিয়াছেন, রামমোহন ১০ বৎসর সরকারী চাকুরী করিয়া বার্ষিক ১০ হাজার টাকা আয়ের বিষয়-সম্পত্তি করিয়াছিলেন। রাম-মোহনের এই আর্থিক উন্নতির মূলে কিশোরীচাঁদ মিত্র ঘুষের ইঙ্গিত করিয়াছেন। লিয়োনার্ড আবার ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহার প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন যে, রামমোহন যাহা লইতেন, তাহা ঘুষ নহে—সেকালের দেওয়ানের "legal perquisites." ইঁহারা কেহই জানিতেন না যে, রামমোহন মাত্র ১ বৎসর ৯ মাস বিভিন্ন স্থানে সরকারী চাকুরী করিয়াছিলেন। সরকারী চাকুরীতে তিনি যাহাই সঞ্চয় করুন না কেন, তাঁহার অন্য আয়ের পথও ছিল; তিনি দীর্ঘকাল ডিগবীর খাস মুন্শীর কাজ করিয়াছেন, কলিকাতায় কোম্পানীর কাগজের ব্যবসা করিয়াছেন এবং সিবিলিয়ান প্রভৃতিকে টাকাকড়ি কর্জ দিয়াছেন।

এইরূপে রামমোহনের অবস্থার যখন উত্তরোত্তর উন্নতি হইতেছিল, তখন লাঙ্গুলপাড়ায় তাঁহার ভ্রাতারা ও পরিজনবর্গ ক্রমেই নিতান্ত দারিদ্র্যের দিকে চলিয়াছিল। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহন যখন মুর্শিদাবাদ

* **"Calcutta's Indian Jurors A Hundred Years Ago."**—***The Calcutta Municipal Gazette*** **for May 30, 1936.**

যান তখন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহন মেদিনীপুরের দেওয়ানী জেলে, তাহা আমরা দেখিয়াছি। এই সময়ে মাতা তারিণী দেবী তাঁহাকে মাসিক দশ টাকা করিয়া অর্থসাহায্য করিতেন। গবর্মেণ্টকে কিছু টাকা দিয়া জেল হইতে মুক্তি পাইবার জন্য জগমোহন অর্থশালী কনিষ্ঠের নিকট কিছু সাহায্য প্রার্থনা করেন। অনেক চিঠিপত্র লেখালেখির পর ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সুদ সমেত ফিরাইয়া দিবেন, এই মর্ম্মে তমসুক লিখিয়া দিবার পর রামমোহন জ্যেষ্ঠকে এক হাজার টাকা কর্জ দেন। জগমোহনও এই টাকা গবর্মেণ্টকে দিয়া এবং বাকি ৩,৩৫৮ টাকা মাসিক ১৫০ টাকা কিস্তিতে পরিশোধ করিয়া দিবেন, এই অঙ্গীকারপত্র দিয়া মেদিনীপুর-জেল হইতে মুক্তি পাইলেন (৯ মার্চ ১৮০৫)। কিন্তু জগমোহন এই টাকার একটি পয়সাও শোধ করিতে পারিলেন না। ১২১৮ সালের চৈত্র মাসে (মার্চ-এপ্রিল ১৮১২) তাঁহার মৃত্যু হইল।

জগমোহনের পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ পিতার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তখন গোবিন্দপ্রসাদের বয়স পনর বৎসর। জগমোহনের মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্ব্বে ১২১৬ সালের পৌষ মাসে (ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৮০৯-১০) রামমোহনের সর্ব্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা রামলোচনেরও মৃত্যু হইয়াছিল। ইহার পর রায়-পরিবারে এক রামমোহন ব্যতীত আর প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ কেহ রহিল না।

রামমোহনের পরিবার-পরিজনের যখন এইরূপ অবস্থা, তখন তিনি নিজে প্রবাসী। রামমোহনের নিজের উক্তি হইতে আমরা জানিতে পারি যে, ইং ১৮০৩ হইতে ১৮১৪ পর্য্যন্ত এগার বৎসর তিনি শুধু ভাই বা মা নয়, নিজের পুত্র-পরিবার হইতেও দূরে ছিলেন। ইং ১৮০৯ হইতে ১৮১৩ পর্য্যন্ত রামমোহনের ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায় মাতুলের

সহিত রংপুরে ছিলেন। গুরুদাসের পিতার একটি পত্র হইতে রামমোহন ও গুরুদাস জগমোহনের মৃত্যুর সংবাদ জানিতে পারেন।

জগমোহনের মৃত্যুকালে রামমোহন যে স্বগ্রামে ছিলেন না, তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত একটি কিংবদন্তীর কোন ভিত্তি নাই দেখা যাইতেছে। মিস কলেট তাঁহার জীবনীতে লিখিয়াছেন :—

> ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে [রামমোহনের] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার পত্নী তাঁহার অনুগমন করেন। শোনা যায়, রামমোহন তাঁহাকে এই ভীষণ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু সফল হন নাই। পরে যখন শরীরে আগুন আসিয়া লাগিল তখন জগমোহনের পত্নী চিতা হইতে উঠিয়া আসিবার উপক্রম করেন। কিন্তু তাঁহার গোঁড়া আত্মীয় ও পুরোহিতেরা তাঁহাকে বাঁশ দিয়া চাপিয়া রাখে এবং তাঁহার চীৎকার ডুবাইবার জন্য চারি দিকে ঢোল কাঁশি ইত্যাদি বাজান হয়। রামমোহন তাঁহাকে রক্ষা করিতে না পারিয়া অসীম ক্রোধ ও অনুকম্পায় অধীর হইয়া সেইখানেই প্রতিজ্ঞা করেন এই নিষ্ঠুর প্রথা উচ্ছেদ না করিয়া তিনি বিশ্রাম করিবেন না।

এই গল্পটি মিস কলেট রাজনারায়ণ বসু মহাশয়ের নিকট হইতে পান। তিনি আবার উহা তাঁহার পিতা নন্দকিশোর বসুর নিকট শোনেন। নন্দকিশোর রামমোহনের এক জন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন।

জগমোহনের তিন পত্নীর মধ্যে কেহ সত্যই স্বামীর অনুগমন করিয়াছিলেন কি-না, তাহা আমাদের জানিবার উপায় নাই। অন্ততঃ গোবিন্দপ্রসাদের মাতা দুর্গা দেবী যে অনুগমন করেন নাই তাহা সুনিশ্চিত, তিনি স্বামীর মৃত্যুর ৯ বৎসর পরে (১৩ এপ্রিল ১৮২১) রামমোহনের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে একটি মকদ্দমা আনিয়াছিলেন। তবে রায়-পরিবারে অনুগমনের রেওয়াজ ছিল বলিয়া মনে হয় না। রামমোহনের

পিতা রামকান্তের তিন পত্নী ছিলেন। তাঁহাদের কেহই সহমরণে যান নাই। রামমোহনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামলোচনের পত্নীও সহমৃতা হন নাই। সে যাহা হউক, জগমোহনের মৃত্যুর পর তাঁহার কোন পত্নী সহগামিনী হইলেও রামমোহন যে ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন না, তাহা সুনিশ্চিত; কারণ, তখন ও পরবর্ত্তী দুই বৎসর পর্য্যন্ত তিনি যে সুদূর রংপুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তাহা পূর্ব্বেই আমরা দেখিয়াছি।

রামমোহনের কলিকাতা-বাস

১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ জুলাই রংপুর কলেক্টরীর ভার স্মেণ্ট নামে এক সিবিলিয়ানকে বুঝাইয়া দিয়া ডিগবী দীর্ঘ ছুটি লইলেন। সেই সঙ্গে রামমোহনও রংপুর ত্যাগ করিলেন। এই বৎসরের মাঝামাঝি তাঁহাকে কলিকাতায় বিষয়কর্ম্মে ব্যাপৃত দেখিতে পাই, এবং তখন হইতেই যে তিনি স্থায়িভাবে কলিকাতাবাসী হন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

রামমোহন তখন সম্পন্ন ব্যক্তি, জীবিকার্জনের জন্য তাঁহার দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ানোর আর দরকার ছিল না। সুতরাং প্রথমেই তিনি কলিকাতায় বাস করিবার জন্য বাড়ী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার নামে দুইখানা বড় বাড়ী ক্রয় করা হইল। উহার প্রথমটি চৌরঙ্গীতে অবস্থিত বড় হাতা সংযুক্ত একটি দোতালা বাড়ী। উহা ২০,৩১৭ টাকায় এলিজাবেথ ফেনউইক নামে এক মেমের নিকট হইতে কেনা হয়। দ্বিতীয় বাড়ীটি মাণিকতলায়; এই বাড়ীটি এখন উত্তর-কলিকাতার পুলিসের ডেপুটি কমিশনারের আপিসে পরিণত হইয়াছে। উহা ১৩,০০০ টাকায় ফ্রান্সিস মেণ্ডেস নামে এক সাহেবের

নিকট হইতে কেনা। এই সময়ই সম্ভবতঃ জোড়াসাঁকোতে তাঁহার যে বাড়ীটি ছিল, উহা বিক্রয় করিয়া ফেলা হয়।

বিষয়-সম্পত্তির সুব্যবস্থা করিবার কালে রামমোহন গ্রামে নূতন বাড়ী করিবার কথাও ভোলেন নাই। লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ীর প্রতি আর তাঁহার কোন আকর্ষণ ছিল না; এই বাড়ীতে তাঁহার নিজের অংশ তিনি ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে দান করেন (নবেম্বর-ডিসেম্বর ১৮১৪)। এই সময়ে কিংবা কিছু পূর্ব্বে মাতা তারিণী দেবীর সহিত আবার তাঁহার মতান্তর বা মনান্তর উপস্থিত হয়, তাহার কিছু কিছু আভাস আমরা পাই। এই কারণেই হউক কিংবা অন্য কারণেই হউক, তিনি লাঙ্গুলপাড়া ত্যাগ করিয়া নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুরে একটি নূতন বাড়ী নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করেন। বাড়ী সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৮এ জানুয়ারি (১৭ মাঘ ১২২৩) রামমোহনের পরিবার লাঙ্গুলপাড়ার বাড়ী ত্যাগ করিয়া রঘুনাথপুরের নূতন বাড়ীতে চলিয়া আসেন।

কলিকাতা আসিবার অল্প দিনের মধ্যেই রামমোহন সেখানকার এক জন গণ্যমান্য ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তাঁহার তখন অর্থের অভাব ছিল না, সুতরাং কলিকাতায় তিনি ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির মতই থাকিতেন, দশ জনের কাছেও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির মতই মান্য হইতেন। তাঁহার মাণিকতলার বাড়ীতে শহরের বহু সম্ভ্রান্ত লোকের সমাগম হইত। উহাদের মধ্যে দেশী লোক ভিন্ন বহু বিদেশী ব্যক্তিও থাকিত। বিদেশ হইতে যাঁহারা ভারত-ভ্রমণে আসিতেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই রামমোহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। এইরূপ পরিব্রাজকদের মধ্যে ফিট্‌স্‌ক্লারেন্স (আর্ল অব মান্‌স্টার), ফরাসী বৈজ্ঞানিক ভিক্তর জাকর্ম ও ইংরেজ মহিলা ফ্যানী

পার্কসের নাম উল্লেখযোগ্য। এই ইংরেজ মহিলা তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে রামমোহনের বাড়ীতে একটি উৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন :—

> ১৮২৩, মে—সেদিন সন্ধ্যাবেলা আমরা রামমোহন রায় নামে একটি ধনী বাঙালী বাবুর বাড়ীতে একটি 'পার্টি'তে গিয়াছিলাম। বাড়ীর বড় হাতায় বেশ ভাল রোশনাই হইয়াছিল এবং চমৎকার বাজীপোড়ান হইয়াছিল। বাড়ীর ঘরে ঘরে নাচওয়ালীরা নাচগান করিতেছিল··· উহাদের গান গাহিবার রীতি অদ্ভুত; সময়ে সময়ে স্বর নাকের ভিতর দিয়া আসিতেছিল; কতকগুলি সুর বেশ মিষ্ট; এই নাচওয়ালীদের মধ্যে নিকীও ছিল—তাহাকে প্রাচ্য জগতের কাটালানী বলা হইত।

ইহা হইতে দেখা যায়, সেকালের সকল বড়লোকের মত রামমোহন মুসলমানী ধরণধারণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি নিজে মুসলমানী জোব্বা চাপকান প্রভৃতি পরিতেন এবং এই পোষাক শোভন বলিয়া মনে করিতেন। এমন কি, অনেকের ধারণা ছিল, তিনি মুসলমানের সহিত পান-ভোজনও করেন। এই জন্য হিন্দু-আচারের পক্ষপাতী লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিত ও 'যবন' বলিয়া নিন্দা করিত। রামমোহন কিন্তু সেজন্য নিজের আচার-ব্যবহারের কোন পরিবর্ত্তন বা মুসলমান বন্ধুদিগকে বর্জন করেন নাই।

রামমোহনের বিরুদ্ধে গোবিন্দপ্রসাদের মকদ্দমা

এই সকল আমোদপ্রমোদ ও বড়মানুষি ছাড়া রামমোহনের জীবনে ঝঞ্ঝাটও যথেষ্ট ছিল। এই সময় তিনি বিষয়-সংক্রান্ত কয়েকটি মামলা-মকদ্দমায় জড়িত হইয়া পড়েন। এই সকল মকদ্দমার মধ্যে মাত্র

একটির কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। উহা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জুন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দপ্রসাদ রায় রুজু করেন এবং উহার শুনানি হয় কলিকাতা সুপ্রীম কোর্টের ইকুইটি-বিভাগে প্রধান বিচারপতি সার্ এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের সম্মুখে। এই মকদ্দমা সম্বন্ধে নানারূপ ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। ডাঃ কার্পেণ্টার লিখিয়া গিয়াছেন যে, রামমোহন জাতি ও ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছেন, এই কথা প্রমাণ করিয়া তাঁহাকে পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য এই মকদ্দমা রুজু করা হয়, কিন্তু রামমোহন তাঁহার প্রগাঢ় শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেন। রামমোহনের বন্ধু পাদরি অ্যাডামের বিবরণও এই মর্ম্মেরই। তিনি বলিয়াছেন, রামমোহনকে বিধর্ম্মী প্রমাণ করিয়া বিষয় হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য তাঁহার মা এই মকদ্দমা করেন, কিন্তু তাঁহার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নাই।

কার্পেণ্টার ও অ্যাডাম দুই জনই ধর্ম্মপ্রাণ পাদরি। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে এইরূপ উক্তি করিয়া আইন-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দেওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য্য নয়। এই মকদ্দমার প্রকৃত রূপ সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এই মকদ্দমা যখন রুজু হয়, তখন রামমোহন কতকগুলি সম্পত্তি ভোগ করিতেছিলেন। গোবিন্দপ্রসাদ রায় বলেন, এই সম্পত্তিগুলি এক হিন্দু একান্নভুক্ত পরিবারের সম্পত্তি, উহাতে তাঁহার পিতা ও পিতামহেরও স্বত্ব ছিল, সুতরাং পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে এগুলিতে তাঁহারও অংশ আছে। রামমোহন এই দাবী সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন। তিনি বলেন, সম্পত্তিগুলি সম্পূর্ণ তাঁহার নিজের, কারণ ঐ সকল সম্পত্তি ক্রয়কালে তিনি এবং তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন।

কিছু দিন পরে গোবিন্দপ্রসাদ মকদ্দমা মিটাইয়া ফেলিলেন ও পিতৃব্যের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লিখিলেন :—

শ্রীকৃষ্ণ
শরণং

সেবক শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ দেব শর্ম্মণঃ প্রণামা পরার্দ্ধ নিবেদনঞ্চ বিশেষঃ। মহাশয়ের শ্রীচরণ প্রসাদাৎ এ সেবকের মঙ্গল পরং আমি অন্য অন্য লোকের কথা প্রমান মহাশয়ের নামে হিস্যা পাইবার প্রার্থনায় শুপরেম কোর্টে একুইটিতে অজথার্থ নালিশ করিয়াছিলাম এক্ষণে জানিলাম যে আমার বুঝিবার ভ্রমে এ বিষয়ে প্রবর্ত্ত হইয়া নানা প্রকার ক্লেশ পাইতেছি এবং মহাশয়েরও মনস্তাপ এবং অর্থব্যয় অতএব মহাশয় আমার পিতার তুল্য আমার অপরাধ মর্য্যাদা করিয়া জদি আমাকে নিকট জাইতে অনুমতি করেন তবে আমি নিকট পৌছিয়া সকল বিশয় নিবেদন করি।

শ্রীচরণাম্বুজেষু ইতি।—

সন ১২২৬ সাল তাং ১৪ কার্ত্তিক,

পরম পূজনীয়—

শ্রীযুৎ রামমোহন রায় খুড়া মহাশয়,

শ্রীচরণ সরজেষু

পত্র দেনা মোং কলিকাতা।

মকদ্দমার শেষ শুনানির দিন (১০ ডিসেম্বর ১৮১৯) গোবিন্দপ্রসাদ আদালতে উপস্থিত হইলেন না, এজন্য তাঁহার মকদ্দমা ডিসমিস হইয়া গেল।

তারিণী দেবীর মৃত্যু

তারিণী দেবী বোধ হয় সংসারে বীতরাগ হইয়াছিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি এক দিন একাকিনী শ্রীক্ষেত্রে যাত্রা করিলেন, সঙ্গে একজন পরিচারিকাও লইলেন না। তথায় অবস্থানকালে তিনি প্রতি দিন জগন্নাথ-মন্দিরে ঝাঁট দিতেন। দুই বৎসর পরে—২১ এপ্রিল ১৮২২ তারিখে বৈষ্ণবের সেই বাঞ্ছিত তীর্থে তারিণী দেবীর মৃত্যু হয়।

ধৰ্ম্মমতের বিকাশ

রামমোহনের ধৰ্ম্মমতের পরিবর্ত্তন কখন কি ভাবে হয়, তিনি কেন প্রচলিত ধৰ্ম্ম ও সামাজিক ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট না থাকিয়া সংস্কার কার্য্যে ব্রতী হন, এই নূতনত্বের অনুপ্রেরণা তাঁহার নিকট কোথা হইতে আসে, এই সকল প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারিলে মনের কৌতূহল মেটে না। সন্তোষজনক প্রমাণ সহ রামমোহনের ধৰ্ম্মজীবনের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখা আজিকার দিনে আর সম্ভব না হইলেও, রামমোহনের ধৰ্ম্মমতের বিকাশ সম্বন্ধে কিছু কিছু আলোকপাত করা যে একেবারে অসম্ভব, তাহা মনে করিবার কারণ নাই। রামমোহনের বাল্য ও যৌবনের কতকগুলি ঘটনা হইতে তাঁহার মন ও কার্য্যকলাপের গতির অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

প্রথমে রামমোহনের প্রথম-জীবনের আবেষ্টনীর কথা ধরা যাউক। রামমোহন বিষয়ী-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার ফলে তিনিও যে বাল্য হইতেই বিষয়বুদ্ধিতে প্রবীণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ রামমোহনের বাল্য ও প্রথম যৌবন সম্বন্ধে যাহা কিছু সুনিশ্চিত, সে-সকলই বিষয়কৰ্ম্ম-সম্পর্কিত—পিতার সম্পত্তির তত্ত্বাবধান, পিতার নিকট হইতে সম্পত্তিলাভ, সিবিলিয়ানদিগকে টাকা কর্জ্জ দেওয়া, নিলামী সম্পত্তি ক্রয়, সম্পত্তি বেনামী ইত্যাদি।

এই আবেষ্টনীতে বর্দ্ধিত রামমোহন বাল্যকালে প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন নাই, এই অনুমানের সপক্ষে অন্য যুক্তি আছে। এক এক করিয়া উহাদের বিচার করা যাক।

যৌবনে রামমোহনের ধৰ্ম্মমত কি ছিল, এ-সম্বন্ধে সাক্ষাৎ প্রমাণ যাহা কিছু আছে, তাহা হইতে দেখা যায়, তিনি তখনও প্রচলিত ধৰ্ম্ম বা দেশাচারের বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। প্রথমতঃ, বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার

বহন করিবেন, এই অঙ্গীকার করিয়া ১৭৯৬ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে তিনি পিতার নিকট হইতে সম্পত্তি গ্রহণ করেন। এই ব্যয় তিনি নিয়মিত ভাবেই বহন করিয়াছিলেন। তৃতীয়তঃ, পিতার মৃত্যুর পর রামমোহন স্বতন্ত্রভাবে কলিকাতায় একটি শ্রাদ্ধ করেন।

জীবনীকারগণ বলিয়া আসিয়াছেন যে, ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তনের জন্য রামমোহন দুই বার পিতৃগৃহ ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত হন। এই সকল কথা সম্পূর্ণ অমূলক। কারণ, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, রামমোহনও রামকান্ত রায়ের অন্য দুই পুত্রের মত পিতার সম্পত্তির ন্যায্য অংশ পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া রামকান্তের সহিত রামমোহনের কোন বিরোধ বা মনোমালিন্য ছিল, তাহারও কোন প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে জানা যায় যে, সম্পত্তি-বিভাগের পরও রামমোহন পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য বর্দ্ধমানে যাইতেন। এই সময়ে তিনি যে পিতার বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেছিলেন, তাহার প্রমাণও আমরা পাই তাঁহার নিজের লিখিত দুইখানি চিঠি হইতে।

এখন দেখা প্রয়োজন, রামমোহন বাল্যকালে কাশী ও পাটনায় শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং দেশ-দেশান্তরে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এই সকল কিংবদন্তীর মূলে সত্য কতটুকু। দলিলপত্র হইতে দেখা যায়, ১৭৯১ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি লাঙ্গুলপাড়ায়, কলিকাতায় অথবা নিকটবর্ত্তী কোন-না-কোন জায়গায় রহিয়াছেন। এই কয় বৎসরের মধ্যে ১৭৯৬ হইতে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি কখন কোথায় ছিলেন, তাহার সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে লাঙ্গুলপাড়ায় ছিলেন, তাহারও সন্তোষজনক প্রমাণ আছে। একমাত্র মাঝের চার বৎসর তাঁহার কার্য্যকলাপের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু রামকান্ত রায়ের বিষয়াসক্তি ও রামমোহনের ধর্ম্মমত সম্বন্ধে যাহা বলা

হইয়াছে, তাহা হইতে রামকান্ত রায় পুত্রকে শিক্ষার জন্য পাটনা ও কাশীতে পাঠাইয়াছিলেন অথবা রামমোহনই ধর্ম্মবিশ্বাসের খাতিরে স্বেচ্ছায় পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়াছিলেন, এরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। স্মরণ রাখা প্রয়োজন, সে-যুগে শিক্ষা একমাত্র জীবিকা-অর্জনের জন্যই দেওয়া হইত। যাঁহারা বৈষয়িক কর্ম্ম করিতেন, তাঁহারা তখন ফার্সী শিখিতেন ও যাঁহাদের অধ্যাপক ও পুরোহিত বৃত্তি ছিল, তাঁহারা সংস্কৃত পড়িতেন। এই দুই প্রকার শিক্ষাই গ্রামে হইতে পারিত। উহার জন্য বিদেশে যাইবার প্রয়োজন হইত না।

আর একটিমাত্র প্রশ্নের বিচার করিলেই রামমোহনের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন বাল্যকালেই হইয়াছিল কি-না, সে আলোচনা সম্পূর্ণ হয়। যে-রচনাটি রামমোহনের আত্মকথা বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, তাহা ঠিকমত না বুঝিয়া অনেকে বলিয়া আসিয়াছেন, ষোল বৎসর বয়সে রামমোহন হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি বাংলা পুস্তক রচনা করেন। রামমোহনের প্রণীত নিজের দ্বারা প্রকাশিত অন্য পুস্তক হইতে জানা যায় যে, পৌত্তলিকতা বর্জনের অব্যবহিত পরেই তিনি যে-পুস্তক রচনা করেন, উহা আর্বী ও ফার্সী ভাষায় রচিত। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *An Appeal to the Christian Public* নামক পুস্তকের ভূমিকায় তিনি লিখিয়াছেন :—

> **Rammohun Roy...although he was born a Brahman, not only renounced idolatry at a very early period of his life, but published at that time a treatise in Arabic and Persian against that system; and no sooner acquired a tolerable knowledge of English, than he made his desertion of idol worship known to the Christian world by his English publication—a renunciation that, I am sorry to say, brought severe difficulties upon him, by exciting the displeasure of his parents, and subjecting him to the**

dislike of his near, as well as distant relations, and to the hatred of nearly all his countrymen for several years.*

এই পুস্তক যে 'তুহ্‌ফাৎ-উল্-মুয়াহ্‌হিদীন' সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রামমোহন ইহার পূর্ব্বে কোন পুস্তক রচনা বা প্রকাশ করিয়া থাকিলে উহার উল্লেখ এস্থানে নিশ্চয়ই থাকিত। 'তুহ্‌ফাৎ' ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয় এবং উহার অল্প দিন পূর্ব্বে রচিত হয়। রামমোহনের বয়স তখন ত্রিশ। এই পুস্তকের শেষে বলা হইয়াছে, "In order to avoid any future change in this book by copyists, I have had these few pages printed just after composition." সুতরাং রামমোহন যে ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাংলা বা অন্য ভাষায় কোন পুস্তক রচনা করেন নাই, তাহা প্রায় সুনিশ্চিত।

রামমোহনের ধর্ম্মমতের বিকাশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাহার দ্বারা অনেক প্রচলিত ধারণা ভিত্তিহীন বলিয়া প্রমাণিত হইলেও প্রকৃত ব্যাপার যে কি, তাহা জানা গেল না। এ-বিষয়ে সত্যনির্দ্ধারণের উপায় যে একেবারে নাই, তাহা নহে। নানা আভাস-ইঙ্গিত হইতে রামমোহনের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন ও মানসিক বিকাশ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। প্রথমে পারিবারিক কলহ ও মতান্তরের কথাই ধরা যাউক। ধর্ম্মমত ও দেশাচার পালন লইয়া মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সহিত রামমোহনের মতান্তরের একাধিক পরিচয় আমরা পাই। রামমোহনের সহিত তাঁহার মাতার প্রথম কলহের উল্লেখ পাওয়া যায় রামকান্ত রায়ের শ্রাদ্ধের সময়ে অর্থাৎ ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসে। এই ঝগড়ার ফলে তিনি পিতার শ্রাদ্ধ নিজে স্বতন্ত্রভাবে কলিকাতায় করেন। এই কলহের

---

* এই পুস্তক তিনি নিজনামে প্রকাশ করেন নাই; পুস্তকে গ্রন্থকার হিসাবে "A Friend To Truth" নাম দেওয়া আছে।

কারণ যে একমাত্র ধর্ম্মমত, ইহা অনুমান করার হেতু নাই। এ ঘটনার অল্পকাল পূর্ব্বে তাঁহার পিতা এবং ঘটনার সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুই জনেই অত্যন্ত দুরবস্থায় পড়িয়া দেওয়ানী জেলে আবদ্ধ ছিলেন। আর্থিক সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও রামমোহন পিতা বা ভ্রাতাকে সাহায্য করেন নাই, হয়ত ইহাও তাঁহার মাতার বিরাগের কারণ হইতে পারে।

এই ঘটনার পর এগার বৎসর রামমোহন গৃহ-পরিজন হইতে দূরে ছিলেন। ইহার মধ্যে পাঁচ বৎসর তিনি রংপুরে কাটাইয়াছিলেন। রংপুরে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী আসিয়া উপস্থিত হন এবং (অন্ততঃ জানুয়ারি ১৮১২ হইতে) কয়েক বৎসর রামমোহনের নিকটেই অবস্থান করেন। রংপুরে ডিগবীর সাহচর্য্যে রামমোহন যেমন ভাল করিয়া ইংরেজী শিখিয়াছিলেন, তেমনি আবার তীর্থস্বামীর উপস্থিতির সুযোগ লইয়া হিন্দুশাস্ত্র ও দর্শনের রীতিমত চর্চা করেন।

সে যাহা হউক, যে এগার বৎসর রামমোহন বাহিরে ছিলেন, তাহার মধ্যে মাতার সহিত তাঁহার কলহের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মনান্তর ও কলহের কাহিনী আবার শোনা যায় রামমোহন কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বেদান্তদর্শন প্রভৃতি প্রকাশ করিবার পর। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত *Translation of an Abridgment of the Vedant* গ্রন্থের ভূমিকায় রামমোহন লেখেন :—

> **By taking the path which conscience and sincerity direct, I, born a Brahman, have exposed myself to the complainings and reproaches even of some of my relations, whose prejudices are strong, and whose temporal advantage depends upon the present system.**

ইহার পর-বৎসরই রামমোহনের সহিত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গোবিন্দ-প্রসাদ রায়ের মকদ্দমা উপস্থিত হয়। এই মকদ্দমায় রামমোহনের

পক্ষ হইতে তারিণী দেবীকে জেরা করিবার জন্য যে প্রশ্নাবলী তৈয়ারী করা হয়, তাহাতে আমরা পাই—

আপনার পুত্র রামমোহনের ধর্ম্মমতের জন্য তাহার সহিত আপনার কি বিবাদ ও মনান্তর হয় নাই, এবং আপনি যে-ভাবে হিন্দুধর্ম্মের পূজা-অর্চ্চনা করিতে ইচ্ছা করেন, সেই সকল করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় প্রতিশোধস্বরূপ কি আপনি আপনার পৌত্রকে মকদ্দমা করিতে প্ররোচিত করেন নাই? আপনি, বাদী এবং আপনার অন্য পরিজনেরা কি রামমোহনের রচনাবলী ও ধর্ম্মমতের জন্য তাঁহার সহিত সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন নাই? আপনি কি বার-বার বলেন নাই যে আপনি রামমোহনের সর্ব্বনাশসাধন করিতে চান, এবং ইহাও কি আপনি বলেন নাই যে ইহাতে পাপ হওয়া দূরে থাকুক, রামমোহন পূর্ব্বপুরুষের আচার পুনরায় অবলম্বন না করিলে তাঁহার সর্ব্বনাশসাধন করিলে পুণ্যই হইবে? আপনি কি সর্ব্বসমক্ষে বলেন নাই, যে-হিন্দু প্রতিমা-পূজা ত্যাগ করে তাহার প্রাণ লইলেও পাপ নাই? হিন্দুধর্ম্মের প্রতিমাপূজা-সংক্রান্ত অনুষ্ঠানাদি করিতে কি রামমোহন প্রকৃতপক্ষে অস্বীকার করেন নাই? বাদী, আপনি এবং বিবাদীর অন্য আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কি এই বিষয়ে পরামর্শ হয় নাই? ধর্ম্ম-সংক্রান্ত ব্যাপারে বিবাদী যদি আপনার ইচ্ছা ও অনুরোধ এবং পূর্ব্বপুরুষের প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করিতেন তাহা হইলে এই মকদ্দমা হইত না—এ-কথা আপনার জ্ঞান বিশ্বাস মত শপথ করিয়া অস্বীকার করিতে পারেন কি? বিবাদী প্রতিমা-পূজা বজায় রাখিতে অস্বীকার করিয়াছেন, সেজন্য তাঁহাকে সর্ব্বস্বান্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য করা, এমন কি মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়াও কি আপনার বিবেকবুদ্ধিতে অনুচিত নয় বলিয়া বিশ্বাস করেন না? এই মকদ্দমা আরম্ভ হইবার পর আপনি নিজে বিবাদীর কলিকাতায় সিমলার বাড়ীতে আসিয়া কি বিগ্রহের সেবার জন্য কিছু জমি চান নাই? বিবাদী কি উহার পরিবর্ত্তে দরিদ্রের

সাহায্যের জন্য অনেক টাকা দিতে চাহেন নাই, এবং প্রতিমা-পূজার জন্য কোনরূপ সাহায্য করিতে অস্বীকার করেন নাই? তখন কি আপনি বিবাদীর উপর অসন্তুষ্ট হইয়া আপনার অনুরোধ অগ্রাহ্য করাতে বিবাদীর উপর বিরক্তি প্রকাশ করেন নাই?

তারিণী দেবীকে শেষ-পর্য্যন্ত আদালতে উপস্থিত হইতে হয় নাই। সুতরাং এই সকল প্রশ্নের উত্তরে তাঁহার কি বলিবার ছিল, তাহা আর আমাদের জানিবার উপায় নাই; কিন্তু এই প্রশ্নগুলি হইতে স্পষ্টই মনে হয়, প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মের অনুষ্ঠানাদি লইয়া রামমোহন ও তাঁহার মাতার মধ্যে বচসা হইত। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি রংপুর হইতে কলিকাতা ফিরিয়া রামমোহন ধর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার এবং পুস্তক প্রকাশের আয়োজন আরম্ভ করেন। ঠিক এই সময়েই তিনি লাঙ্গুল-পাড়ার পৈতৃক বাড়ীর অর্দ্ধাংশ ভাগিনেয় গুরুদাস মুখোপাধ্যায়কে দান করিয়া বিগ্রহসেবার ব্যয়ভার হইতে মুক্ত হন। এই সকল কারণে কলিকাতা-প্রত্যাবর্ত্তনের কালকে তাঁহার ধর্ম্মমত পূর্ণ বিকশিত হইবার কাল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই মত-পরিবর্ত্তনের সূচনার প্রথম প্রমাণ আমরা পাই ১৮০৩-৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'তুহ্‌ফাৎ' গ্রন্থে।

এখন দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার থাকে। প্রথমতঃ, রামমোহনের মত-পরিবর্ত্তন কাহার প্রভাবে ঘটে এবং দ্বিতীয়তঃ, কোথায় ঘটে।

যে মুসলমান ও ইংরেজ সংসর্গ এবং তাহার ফলে মুসলমানী ও পাশ্চাত্য বিদ্যার সহিত পরিচয় রামমোহনের ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তন ও মানসিক বিকাশের প্রধান কারণ, তাহার সূচনা যে কলিকাতায় ঘটে, সে-সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইংরেজ-রাজত্ব স্থাপনের ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে কলিকাতা মুসলমানী, হিন্দু ও ইংরেজী, এই তিন প্রকার বিদ্যাচর্চারই কেন্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। অর্থোপার্জনের জন্য তখন বহু

পণ্ডিত ও মৌলবী কলিকাতায় বাস করিতেন, এবং শাসনের সুবিধার জন্য ইংরেজরাও মুসলমানী ও সংস্কৃত শাস্ত্রাদির আলোচনা আরম্ভ করেন। এমন কি, ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে মিশনরীদের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হইয়া এক জন বাঙালী হিন্দুদের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এই বাঙালীটির নাম রামরাম বসু ; তিনি ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ঠিক এই সময় হইতেই কলিকাতা এবং কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ও সদর দেওয়ানী আদালতের সহিত রামমোহনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের প্রমাণ পাওয়া যায়। ডিগবীর সহিত রামমোহনের পরিচয়ও কলিকাতাতেই ঘটে। সব দিক্ হইতেই রামমোহনের সহিত কলিকাতার সংস্রবের পরিচয় আমরা পাই।

রামমোহনের ধর্ম্মমতের বিকাশ সম্বন্ধে যে আলোচনা করা হইল, তাহার দ্বারা রামমোহনের জীবন সম্বন্ধে এই স্থূল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় বলিয়া আমার বিশ্বাস।—

রামমোহনের ধর্ম্মসংস্কারক বৃত্তি আরম্ভ হয় পরিণত বয়সে। একান্ত শৈশবের কথা দূরে থাকুক, পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাঁহার ধর্ম্মমত পরিবর্ত্তনের আভাসমাত্র দেখা দেয় নাই। কিংবদন্তী ছাড়িয়া দিয়া একমাত্র দলিলপত্রের উপর নির্ভর করিলে রামমোহনের প্রথম-জীবনের যে-পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা হইতে মনে হয়, তিনি প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া পর্য্যন্ত সে-যুগের সকল সমৃদ্ধ ভদ্রসন্তানের মত স্বগ্রামে থাকিয়া পিতার ও নিজের সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে ব্যাপৃত ছিলেন। হয়ত বা তখন তাঁহার সাধারণ ভদ্রলোক অপেক্ষা ফার্সী ও সংস্কৃত জ্ঞান বেশী ছিল, কিন্তু তখনও তিনি দেশাচার বা প্রচলিত ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কোনরূপ বিদ্রোহ করেন নাই। তাঁহার মনে এই সংশয় ও বিদ্রোহের সূচনা হয় যখন তিনি

প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া বৈষয়িক কাজের বশে বিদেশে আসিয়া এক নূতন জগতের সন্ধান পান। এই সংশয় প্রথমে মুসলমানী বিদ্যার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল, পরে ইংরেজী-প্রভাবে ইহা পূর্ণ বিকশিত হইতে প্রায় পনর বৎসর লাগিয়াছিল।

ধর্ম্মসংস্কারের প্রথম চেষ্টা

ভাল করিয়া ইংরেজী শেখায় এবং ধর্ম্ম ও রাজনীতিসংক্রান্ত গ্রন্থ ভাল করিয়া অধ্যয়ন করায় এক দিকে রামমোহনের যেমন জ্ঞানবৃদ্ধি হয়, আর এক দিকে তেমনই সমাজ ও ধর্ম্ম সংস্কারের ইচ্ছাও প্রবল হয়।

কলিকাতায় স্থায়ী অধিবাসী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই রামমোহন ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কারের কাজে ব্রতী হইলেন। তিনি নিজে এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন ও বলিতেন, এইরূপ ধর্ম্মই প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রের অনুমোদিত। রামমোহনের যেরূপ পাণ্ডিত্য ছিল, তেমনই মনের প্রসারও ছিল। সেজন্য তিনি কোন সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ না রাখিয়া ধর্ম্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েরই উন্নতি করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মসংক্রান্ত আন্দোলনই তিনি সর্ব্বপ্রথম আরম্ভ করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, রামমোহন একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি তাঁহার এই মত প্রচার করিবার জন্য চারি প্রকার পথ অবলম্বন করিলেন—

(১) পুস্তক ও পত্রিকা প্রকাশ,

(২) কথোপকথন ও আলোচনা,

(৩) সভাস্থাপন,

(৪) বিদ্যালয় স্থাপন।

কলিকাতা আসিবার অল্প দিন পরেই রামমোহন অনুবাদ ও ভাষ্য সহ বেদান্ত গ্রন্থ প্রকাশ করেন (ইং ১৮১৫)। সে-সময়ে বাংলা দেশে বেদ-উপনিষদ্ প্রভৃতির চর্চা মন্দীভূত হইয়াছিল। রামমোহন নূতন করিয়া বেদান্ত-চর্চার সূত্রপাত করেন ; বাংলা ভাষায় তিনিই বেদান্তের সর্ব্বপ্রথম ভাষ্যকার। ইহা ছাড়া ব্রহ্ম-সম্বন্ধীয় আলোচনার জন্য তিনি 'আত্মীয় সভা' নামে একটি সভা স্থাপন করিয়াছিলেন (ইং ১৮১৫)। ইহার পর তিনি ক্রমান্বয়ে কেন, ঈশ, কঠ প্রভৃতি অনেকগুলি উপনিষদ্ প্রকাশ করেন। রামমোহনের উদ্দেশ্য ছিল যে, তিনি হিন্দুদের প্রাচীন ও অতিসম্মানিত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়া প্রমাণ করিবেন, হিন্দুধর্ম্মে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনাই শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। এই জন্য তিনি অর্থব্যয়ে কার্পণ্য করেন নাই। এই সকল ধর্ম্মগ্রন্থ তিনি বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন।

রামমোহনের প্রগাঢ় জ্ঞান ও ধর্ম্মালোচনায় এক দিকে যেমন অনেক গণ্যমান্য ও বিদ্বান্ ব্যক্তি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইলেন, আর এক দিকে রক্ষণশীল দল তেমনই তাঁহার প্রবল শত্রু হইয়া দাঁড়াইলেন। এই দল কেবলমাত্র তাঁহার মতের বিরুদ্ধে পুস্তক প্রকাশ করিয়া ও তর্কবিতর্ক করিয়াই সন্তুষ্ট রহিল না,—তাঁহার চরিত্র, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধেও নানারূপ সমালোচনা করিতে লাগিল। রামমোহন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধীরতা না হারাইয়া ইহাদের যুক্তির উত্তর দিলেন।

নূতন ধর্ম্মমত প্রচারের জন্য রামমোহনের এক দিকে যেমন রক্ষণশীল হিন্দুদের সহিত বিরোধ আরম্ভ হইল, আর এক দিকে তেমনই গোঁড়া খ্রীষ্টান পাদরিদের সহিতও তর্কবিতর্ক বাধিল। খ্রীষ্টান ধর্ম্মশাস্ত্রে রামমোহনের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বাইবেলের পুরাতন অংশ মূলে অধ্যয়ন করিবার জন্য তিনি হিব্রু ভাষা শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি

খ্রীষ্টের জীবনের অলৌকিক ঘটনাবলীকেই খ্রীষ্টধর্ম্মের সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ তত্ত্ব বিবেচনা করিতেন না, এবং খ্রীষ্টকে অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন না। তিনি বলিতেন, খ্রীষ্টের বাক্যাবলীতে মানুষের মন, চরিত্র ও ধর্ম্মবুদ্ধি উন্নত করিবার জন্য যে বহু উপদেশ আছে, উহাই সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। এই উপদেশ এদেশের লোকদের বোধগম্য করিবার জন্য তিনি উহা হইতে নানা বিষয়ের একটি সঙ্কলন প্রকাশ করেন। এই সঙ্কলন লইয়াই খ্রীষ্টান পাদরিদের সহিত তর্ক বাধে। তখন শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টান পাদরি মার্শম্যান ও কেরী খুব প্রতিপত্তিশালী। তাঁহারা তাঁহাদের 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' পত্রিকায় লিখিলেন যে, রামমোহন খ্রীষ্টধর্ম্ম বুঝেন নাই এবং তাহার সারাংশই বাদ দিয়াছেন। রামমোহনও এই সমালোচনার উত্তর দিলেন। এইরূপে উত্তর-প্রত্যুত্তর হিসাবে বিরাট্ গ্রন্থ প্রকাশ হইতে লাগিল। এই সময় রামমোহন উইলিয়ম অ্যাডাম নামে এক জন খ্রীষ্টান পাদরিকে নিজের দলে টানিয়া আনিলেন। এই অ্যাডাম আজীবন তাঁহার সুহৃদ্ ছিলেন।

এই সকল পুস্তক ভিন্ন রামমোহন কয়েকখানি পত্রিকাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহাদের নাম 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিন—ব্রাহ্মণ সেবধি' (সেপ্টেম্বর ১৮২১), 'সম্বাদ কৌমুদী' (৪ ডিসেম্বর ১৮২১) ও 'মীরাৎ-উল-আখ্‌বার' (১২ এপ্রিল ১৮২২)। এইগুলির মধ্যে প্রথমটি ইংরেজী-বাংলায়, দ্বিতীয়টি বাংলায় ও শেষেরটি ফার্সী ভাষায় প্রকাশিত হইত।* 'সম্বাদ কৌমুদী' খুব উচ্চাঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল। উহাতে বহু সারগর্ভ প্রবন্ধাদি থাকিত।

রামমোহন সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অত্যন্ত পক্ষপাতী ছিলেন।

* এই সকল সাময়িক পত্রের বিস্তৃত বিবরণ আমার 'বাংলা সাময়িক-পত্র' পুস্তকে দ্রষ্টব্য।

সেজন্য ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে যখন সংবাদপত্রের জন্য গবর্ন্মেণ্টের নিকট হইতে লাইসেন্স লইতে হইবে, এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি উহা নিষ্প্রয়োজন ও অসম্মানসূচক জ্ঞান করিয়া 'মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার' বন্ধ করিয়া দেন। তিনি এই প্রসঙ্গে যাহা লেখেন, নিম্নে তাহার বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইল :—

মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার

শুক্রবার ৪ এপ্রিল ১৮২৩—(অতিরিক্ত সংখ্যা)

পূর্ব্বেই জানান হইয়াছিল যে, মহামান্য গবর্ণর-জেনারেল ও তাঁহার কৌন্সিল দ্বারা একটি আইন ও নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, যাহার ফলে অতঃপর এই নগরে পুলিস আপিসে স্বত্বাধিকারীর দ্বারা হলফ না করাইয়া ও গবর্ন্মেণ্টের প্রধান সেক্রেটরীর নিকট হইতে লাইসেন্স না লইয়া কোন দৈনিক, সাপ্তাহিক বা সাময়িক পত্র প্রকাশ করা যাইবে না এবং ইহার পরও পত্রিকা সম্বন্ধে অসন্তুষ্ট হইলে গবর্ণর-জেনারেল এই লাইসেন্স প্রত্যাহার করিতে পারিবেন। এখন জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, ৩১এ মার্চ তারিখে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি মাননীয় সার্ ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেন এই আইন ও নিয়ম অনুমোদন করিয়াছেন। এই অবস্থায় কতকগুলি বিশেষ বাধার জন্য, মনুষ্য-সমাজে সর্ব্বাপেক্ষা নগণ্য হইলেও আমি অত্যন্ত অনিচ্ছা ও দুঃখের সহিত এই পত্রিকা ('মীরাৎ-উল্‌-আখ্‌বার') প্রকাশ বন্ধ করিলাম। বাধাগুলি এই :—

প্রথমতঃ, প্রধান সেক্রেটরীর সহিত যে-সকল ইউরোপীয় ভদ্রলোকের পরিচয় আছে, তাঁহাদের পক্ষে যথারীতি লাইসেন্স গ্রহণ অতিশয় সহজ হইলেও আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষে দ্বারবান ও ভৃত্যদের মধ্য দিয়া এইরূপ উচ্চপদস্থ ব্যক্তির নিকট যাওয়া অত্যন্ত দুরূহ; এবং আমার বিবেচনায় যাহা নিষ্প্রয়োজন, সেই কাজের জন্য নানা

জাতীয় লোকে পরিপূর্ণ পুলিস আদালতের দ্বার পার হওয়াও কঠিন। কথা আছে,—

আব্রু কে বা-সদ্ খুন ই জিগর দস্ত্ দিহদ্
বা-উমেদ্-ই করম্-এ, খাজা, বা-দারবান্ মা-ফরোশ্

অর্থাৎ,—যে-সম্মান হৃদয়ের শত রক্তবিন্দুর বিনিময়ে ক্রীত, ওহে মহাশয়, কোন অনুগ্রহের আশায় তাহাকে দরোয়ানের নিকট বিক্রয় করিও না।

দ্বিতীয়তঃ, প্রকাশ্য আদালতে সম্ভ্রান্ত বিচারকদের সমক্ষে স্বেচ্ছায় হলফ করা সমাজে অত্যন্ত নীচ ও নিন্দার্হ বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তাহা ছাড়া সংবাদপত্র-প্রকাশের জন্য এমন কোন বাধ্যবাধকতা নাই, যাহার জন্য কাল্পনিক স্বত্বাধিকারী প্রমাণ করিবার মত বেআইনী ও গর্হিত কাজ করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, অনুগ্রহ প্রার্থনার অখ্যাতি ও হলফ করিবার অসম্মান-ভাজন হইবার পরও গবর্মেণ্ট কর্তৃক লাইসেন্স প্রত্যাহৃত হইতে পারে, এই আশঙ্কার জন্য সেই ব্যক্তিকে লোকসমাজে অপদস্থ হইতে হইবে এবং এই ভয়ে তাহার মানসিক শান্তি বিনষ্ট হইবে। কারণ, মানুষ স্বভাবতঃই ভ্রমশীল; সত্য কথা বলিতে গিয়া তাহাকে হয়ত এরূপ ভাষা প্রয়োগ করিতে হইবে যাহা গবর্মেণ্টের নিকট অপ্রীতিকর হইতে পারে। সুতরাং আমি কিছু বলা অপেক্ষা মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করিলাম।

গদা-এ গোশা-নশিনি! হাফিজা! মাখ্রোশ্
রুমুজ্-ই-মস্লিহৎ-ই খেশ্ খুস্রোয়ান্ দানন্দ্।

—হাফিজ! তুমি কোণঘেঁষা ভিখারী মাত্র, চুপ করিয়া থাক। নিজ রাজনীতির নিগূঢ় তত্ত্ব রাজারাই জানেন।

পারস্য ও হিন্দুস্থানের যে-সকল মহানুভব ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া 'মীরাৎ-উল্-আখ্বার'কে সম্মানিত করিয়াছেন, তাঁহারা যেন উপরোক্ত কারণসকলের জন্য প্রথম সংখ্যার ভূমিকায় তাঁহাদিগকে

ঘটনাবলীর সংবাদ দিব বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলাম, সেই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য আমাকে ক্ষমা করেন, ইহাই আমার অনুরোধ; এবং ইহাও আমার অনুরোধ যে, আমি যে-স্থানে যে-ভাবেই থাকি না কেন, নিজেদের উদারতায় তাঁহারা যেন আমার মত সামান্য ব্যক্তিকে সর্ব্বদাই তাঁহাদের সেবায় নিরত বলিয়া জ্ঞান করেন।

কেবলমাত্র পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিয়াই রামমোহন তাঁহার কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। এই আইন রেজেষ্ট্রীকৃত হইবার পূর্ব্বে ইহা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা-অপহারক বলিয়া তিনি তাঁহার কয়েক জন কলিকাতাস্থ বন্ধুর সহিত ইহার প্রতিবাদ করেন (৩১ মার্চ ১৮২৩)। তাহাতে কোন ফল না হওয়ায় তাঁহারা ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট এক আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন।

রামমোহন আর কোন পত্রিকা পরিচালন করেন নাই বটে, তবে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইন বিদ্যমান থাকা কালেই মাস-তিনেকের জন্য আর একখানি পত্রিকার অন্যতম স্বত্বাধিকারী হইয়াছিলেন।* ইহা ৯ মে ১৮২৯ তারিখে প্রকাশিত 'বেঙ্গল হেরাল্ড'।

ব্রাহ্ম সমাজ স্থাপন ও সহমরণ-প্রথার উচ্ছেদ

কলিকাতায় আসিয়াই রামমোহন 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করিয়াছিলেন—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই সভায় শাস্ত্রীয় আলোচনা,

* "I have the honor to inform you for the information of Government that Rammohun Roy and Rajkissen Sing have ceased to be proprietors of this newspaper, entitled the *Bengal Herald*, from the present date.—R. M. Martin, Principal Proprietor of the *Bengal Herald*, dated 30th July 1829, to G. Swinton, Chief Secretary to Government.

বেদপাঠ ও ব্যাখ্যা, ব্রহ্মসঙ্গীত প্রভৃতি হইত। ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে অনুষ্ঠিত এইরূপ একটি সভায় নিম্নের ব্রহ্মসঙ্গীতটি গীত হয়; ইহা সম্ভবতঃ রামমোহন রায়ের রচিত :—

কে ভুলালো হায়
কল্পনাকে সত্য করি জান, এ কি দায়।
আপনি গড়হ যাকে,
যে তোমার বশে তাঁকে
কেমনে ঈশ্বর ডাকে কর অভিপ্রায়?
কখনো ভূষণ দেও, কখনো আহার;
ক্ষণেকে স্থাপহ, ক্ষণেক করহ সংহার।
প্রভু বোলে মান যারে,
সম্মুখে নাচাও তারে—
হেন ভুল এ সংসারে দেখেছ কোথায়?

প্রথমে এই সভায় অনেকেই আসিতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন রামমোহনের ধর্ম্মমত লইয়া তুমুল দলাদলি আরম্ভ হইল, তখন অনেকেই ভয় পাইয়া আত্মীয় সভায় আসা বন্ধ করিয়া দিলেন। এই সভা খুব কার্য্যকরী ও স্থায়ী না হওয়ায় রামমোহন 'ইউনিট্যারিয়ান কমিটি' নাম দিয়া আর একটি সভা স্থাপন করিলেন (সেপ্টেম্বর ১৮২১)। এই সভার ধর্ম্মমত খ্রীষ্টান ধর্ম্ম হইতে গৃহীত হইয়াছিল ও উহাতে ইউনিট্যারিয়ান খ্রীষ্টান মতেই উপাসনা প্রভৃতি হইত। পুত্র রাধাপ্রসাদ, কয়েক জন আত্মীয় এবং তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব নামে দুই জন শিষ্য লইয়া রামমোহন এই সভায় যাইতেন। এই সভা প্রতিষ্ঠায় ও পরিচালনে অ্যাডাম রামমোহনের প্রধান সহায়ক ছিলেন। কিন্তু এই সভাও খুব কার্য্যকরী হইল না।

এক দিন রামমোহন ইউনিট্যারিয়ান কমিটির অধিবেশন হইতে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছেন, এমন সময় তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব বলিলেন, আমাদের বিদেশী উপাসনা-মন্দিরে যাইবার প্রয়োজন কি? আমাদের নিজেদেরই একটি মন্দির থাকা আবশ্যক। এই কথাটি রামমোহনের মনে লাগিল। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতি কয়েক জন বিশিষ্ট বন্ধুর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া, ব্রহ্মোপাসনার জন্য একটি নূতন সভা স্থাপন করিলেন। এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০এ আগস্ট। ইহার নামকরণ হয়—"ব্রাহ্ম সমাজ"। সে সময়ে লোকে এই সভাকে ব্রহ্মসভা বলিত।

প্রতি শনিবার সন্ধ্যা ৭টা হইতে ৯টা পর্য্যন্ত সভার কাজ হইত। বাওজী নামে একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণ বেদ এবং উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদ্ পাঠ করিতেন। পরে হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বৈদিক শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলে সঙ্গীত হইয়া সভা ভঙ্গ হইত। এই সঙ্গীত করিতেন বিষ্ণু চক্রবর্ত্তী ও পাখোয়াজ বাজাইতেন গোলাম আব্বাস নামে এক জন মুসলমান। বিষ্ণু অতি সুকণ্ঠ ছিলেন। সকলেই তাঁহার গান মুগ্ধ হইয়া শুনিত। বিশেষতঃ রামমোহন তাঁহার কণ্ঠে নিম্নের স্তোত্রটি শুনিতে বড় ভালবাসিতেন:—

বিগতবিশেষং জনিতাশেষং সচ্চিৎসুখপরিপূর্ণং।
আকৃতিবীতং ত্রিগুণাতীতং ভজ পরমেশং তূর্ণং। ১।
হিত্বাকারং হৃদয়বিকারং মায়াময়মত্রত্যং।
আশ্রয় সন্ততং সত্তাবিততং নিরবদ্যং তৎ সত্যং। ২।
বেদৈর্গীতং প্রত্যগতীতং পরাৎপরং চৈতন্যং।
অজরমশোকং জগদালোকং সর্ব্বৈস্তৈকশরণ্যং। ৩।

গচ্ছদপাদং বিগতবিবাদং পশ্যতি নেত্রবিহীনং।
শৃণ্বদকর্ণং বিরহিতবর্ণং গৃহ্ণদহস্তমপীনং। ৪।
ব্যাপ্যাশেষং স্থিতমবিশেষং নির্গুণমপরিচ্ছিন্নং।
বিস্তৃতবিকাসং জগদাবাসং সর্ব্বোপাধিবিভিন্নং। ৫।
যস্য বিবর্ত্তং বিশ্বাবর্ত্তং বদতি শ্রুতিরবিরামং।
নাপরমূলং জগতো মূলং শাশ্বতমীশমকামং। ৬।

প্রথমে এই ব্রাহ্ম সমাজ বা ব্রহ্মসভার কোন নিজস্ব বাড়ী ছিল না। কিছু দিন পরে অর্থ সংগ্রহ করিয়া জোড়াসাঁকোয় জমি কিনিয়া বাড়ী করা হইল। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ২৩এ জানুয়ারি এই নূতন বাড়ীতে সমাজের কাজ আরম্ভ হয়। উদ্বোধনের দিন প্রায় ৫০০ হিন্দু (তন্মধ্যে অনেকে ব্রাহ্মণ) সমবেত হইয়াছিল। একজন সাহেবও উপস্থিত ছিলেন, তিনি মণ্টগোমারি মার্টিন। ইহার প্রথম আচার্য্য হন রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ। রামমোহনের "ব্রাহ্ম সমাজ" কোন দিনই একটি বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায় ছিল না—ইহা বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়। এই সমাজে আসিয়া সকল সম্প্রদায়ের লোকই এক ঈশ্বরের উপাসনা করিতে পারিতেন; বস্তুতঃ হিন্দু-মুসলমান, খ্রীষ্টান-ইহুদী সকলেই এই উপাসনায় যোগ দিতেন। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে বিশিষ্ট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সূচনা হইয়াছিল এবং এই সমাজই পরে আদি ব্রাহ্মসমাজ নামে পরিচিত হইয়াছে।

রামমোহনের স্থাপিত সভায় কি ভাবে কাহার উপাসনা হইবে, তাহা তিনি একটি দলিলে লিখিয়া যান। তিনি নির্দ্দেশ করিয়া যান যে, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা, পালনকর্ত্তা, আদিঅন্তরহিত, অগম্য ও অপরিবর্ত্তনীয় পরমেশ্বরই একমাত্র উপাস্য। কোন সাম্প্রদায়িক নামে তাঁহার উপাসনা হইতে পারিবে না। যে-কোন ব্যক্তি শ্রদ্ধার সহিত উপাসনা করিতে

আসিবেন, তাঁহারই জন্য জাতি, ধর্ম্ম, সম্প্রদায়, সামাজিক পদ নির্ব্বিশেষে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত থাকিবে। কোন প্রকার চিত্র, প্রতিমূর্ত্তি বা খোদিত মূর্ত্তি এই মন্দিরে ব্যবহৃত হইবে না। প্রাণিহিংসা হইবে না, পান-ভোজন হইবে না, জীবই হউক বা জড়ই হউক, কোন সম্প্রদায়ের উপাস্যকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভাবে উল্লেখ করা হইবে না। যাহাতে পরমেশ্বরের ধ্যান-ধারণার প্রসার হয়, প্রেম নীতি ভক্তি দয়া সাধুতার উন্নতি হয়, এবং সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ভুক্ত লোকের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়, এখানে সেই প্রকার উপদেশ, বক্তৃতা, প্রার্থনা ও সঙ্গীত হইবে; অন্য কোনরূপ হইতে পারিবে না।

রামমোহন যখন ব্রহ্মসভার প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এদেশে সহমরণ-প্রথা লইয়া তুমুল আন্দোলন চলিতেছিল। রামমোহন সহমরণ-প্রথার বিরোধী ছিলেন ও যাহাতে এই নৃশংস প্রথা রহিত হয়, তাহার জন্য খুব চেষ্টা করিতেছিলেন। মোগল-সম্রাট্ আকবর প্রথমে এই প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা করেন। ইংরেজ-শাসন স্থাপন হওয়া অবধি মিশনরীরাও এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন করিতেছিলেন। ইংরেজ-শাসকদের মধ্যে লর্ড ওয়েলেস্‌লী প্রথমে এই প্রথা সংযমিত করিবার চেষ্টা করেন। তাহার পর হইতে গবর্মেণ্ট এই বিষয়ে নানা নিয়ম করিতেছিলেন, কিন্তু একেবারে বন্ধ করিয়া দিবেন কি-না, স্থির করিতে পারিতেছিলেন না। রামমোহন কলিকাতা আসার অল্প দিন পর হইতেই সতীদাহের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্র হইতে প্রমাণ করেন যে, বিধবাদিগকে স্বামীর সহিত সহমরণে যাইতে হইবে, এমন কোন নির্দ্দেশ নাই। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক এই প্রথা আইনবিরুদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুরা সতীদাহ বন্ধ হইলে হিন্দুধর্ম্ম লোপ পাইবে, এই কথা বলিতে লাগিলেন ও তাঁহাদের

মত প্রচার করিবার জন্য ধর্ম্মসভা বলিয়া একটি সভা করিলেন (১৭ জানুয়ারি ১৮৩০)।

সতীদাহ-প্রথা উচ্ছেদের চেষ্টাই এদেশের নারীদের জন্য রামমোহনের একমাত্র কাজ নহে। নারীজাতি সম্বন্ধে রামমোহনের অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল। তাহারা যাহাতে সম্পত্তির অধিকারিণী হয়, সে-বিষয়েও রামমোহন আন্দোলন করিয়াছিলেন। রামমোহন সমাজ-সংস্কার ও শিক্ষাবিস্তার সম্বন্ধে আরও যে-সকল কাজ করেন, তাহাও এইখানে উল্লেখ করা উচিত। তিনি এদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন। সেই সময়ে এদেশের লোকদের শিক্ষা সম্বন্ধে একটা তর্কবিতর্ক চলিতেছিল। এক পক্ষের মত ছিল, এদেশে ইংরেজী শিক্ষা না দিয়া সংস্কৃত ও ফার্সী পড়ানোই সঙ্গত; অপর পক্ষ ইংরেজী শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। রামমোহন পাশ্চাত্য শিক্ষা দেওয়ার সপক্ষে যুক্তি দেখাইয়া ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর লর্ড আমহার্স্ট‌কে একখানি দীর্ঘ পত্র লেখেন। তাঁহার মতে, সংস্কৃত এতই কঠিন যে, ভাষা আয়ত্ত করিতেই প্রায় সারা জীবন কাটিয়া যায়। বহু দিন ধরিয়া এই কারণেই সংস্কৃত ভাষা জ্ঞানের প্রসারের পক্ষে শোচনীয় বাধাস্বরূপ। সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটিনাটি আয়ত্ত করিতেই যদি শিক্ষার্থীর প্রথম-জীবনের শ্রেষ্ঠ দ্বাদশ বৎসর অতিবাহিত হয়, তাহা হইলে সে শিক্ষায় উন্নতির আশা কোথায়? বেদান্ত,*

* "Neither can much improvement arise from such speculations as the following which are the themes suggested by the Vedanta,—in what manner is the soul absorbed in the Deity? What relation does it bear to the Divine Essence? Nor will youths be fitted to be better members of society by the Vedantic doctrines which teach them to believe, that all visible things have no real existence, that as father, brother &c., have no actual entity, they consequently deserve no real

মীমাংসা কিংবা ন্যায়শাস্ত্রের শিক্ষাও শিক্ষার্থীর পক্ষে সবিশেষ উপকারী হইবে না। সংস্কৃত-শিক্ষাপ্রণালী দেশকে অজ্ঞানান্ধকারে রাখিবার প্রকৃষ্ট উপায়। রামমোহন চাহিয়াছিলেন—যে-সকল কার্য্যকর জ্ঞান-বিজ্ঞান—যথা, গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, শারীর সংস্থানবিদ্যা—চর্চা করিয়া ইউরোপীয় জাতিসমূহ পৃথিবীর অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে সমর্থ হইয়াছে, তাঁহার দেশবাসীর মধ্যেও যেন সেই প্রকার উদার শিক্ষানীতি প্রবর্ত্তন হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, এই পত্রে তিনি ইংরেজী ভাষা শিক্ষার কথা বলেন নাই, পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষার কথাই বলিয়াছেন।

সে যাহা হউক, রামমোহন এ-বিষয়ে কেবলমাত্র মত প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই; তিনি পূর্ব্বেই—১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার উপায়স্বরূপ নিজব্যয়ে হেদুয়া পুষ্করিণীর দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে অ্যাংলো-হিন্দু স্কুল নামে একটি ইংরেজী স্কুলও স্থাপন করিয়াছিলেন।

বাংলা ভাষার উন্নতি ও প্রচারের জন্য রামমোহন যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা এ চরিতমালায় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা-গদ্য সম্পর্কে তাঁহার কীর্ত্তির কথা অন্যত্র আলোচিত হইয়াছে।

ধর্ম্ম, শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারে রামমোহনের যেরূপ আগ্রহ ছিল, রাজনৈতিক ব্যাপারেও তেমনি আগ্রহ ছিল। ইউরোপ ও আমেরিকার

affection, and therefore the sooner we escape from them and leave the world the better."

বেদান্ত সম্বন্ধে রামমোহনের এই মতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই। একেশ্বরবাদ ও নিরাকার উপাসনার পরিপোষক বলিয়াই তিনি বেদান্ত প্রচারের প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এই পত্রে উল্লিখিত বেদান্তদর্শনের আলোচিত বিষয়গুলি তাঁহার রচিত বেদান্তসার পুস্তকে স্থান পায় নাই।

রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল। :তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে উদার এবং আন্তর্জাতিক-মনোভাবসম্পন্ন ছিলেন। স্বেচ্ছাচারী রাজার নিকট হইতে এক নিয়মানুগ শাসনতন্ত্র আদায় করিয়াও নেপল্‌স-বাসিগণ অষ্ট্রীয় সৈন্যগণ কর্ত্তৃক পুনরায় দাসত্বপাশে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হয়—ভারতবর্ষে এই সম্বাদ শ্রবণে রামমোহন মনে মনে এতই আহত হন যে, ১১ আগস্ট ১৮২১ তারিখে সিল্ক বাকিংহামকে লেখেন :—

> I am afraid I must be under the necessity of denying myself the pleasure of your society this evening ; more epecially as my mind is depressed by the late news from Europe...I consider the cause of the Neapolitans as my own, and their enemies as ours. Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.

স্পেনের স্বেচ্ছাচার হইতে দক্ষিণ-আমেরিকার উপনিবেশগুলির মুক্তির সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া রামমোহন স্বভবনে বহু ইউরোপীয় বন্ধুকে আমন্ত্রণ করিয়া ভোজে আপ্যায়িত করেন। ভোজ-সভায় তিনি বলেন :—

> 'What !' replied he (upon being asked why he had celebrated by illuminations, by an elegant dinner to about sixty Europeans, and by a speech composed and delivered in English by himself at his house in Calcutta, on the arrival of important news of the success of the Spanish patriots), 'ought I to be insensible to the suffering of my fellow-creatures wherever they are, or however unconnected by interests, religion or language ?'—*Edinburgh Magazine* (Constable) for September 1823.

ইংলণ্ডে বা ফ্রান্সে উদারনৈতিক দল জয়ী হইতেছেন শুনিয়া তাঁহার অতিশয় আনন্দ হইত। ফ্রান্সে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে যে রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন হয়, তাহাতে তিনি অতিশয় আনন্দিত হন। ইংলণ্ডে যাইবার পথে তিনি যখন দক্ষিণ-আফ্রিকার কেপটাউনে, তখন দুইটি ফরাসী জাহাজে স্বাধীনতাসূচক নূতন তিন রঙের নিশান উড়িতেছে দেখিয়া ভাঙা-পা

গ্রাহ্য না করিয়া, সেই জাহাজগুলিতে গিয়া আনন্দ জ্ঞাপন করেন ও ফিরিবার সময় "ফ্রান্স ধন্য, ধন্য, ধন্য" বলিতে থাকেন। ইংলণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে যখন রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সাম্য প্রবর্ত্তিত হয়, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পরে তিনি যখন বিলাতে, তখন "রিফর্ম্মস্ বিল" পাস হওয়া সম্বন্ধেও খুব্ উৎসাহ দেখাইয়াছিলেন। এই সকল ব্যাপার ছাড়া, এদেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা সংরক্ষণ, উত্তরাধিকার সম্বন্ধে আইন পরিবর্ত্তন, জুরী-প্রথার প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সম্বন্ধেও তিনি আন্দোলন করেন। তখন এদেশে রাজনৈতিক আলোচনা ছিল না বলিলেই চলে। রামমোহনকেই এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক বলা চলে।

বিলাত-প্রবাস ও মৃত্যু

বাঙালীদের মধ্যে রামমোহন রায়ই সর্ব্বপ্রথম বিলাত যাত্রা করেন। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের ১৯এ নবেম্বর কলিকাতা হইতে দ্রুতগামী 'ফর্বস' নামক ষ্টীমারে রওনা হইয়া পর-দিন খাজরীতে পালের জোরে চালিত মন্থরগতি 'অ্যালবিয়ন' জাহাজকে ধরেন। এই অ্যালবিয়ন জাহাজে যাত্রা করিয়া পর-বৎসরের ৮ই এপ্রিল লিভারপুল শহরে জাহাজ হইতে অবতরণ করেন। ইউরোপ গিয়া সেখানকার আচার-ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিবার ইচ্ছা রামমোহনের বহুকাল হইতেই ছিল। কিন্তু সুযোগের অভাবে যাওয়া ঘটিয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়-আকবর তখন নামে মাত্র দিল্লীশ্বর। তিনি ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনকে দূত-স্বরূপ বিলাতে পাঠাইবার ব্যবস্থা করায় এই সুবিধা ঘটিল। দিল্লীর নিকটবর্ত্তী কতকগুলি জমিদারীর রাজস্বে নিজের অধিকার আছে বলিয়া দিল্লীশ্বর কোম্পানীর

কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিয়াছিলেন। এই আবেদনে কোন ফল না হওয়ায় বাদশা ইংলণ্ডের রাজার নিকট আবেদন করিতে সঙ্কল্প করেন ও রামমোহনকে 'রাজা' উপাধি দিয়া বিলাত পাঠাইতে মনস্থ করেন। মোগল-বাদশার দেওয়া এই 'রাজা' উপাধির জন্যই আমরা তাঁহাকে 'রাজা রামমোহন রায়' বলিয়া থাকি। কোম্পানী রামমোহনের এই দৌত্য এবং উপাধি স্বীকার করিলেন না এবং তাঁহাকে দূত-হিসাবে বিলাত যাইতে অনুমতিও দিলেন না। তখন রামমোহন সাধারণ ব্যক্তি হিসাবে বিলাত যাইবার অনুমতি চাহিলেন ও অনুমতি পাওয়ার পর বিলাত পৌঁছিয়া নিজেকে দিল্লীশ্বরের দূত বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

দিল্লীশ্বরের দৌত্য ভিন্ন অন্য কারণেও রামমোহন সেই সময়ে বিলাত যাওয়া প্রয়োজন বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। তখন সহমরণ-প্রথা রহিত করিবার বিরুদ্ধে রক্ষণশীল হিন্দুরা যে আপীল করিয়াছিলেন, প্রিভি-কাউন্সিলে তাহার শুনানি হইবার উদ্যোগ হইতেছিল, এবং ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নূতন সনন্দ দিবার ও ভারতবর্ষের ভাবী শাসন-প্রণালী স্থির করিবার সময়ও নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল। রামমোহন বিলাতে গিয়া এই সকল বিষয়েই নিজের মতামত ব্যক্ত করেন ও যাহাতে এদেশের শাসনপ্রণালীর বিধিব্যবস্থা ভাল হয়, তাহার জন্য চেষ্টা করেন।

রামমোহন যখন স্নেহলালিত পুত্র রাজারাম,* দুই জন সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায় ও রামহরি দাস এবং মুসলমান ভৃত্য শেখ বক্‌সুকে লইয়া ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে বিলাত পৌঁছিলেন, তখন সকলে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিল। পণ্ডিত ও সমাজসংস্কারক হিসাবে রামমোহনের খ্যাতি

---

* 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ২য় খণ্ড (২য় সংস্করণ), ৭৭৪-৮৪ পৃষ্ঠায় রাজারামের পরিচয় সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

বহু পূর্ব্বেই বিলাতে পৌছিয়াছিল।* সেখানে তাঁহার অনেক গণ্যমান্ত বন্ধু-বান্ধব ছিলেন। তিনি বিলাত পৌছিবার পূর্ব্বেই তাঁহারা তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য প্রস্তুত হইয়া ছিলেন এবং সেখানে পৌছিলে তাঁহাকে সাদরে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। ৮ই এপ্রিল লিভারপুল পৌছিয়াই রামমোহন ঐতিহাসিক রস্কোর সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান ও স্থানে স্থানে বক্তৃতা করেন। এই সময়ে তিনি সংবাদ পান যে, শীঘ্রই পার্লেমেণ্টে রিফর্মস্ বিল সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হইবে। শুনিয়াই তিনি তাড়াতাড়ি ১৬ই এপ্রিল লিভারপুল হইতে রওনা হইয়া ১৮ই তারিখে লণ্ডনে পৌছেন।

লণ্ডনে পৌছিবার অল্প সময় পরেই বিখ্যাত দার্শনিক জেরেমি বেন্থাম তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসেন। বেন্থাম সে-যুগের এক জন বিখ্যাত লেখক ও চিন্তাবীর। তিনি রামমোহনকে যে সমাদর করেন, তাহা হইতেই বিলাতে রামমোহনের কিরূপ খ্যাতি হইয়াছিল, তাহা বুঝা যায়। ইহা ছাড়া রামমোহন রাজসম্মানও লাভ করেন; ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাঁহাকে দূত বলিয়া স্বীকার না করিলেও রাজার নিমন্ত্রণে তাঁহাকে দূতদিগের মধ্যেই আসন দেওয়া হইয়াছিল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তাঁহাকে ভোজ দিয়া সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বিলাতে রামমোহন ভারতবর্ষ-সংক্রান্ত নানারূপ রাজনৈতিক

* ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত তাঁহার *Translation of an Abridgment of the Vedant* পুস্তিকাখানি বিলাতের *The Asiatic Journal and Monthly Register* পত্রে ঐ বৎসরের নবেম্বর সংখ্যায় PREFACE BY A BRAHMIN *To a Translation of an Abridgment of the Vedant* নামে পুনর্মুদ্রিত হয় (পৃ. ৪৬৮-৭৪)। পরবর্ত্তী ডিসেম্বর সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্নালে' এই প্রসঙ্গে Britannicus-লিখিত একটি প্রশংসাসূচক পত্রও প্রকাশিত হইয়াছিল (পৃ. ৫৫৩-৫৬)।

আলোচনায় যোগদান করিয়াছিলেন ও যাহাতে ইংরেজ-শাসনে এদেশের লোকদের উন্নতি হয় ও সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাড়ে, তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহা ছাড়া দিল্লীশ্বরের যে-কাজের জন্য বিলাত গিয়াছিলেন, তাহাতেও তিনি কৃতকার্য্য হন। তাঁহার চেষ্টার ফলে বাদশার বৃত্তি বৃদ্ধি হয়। ইংলণ্ড হইতে রামমোহন নিজের ইংরেজী গ্রন্থাবলীও প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দার্শনিক ও রাজনৈতিক আলোচনায় উন্নত বলিয়া ফ্রান্স ও ফরাসী জাতি সম্বন্ধে রামমোহনের অতিশয় উচ্চ ধারণা ছিল। এই ফ্রান্স দেশ স্বচক্ষে দেখিবার জন্য রামমোহন ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে (সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর) প্যারিসে যান। তখন ফ্রান্সের রাজা লুই-ফিলিপ তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করেন।

রামমোহন ফ্রান্স-ভ্রমণের ছাড়পত্র চাহিয়া যে পত্রখানি রচনা করেন, তাহার একটি নকল বিলাতের ইণ্ডিয়া আপিসে আছে। ইহাতে দেশ ও জাতি নির্ব্বিশেষে মানবের ঐক্যের বাণী পরিস্ফুট হইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, সেকালেও যে রামমোহনের মনে একটি জাতিসংঘ-গঠনের পরিকল্পনা জাগিয়াছিল, তাহাও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। পত্রখানি এইরূপ :—

To

The Minister of Foreign Affairs of France, Paris.

Sir,

You may be surprised at receiving a letter from a Foreigner, the Native of a country situated many thousand miles from France, and I assuredly would not now have trespassed on your attention, were I not induced by a sense of what I consider due to myself and by the respect I feel towards a country standing in the foremost rank of free and civilised nations.

2nd. For twelve years past I have entertained a wish (as

noticed, I think, in several French and English Periodicals) to visit a country so favoured by nature and so richly adorned by the cultivation of arts and sciences, and above all blessed by the possession of a free constitution. After surmounting many difficulties interposed by religious and national distinctions and other circumstances, I am at last opposite your coast, where, however, I am informed that I must not place my foot on your territory unless I previously solicit and obtain an express permission for my entrance from the Ambassador or Minister of France in England.

3rd. Such a regulation is quite unknown even among the Nations of Asia (though extremely hostile to each other from religious prejudices and political dissensions), with the exception of China, a country noted for its extreme jealousy of foreigners and apprehensions of the introduction of new customs and ideas. I am, therefore, quite at a loss to conceive how it should exist among a people so famed as the French are for courtesy and liberality in all other matters.

4th. It is now generally admitted that not religion only but unbiassed common sense as well as the accurate deductions of scientific research lead to the conclusion that all mankind are one great family of which numerous nations and tribes existing are only various branches. Hence enlightened men in all countries must feel a wish to encourage and facilitate human intercourse in every manner by removing as far as possible all impediments to it in order to promote the reciprocal advantage and enjoyment of the whole human race.

5th. It may perhaps be urged that during the existence of war and hostile feelings between any two nations (arising probably from their not understanding their real interests), policy requires of them to adopt these precautions against each other. This, however, only applies to a state of warfare. If France, therefore, were at war with surrounding nations or regarded their people as dangerous, the motive for such an extraordinary precaution might have been conceived.

6th. But as a general peace has existed in Europe for many years, and there is more particularly so harmonious an understanding between the people of France and England and even between their present Governments, I am utterly at a loss to discover the cause of a regulation which manifests, to say the least, a want of cordiality and confidence on the part of France.

7th. Even during peace the following excuses might perhaps be offered for the continuance of such restrictions, though in my humble opinion they cannot stand a fair examination.

First : If it be said that persons of bad character should not be allowed to enter France ; still it might, I presume, be answered that the granting of passports by the French Ambassador here is not usually founded on certificates of character or investigation into the conduct of individuals. Therefore, it does not provide a remedy for that supposed evil.

Secondly : If it be intended to prevent felons escaping from justice : this case seems well-provided for by the treaties between different nations for the surrender of all criminals.

Thirdly : If it be meant to obstruct the flight of debtors from their creditors : in this respect likewise it appears superfluous, as the bankrupt laws themselves after a short imprisonment set the debtor free even in his own country ; therefore, voluntary exile from his own country would be, I conceive, a greater punishment.

Fourthly : If it be intended to apply to political matters, it is in the first place not applicable to my case. But on general grounds I beg to observe that it appears to me, the ends of constitutional Government might be better attained by submitting every matter of political difference between two countries to a Congress composed of an equal number from the Parliament of each ; the decision of the majority to be acquiesced in by both nations and the Chairman to be chosen by each Nation alternately, for one year, and the place of meeting to be one year within the limits of one country and next within those of the other ; such as at Dover and Calais for England and France.

8th. By such a Congress all matters of difference, whether political or commercial, affecting the Natives of any two civilized

countries with constitutional Governments, might be settled amicably and justly to the satisfaction of both and profound peace and friendly feelings might be preserved between them from generation to generation.

9th. I do not dwell on the inconvenience which the system of passports imposes in urgent matters of business and in cases of domestic affliction. But I may be permitted to observe that the mere circumstance of applying for a passport seems a tacit admission that the character of the applicant stands in need of such a certificate or testimonial before he can be permitted to pass unquestioned. Therefore, any one may feel some delicacy in exposing himself to the possibility of refusal which would lead to an inference unfavourable to his character as a peaceable citizen.

My desire, however, to visit that country is so great that I shall conform to such conditions as are imposed on me, if the French Government, after taking the subject into consideration, judge it proper and expedient to continue restrictions contrived for a different state of things, but to which they may have become reconciled by long habit ; as I should be sorry to set up my opinion against that of the present enlightened Government of France.

I have the honor to be,
Sir,
Your most obedient Servant,
RAMMOHUN ROY

ইহার পর রামমোহন বিলাতে ফিরিয়া আসেন ও পর-বৎসর ব্রিস্টলে বাস করিতে যান। এই সময়ে তিনি অত্যন্ত আর্থিক দুশ্চিন্তায় কাল কাটাইতেছিলেন। তিনি কলিকাতায় যে হৌসের সহিত টাকা-পয়সার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ফেল হইয়া যাওয়ায় এই অসুবিধা ঘটে। রামমোহনের যখন এই অবস্থা, তখন তিনি কয়েকটি ইংরেজ-পরিবারের নিকট হইতে খুব যত্ন পাইয়াছিলেন। এই সকল পরিবারের

মধ্যে হেয়ার ও কার্পেণ্টার পরিবারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ ল্যাণ্ট কার্পেণ্টার রামমোহনের বিশেষ বন্ধু ছিলেন ও তাঁহার মৃত্যুর পর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখেন।

ব্রিস্টলে থাকা কালেই রামমোহনের জ্বর হয়। এই জ্বরে আট দিন মাত্র ভুগিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। পীড়ার সময় রামমোহন তাঁহার বহু ইংরেজ বন্ধু কর্ত্তৃক পরিবৃত ছিলেন। তাঁহাদের বহু যত্নেও রোগের কোন উপশম হইল না। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৭এ সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁহার দেহান্তর ঘটিল। তিনি যজ্ঞোপবীত কখনও পরিত্যাগ করেন নাই; মৃত্যুকালেও তাঁহার দেহে দ্বিজত্বের প্রতীক যজ্ঞোপবীত বিদ্যমান ছিল।

পাছে তাঁহার পুত্রদের বিষয়-সম্পত্তি পাওয়া সম্বন্ধে কোন অসুবিধা ঘটে, সেজন্য রামমোহন পূর্ব্ব হইতেই বন্ধুদিগকে অনুরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যেন খ্রীষ্টান সমাধিস্থানে সমাহিত করা না হয়। তাঁহার এই নির্দ্দেশ অনুসারে তাঁহার দেহ ব্রিস্টলে যে-বাড়ীতে তিনি থাকিতেন, তাহারই নিকট এক নির্জ্জন স্থানে সমাধিস্থ করা হয়। দশ বৎসর পরে তাঁহার বন্ধু দ্বারকানাথ ঠাকুর বিলাত গিয়া তাঁহার দেহ স্থানান্তরিত করিয়া ব্রিস্টলের নিকট 'আরনোস্ ভেল' নামে একটি জায়গায় সমাধিস্থ করেন ও তাহার উপর একটি সুন্দর মন্দির তৈয়ার করাইয়া দেন।

রামমোহনের কীর্ত্তি

রামমোহন পাণ্ডিত্যে যেমন শ্রেষ্ঠ ছিলেন, দৈহিক শক্তি ও সৌন্দর্য্যেও তেমনই অসাধারণ ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘ ও বলশালী দেহ, উজ্জ্বল চক্ষু, ও শ্রী-সম্পন্ন মুখ দেখিয়া সকলেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইত। গল্প আছে

যে, তিনি দিনে বারো সের দুধ খাইতেন, একাই একটি পাঁঠা খাইয়া ফেলিতে পারিতেন এবং পরিমিতভাবে সুরাপানও করিতেন। ইহা সত্য হউক আর না-ই হউক, এইরূপ গল্প যে তাঁহার শারীরিক শক্তির পরিচায়ক, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। রামমোহন অতিশয় তেজস্বী ছিলেন বলিয়া সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। তিনি চাকুরী করিবার সময়ে সার্ ফ্রেডারিক্ হ্যামিণ্টনের অভদ্রতার বিরুদ্ধে যে-আপত্তি করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার আত্মসম্মানজ্ঞান ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনই তিনি আবার চরিত্রমাধুর্য্যেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বাল্যকালে রামমোহনকে অনেক বার দেখিয়াছিলেন, তিনি তাঁহার বাড়ীতে প্রায়ই যাইতেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন যে, রামমোহনের মত সুমিষ্ট মেজাজের লোক তিনি আর দেখেন নাই। এই ভদ্রতা, বিনয় ও তেজস্বিতার একত্র সম্মিলন রামমোহনের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ছিল।

পাশ্চাত্য জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সহিত ভারতীয় জ্ঞান, রীতিনীতি ও চিন্তাধারার সমন্বয়ের পথ নির্দ্দেশ রামমোহনের প্রধান কীর্ত্তি। তিনি চিন্তায় ও কর্ম্মে সার্ব্বভৌমিক ছিলেন, জাতীয় সঙ্কীর্ণতা পছন্দ করিতেন না। তবুও তিনি জাতীয় ধর্ম্ম ও আচার বর্জ্জন করিবার বিপক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করিতেন, এক জাতির আচার-ব্যবহার অন্য জাতির মধ্যে জোর করিয়া প্রবর্ত্তন করা সম্ভব নহে, উচিতও নহে; সুতরাং সংস্কারের প্রয়োজন হইলেও প্রত্যেক জাতিরই উহা জাতীয়ভাবে করা উচিত। সেজন্য একেশ্বরবাদও তিনি উপনিষদ্ ও বেদান্তের সাহায্যেই প্রচার করিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন। বিদেশী শাস্ত্রের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইলেও উহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে গ্রহণ করেন নাই। রামমোহনের পর যে-সকল মহাপুরুষ ভারতবর্ষের সামাজিক জীবনে

বা ধর্ম্মজীবনে, সাহিত্যে বা শিল্পকলায় নূতন ধারার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয়ের চেষ্টা করিয়াছেন। এই জন্যই রামমোহন রায় ভারতবর্ষে বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক। বস্তুতঃ নানা ক্ষেত্রেই তিনি প্রথম পথ দেখাইয়াছিলেন। বহু বিষয়ে পথপ্রবর্ত্তকের সম্মান তাঁহারই প্রাপ্য। তাঁহার সমসাময়িক বয়োজ্যেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কথায়—

> দুর্গম বন পর্ব্বতে কণ্টকোদ্ধার করিয়া, প্রথম পথপ্রবর্ত্তক প্রাচীনতর বিদ্যাজ্ঞানবৃদ্ধ পণ্ডিতেরদের কর্ত্তৃক প্রকাশিত পথের পরিষ্কার করিয়া, সেই পথের পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমত্বকারীও যদি হউন প্রাচীন পণ্ডিতেরা, তথাপি তাদৃশ প্রাচীনতর পণ্ডিতেরদের হইতে বড় হন না; যে প্রথম পথপ্রবর্ত্তক সেই বড় ও তৎপ্রবর্ত্তিত ও তদুত্তরপণ্ডিতপরিষ্কৃত যে পথ সেই পথ। মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ।

রামমোহন রায় ও বাংলা-গদ্য

বাংলা-গদ্যের স্রষ্টা হিসাবে রামমোহন বহু বার বহু জন কর্ত্তৃক কীর্ত্তিত হইয়াছেন, কিন্তু এই 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'য় ইতিমধ্যে প্রকাশিত জীবনীগুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা অনুভব করিবেন, এই দাবী তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী অনেক লেখক করিতে পারেন। বাংলা-গদ্যসাহিত্যের ভিত্তিস্থাপনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতবৃন্দের দান অপরিসীম। তাঁহারা সকলেই রামমোহনের পূর্ব্বগামী। বিশেষ করিয়া মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম এই প্রসঙ্গে আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। তিনি সর্ব্বপ্রথমে বাংলা-গদ্যকে সাহিত্য-রূপ দেওয়ার প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

বাংলা-গদ্যের সাধু ও চলতি রীতি লইয়াও তিনি পরীক্ষা করিয়াছিলেন। সুতরাং স্রষ্টা যদি কাহাকেও বলিতে হয়, তাঁহার দাবী সর্ব্বাগ্রে।

কিন্তু বাংলা-গদ্য সম্পর্কে রামমোহনের কীর্ত্তিও সামান্য নয়। তিনি বাংলা ভাষায় ধর্ম্ম সম্বন্ধে বহু পুস্তক ও বাংলা ভাষার একটি ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সে-যুগের বাংলা-গদ্যে সংস্কৃত শব্দের খুব বাহুল্য থাকিত, সেজন্য সাধারণ লোকের উহা বুঝিতে কষ্ট হইত। রামমোহন এই রীতির বিরোধী ছিলেন। তিনি বাংলা রচনা যাহাতে সাধারণ লোকের বোধগম্য হয়, তাহার পক্ষপাতী ছিলেন। অবশ্য তাঁহার নিজের লেখাও আজকালকার বাংলা-গদ্যের তুলনায় অনেক বেশী সংস্কৃতবহুল ও আড়ষ্ট। তবু তিনি যে সে-যুগের এক জন বিশিষ্ট বাংলা-গদ্য-লেখক, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

বাংলা-গদ্যে গুরুগম্ভীর বিষয় লইয়া প্রবন্ধরচনার অন্যতম প্রবর্ত্তক রামমোহন। তাঁহার শাস্ত্রবিচার ও তৎসংক্রান্ত বিবাদমূলক রচনার সাহায্যে বাংলা-গদ্যের গুরুত্ব যে প্রভূত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। তিনি এক দিকে প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্রসমূহকে ভাষায় প্রকাশ করিয়া যেমন ভাষার ভাব ও শব্দসম্পদ্ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তেমনই অন্য দিকে তর্ক ও বিচারমূলক গ্রন্থ রচনা করিয়া ভাষায় প্রকাশ-ভঙ্গির দৃঢ়তা ও মননশীলতা সঞ্চার করিয়া ইহাকে ঋজু, সতেজ ও পুষ্ট করিয়াছিলেন। মৃত্যুঞ্জয়ের মত এ-বিষয়ে তিনি সর্ব্বদা সজাগ ছিলেন। তাঁহার ব্যাকরণের বাক্যরীতি অধ্যায়ে তিনি পদের অন্বয় সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেই প্রমাণ হইবে যে, ভাষার সৌষ্ঠব সাধনে তিনি বিবিধ রীতি প্রয়োগের কথা জানিতেন। আমরা নিম্নে তাঁহার বহুবিধ রচনা হইতে কয়েকটি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলাম। ইহা হইতেই বাংলা-গদ্য সম্পর্কে তাঁহার কৃতিত্ব অনেকটা বুঝা যাইবে।—

প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন শব্দ আছে এভাষা সংস্কৃতের জে রূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইয়া থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হটাৎ পারেণ না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয় অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ২ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেণ এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। জাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর জাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর সুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। জে ২ স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতি শব্দ তখন তাহা সেই রূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন জে হেতু এক বাক্যে কখন ২ কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থ জ্ঞান হইতে পারে না তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম জাঁহাকে সকল বেদে গান করেণ আর জাহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন ঐই জে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে আর মধ্যেতে গান করেণ জে ক্রিয়া

শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্ব্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া জেখানে ২ বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব্ব পদের সহিত অন্বিত জেন না করেণ এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর জাহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই তাঁহারা ব্যুৎপন্ন ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থ বোধ কিঞ্চিৎ কাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থ বোধে সমর্থ হইবেন বস্তুত মনযোগ আবশ্যক হয় এই বেদান্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতেরা শ্রম করিতেছেন যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত হয়।—'বেদান্ত গ্রন্থ', ইং ১৮১৫, পৃ. ১২-১৪।

এস্থানে এক আশ্চর্য্য এই যে অতি অল্প দিনের নিমিত্ত আর অতিঅল্প উপকারে যে সামগ্রী আইসে তাহার গ্রহণ অথবা ক্রয় করিবার সময় যথেষ্ট বিবেচনা সকলে করিয়া থাকেন আর পরমার্থবিষয় যাহা সকল হইতে অত্যন্ত উপকারি আর অতি মূল্য হয় তাহার গ্রহণ করিবার সময় কি শাস্ত্রের দ্বারা কি যুক্তির দ্বারা বিবেচনা করেন না আপনার বংশের পরম্পরামতে আর কেহ ২ আপনার চিত্তের যেমন প্রাশস্ত্য হয় সেইরূপ গ্রহণ করেন এবং প্রায় কহিয়া থাকেন যে বিশ্বাস থাকিলে অবশ্য উত্তম ফল পাইব। কিন্তু এক জনের বিশ্বাসদ্বারা বস্তুর শক্তি বিপরীত হয় না যেহেতু প্রত্যক্ষ দেখিতেছি যে দুগ্ধের বিশ্বাসে বিষ খাইলে বিষ আপনার শক্তি অবশ্য প্রকাশ করে। বিশেষ আশ্চর্য্য এই যে যদি কোন ক্রিয়া শাস্ত্রসংমত এবং সত্যকাল অবধি শিষ্ট পরম্পরাসিদ্ধ হয় কেবল অল্পকাল কোনো ২ দেশে তাহার প্রচারের ত্রুটি জন্মিয়াছে আর সংপ্রতি তাহার অনুষ্ঠানেতে লৌকিক কোনো প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না এবং হাস্য আমোদ জন্মে না তাহার অনুষ্ঠান করিতে কহিলে লোকে কহিয়া থাকেন

যে পরম্পরা সিদ্ধ নহে কিরূপে ইহা করি কিন্তু সেই সকল ব্যক্তি যেমন আমরা সেইরূপে সামান্য লৌকিক প্রয়োজন দেখিলে পূর্ব্বশিষ্টপরম্পরার অত্যন্ত বিপরীত এবং শাস্ত্রের সর্ব্বপ্রকারে অন্যথা শত ২ কর্ম্ম করেন সে সময়ে কেহ শাস্ত্র এবং পূর্ব্বপরম্পরার নামো করেন না যেমন আধুনিক কুলের নিয়ম যাহা পূর্ব্বপরম্পরার বিপরীত এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। আর ইঙ্গরেজ যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে অধ্যয়ন করান কোন শাস্ত্রে আর কোন পূর্ব্বপরম্পরায় ছিল। আর কাগজ যে সাক্ষাৎ যবনের অন্ন তাহাকে স্পর্শ করা আর তাহাতে গ্রন্থাদি লেখা কোন শাস্ত্র বিহিত আর পরম্পরা সিদ্ধ হয় ইঙ্গরেজের উচ্ছিষ্ট করা আর্দ্র ওয়ফর দিয়া বন্ধ করা পত্র যত্নপূর্ব্বক হস্তে গ্রহণ করা কোন পূর্ব্ব পরম্পরাতে পাওয়া যায় আর আপনার বাটীতে দেবতার পূজাতে যাহাকে ম্লেচ্ছ কহেন তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করা আর দেবতাসমীপে আহারাদি করান কোন পরম্পরা সিদ্ধ হয় এইরূপ নানা প্রকার কর্ম্ম যাহা অত্যন্ত শিষ্ট পরম্পরা বিরুদ্ধ হয় প্রত্যহ করা যাইতেছে। আর শুভসূচক কর্ম্মের মধ্যে জগদ্ধাত্রী রটন্তী ইত্যাদি পূজা আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দপ্রভুর বিগ্রহ এ কোন পরম্পরায় হইয়া আসিতেছিল তাহাতে যদি কহ যে এ উত্তম কর্ম্ম শাস্ত্র বিহিত আছে যদ্যপিও পরম্পরা সিদ্ধ নহে তত্রাপি কর্ত্তব্য বটে। ইহার উত্তর। শাস্ত্র বিহিত উত্তম কর্ম্ম পরম্পরাসিদ্ধ না হইলেও যদি কর্ত্তব্য হয় তবে সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ আত্মোপাসনা যাহা অনাদি পরম্পরাক্রমে সিদ্ধ আছে কেবল অতিঅল্পকাল কোনো ২ দেশে ইহার প্রচারের ন্যূনতা জন্মিয়াছে ইহা কর্ত্তব্য কেন না হয়।—'ঈশোপনিষৎ', ইং জুলাই ১৮১৬, পৃ. ১২-১৫।

...দেখ কি পর্য্যন্ত দুঃখ, অপমান, তিরস্কার, যাতনা, তাহারা কেবল ধর্ম্মভয়ে সহিষ্ণুতা করে, অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ যাহারা দশ পোনর বিবাহ অর্থের নিমিত্তে করেন, তাহারদের প্রায় বিবাহের পর অনেকের সহিত সাক্ষাৎ হয় না, অথবা যাবজ্জীবনের মধ্যে কাহারো সহিত দুই চারিবার

সাক্ষাৎ করেন, তথাপি ঐ সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে অনেকই ধর্ম্মভয়ে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ ব্যতিরেকেও এবং স্বামি দ্বারা কোন উপকার বিনাও পিতৃগৃহে অথবা ভ্রাতৃগৃহে কেবল পরাধীন হইয়া নানা দুঃখ সহিষ্ণুতা পূর্ব্বক থাকিয়াও যাবজ্জীবন ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন ; আর ব্রাহ্মণের অথবা অন্যবর্ণের মধ্যে যাহারা আপন২ স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করেন, তাহারদের বাটীতে প্রায় স্ত্রীলোক কি২ দুর্গতি না পায় ? বিবাহের সময় স্ত্রীকে অর্দ্ধ অঙ্গ করিয়া স্বীকার করেন, কিন্তু ব্যবহারের সময় পশু হইতে নীচ জানিয়া ব্যবহার করেন ; যে হেতু স্বামির গৃহে প্রায় সকলের পত্নী দাস্য বৃত্তি করে, অর্থাৎ অতিপ্রাতে কি শীতকালে কি বর্ষাতে স্থান মার্জ্জন, ভোজনাদি পাত্র মার্জ্জন, গৃহ লেপনাদি তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে ; এবং সূপকারের কর্ম্ম বিনা বেতনে দিবসে ও রাত্রিতে করে, অর্থাৎ স্বামি শ্বশুর শাশুড়ি ও স্বামির ভ্রাতৃবর্গ অমাত্যবর্গ এ সকলের রন্ধন পরিবেষণাদি আপন২ নিয়মিত কালে করে, যে হেতু হিন্দু বর্গের অন্য জাতি অপেক্ষা ভাই সকল ও অমাত্য সকল একত্র স্থিতি অধিক কাল করেন এই নিমিত্ত বিষয় ঘটিত ভ্রাতৃ বিরোধ ইহারদের মধ্যে অধিক হইয়া থাকে ; ঐ রন্ধনে ও পরিবেষণে যদি কোন অংশে ত্রুটি হয়, তবে তাহারদের স্বামী শাশুড়ি দেবর প্রভৃতি কি২ তিরস্কার না করেন ; এ সকলকে ও স্ত্রীলোকেরা ধর্ম্ম ভয়ে সহিষ্ণুতা করে, আর সকলের ভোজন হইলে ব্যঞ্জনাদি উদর পূরণের যোগ্য অথবা অযোগ্য যৎকিঞ্চিৎ অবশিষ্ট থাকে, তাহা সন্তোষ পূর্ব্বক আহার করিয়া কাল যাপন করে ; আর অনেক ব্রাহ্মণ কায়স্থ যাঁহারদের ধনবত্তা নাই, তাহারদের স্ত্রীলোক সকল গোসেবাদি কর্ম্ম করেন, এবং পাকাদির নিমিত্ত গোময়ের ঘসি স্বহস্তে দেন, বৈকালে পুষ্করণী অথবা নদী হইতে জলাহরণ করেন, রাত্রিতে শয্যাদি করা যাহা ভৃত্যের কর্ম্ম তাহাও করেন, মধ্যে২ কোনো কর্ম্মে কিঞ্চিৎ ত্রুটি হইলে তিরস্কার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, যদ্যপি কদাচিৎ

ঐ স্বামির ধনবত্তা হইল, তবে ঐ স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার-জ্ঞাতসারে এবং দৃষ্টি গোচরে প্রায় ব্যভিচার দোষে মগ্ন হয়, এবং মাসমধ্যে এক দিবসও তাহার সহিত আলাপ নাই, স্বামী দরিদ্র যে পর্য্যন্ত থাকেন, তাবৎ নানাপ্রকার কায়ক্লেশ পায়, আর দৈবাৎ ধনবান্ হইলে মানস দুঃখে কাতর হয়, এ সকল দুঃখ ও মনস্তাপ কেবল ধর্ম্মভয়েই তাহারা সহিষ্ণুতা করে, আর যাহার স্বামী দুই তিন স্ত্রীকে লইয়া গার্হস্থ্য করে, তাহারা দিবা রাত্রি মনস্তাপ ও কলহের ভাজন হয়, অথচ অনেকে ধর্ম্ম ভয়ে এ সকল ক্লেশ সহ্য করে; কখন এমত উপস্থিত হয়, যে এক স্ত্রীর পক্ষ হইয়া অন্য স্ত্রীকে সর্ব্বদা তাড়ন করে, এবং নীচলোক ও বিশিষ্ট লোকের মধ্যে যাহারা সৎসঙ্গ না পায়, তাহারা আপন স্ত্রীকে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পাইলে অথবা নিষ্কারণ কোন সন্দেহ তাহারদের প্রতি হইলে চোরের তাড়না তাহারদিগকে করে, অনেকেই ধর্ম্মভয়ে লোকভয়ে ক্ষমাপন্ন থাকে, যদ্যপিও কেহ তাদৃশ যন্ত্রণায় অসহিষ্ণু হইয়া পতির সহিত ভিন্ন রূপে থাকিবার নিমিত্ত গৃহ ত্যাগ করে, তবে রাজ দ্বারে পুরুষের প্রাবল্য নিমিত্ত পুনরায় প্রায় তাহারদিগকে সেই২ পতিহস্তে আসিতে হয়, পতি ও সেই পূর্ব্বজাতক্রোধের নিমিত্ত নানা ছলে অত্যন্ত ক্লেশ দেয়, কখন বা ছলে প্রাণ বধ করে; এ সকল প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, সুতরাং অপলাপ করিতে পারিবেন না, দুঃখ এই, যে এই পর্য্যন্ত অধীন ও নানা দুঃখে দুঃখিনী, তাহারদিগকে প্রত্যক্ষ দেখিয়াও কিঞ্চিৎ দয়া আপনকারদের উপস্থিত হয় না, যাহাতে বন্ধন পূর্ব্বক দাহ করাহইতে রক্ষা পায় ইতি সমাপ্ত। ১৭৪১ শক ১৬ অগ্রহায়ণ.—'সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ', ইং নবেম্বর ১৮১৯, পৃ. ৩১-৩৩।

শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্ব্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্ম্মের

সহিত বিপক্ষতাচরণ করেন না ও আপনার আপনার ধর্ম্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোছলমানকে ব্যক্ত রূপে তাঁহাদের ধর্ম্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খি্ষ্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দুর ও মোছলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দুর দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের ঔৎকর্ষ ও অন্যের ধর্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশায় কিম্বা অন্য কোনো কারণে খি্ষ্টান হয় তাহাদিগ্যে কর্ম্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক্য জন্মে। যদ্যপিও যিশুখি্ষ্টের শিষ্যেরা স্বধর্ম্ম সংস্থাপনের নিমিত্ত নানা দেশে আপন ধর্মের উৎকর্ষের উপদেশ করিয়াছেন কিন্তু ইহা জানা কর্ত্তব্য যে সে সকল দেশ তাঁহাদের অধিকারে ছিল না সেই রূপ মিশনরিরা ইংরেজের অনধিকারের রাজ্যে যেমন তুরকি ও পারসিয়া প্রভৃতি দেশে যাহা ইংলণ্ডের নিকট হয় এরূপ ধর্ম্ম উপদেশ ও পুস্তক প্রদান যদি করেন তবে ধর্ম্মার্থে নির্ভয় ও আপন আচার্য্যের যথার্থ অনুগামীরূপে প্রসিদ্ধ হইতে পারেন কিন্তু বাঙ্গালা দেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নাম মাত্রে লোক ভীত হয় তথায় এরূপ দুর্ব্বল ও দীন ও ভয়ার্ত্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্য করা কি ধর্ম্মত কি লোকত প্রশংসনীয় হয় না, যেহেতু বিজ্ঞ ও ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা দুর্ব্বলের মনঃপীড়াতে সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হয়েন…।—'ব্রাহ্মণ সেবধি,' ইং ১৮২১। (রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি, পৃ. ৪৫৫)

চতুর্থ প্রশ্ন অনেক বিশিষ্ট সন্তান যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত কুসংসর্গগ্রস্ত হইয়া লোক লজ্জা ধর্ম্মভয় পরিত্যাগ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন ইহার শাসন ব্যতিরেকে এই সকল দুষ্কর্ম্মের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হইতেছে…।০। উত্তর যৌবন ধন প্রভুত্ব অবিবেকতা প্রযুক্ত লজ্জা ও ধর্ম্ম ভয় পরিত্যাগ করিয়া যাঁহারা বৃথা কেশচ্ছেদন সুরাপান যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারা বিরুদ্ধকারী অতএব শাসনার্হ অবশ্য হয়েন সেইরূপ যাঁহাদের পিতা বিদ্যমান আছেন এ নিমিত্ত ধন ও প্রভুতা নাই কেবল যৌবন ও অবিবেকতা প্রযুক্ত ধর্ম্মকে তুচ্ছ করিয়া বৃথা কেশচ্ছেদ সুরাপান ও যবন্যাদি গমন করেন তাঁহারাও শাসনযোগ্য হয়েন অথবা কেশে অন্ত্যজ রচিত কলপের ছোপ প্রায় প্রত্যহ দেন ও সর্ব্বদা যাহা সুরাতুল্য হয় তাহার পান এবং স্বভৃত্য যবন স্ত্রী ও চণ্ডালিনীবেশ্যা ভোগ করেন সে ২ ব্যক্তিও বিরুদ্ধকারী ও শাসনার্হ হয়েন। যেহেতু পিতা অবিদ্যমানে ধন ও প্রভুত্ব এ দুই অধিক সহকারী হইলে তাঁহাদের কিপর্য্যন্ত অসৎ প্রবৃত্তির সম্ভাবনা না হইবেক?—'চারি প্রশ্নের উত্তর', ইং মে ১৮২২, পৃ. ২০-২১।

৯৯ পৃষ্ঠে ১৬ পংক্তিতে নিগূঢ় শাস্ত্রের অর্থ করেন যে "বহু বিজ্ঞজনের অগোচর যে শাস্ত্র তাহার নাম নিগূঢ় শাস্ত্র" পরে ১০০ পৃষ্ঠে ৪ পংক্তিতে কহেন "যে নিগূঢ় শাস্ত্রের অনুসারে অভক্ষ্য ভক্ষণ অপেয় পান ও অগম্যা গমন ইত্যাদি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন সে নিগূঢ় শাস্ত্রের নাম কি"

উত্তর, ধর্ম্মসংহারকের এই লক্ষণ দ্বারা সম্প্রতি জানা গেল যে চরিতামৃতই নিগূঢ় শাস্ত্র হয়েন যেহেতু পণ্ডিতলোক সমাগমে চরিতামৃতে ডোর পড়িয়া থাকে তাহার কারণ এই যে বহু বিজ্ঞ জনের বিদিত না হয়, ও পরন্তে অভক্ষ্য ভক্ষণাদি ও উপাসনায় অগম্যা গমন বর্ণন ওই চরিতামৃতে বিশেষরূপে আছে অতএব ওই লক্ষণ দ্বয়ো চরিতামৃত সুতরাং

নিগূঢ় শাস্ত্র হইলেন। গৌরাঙ্গ যাহার পরব্রহ্ম ও চৈতন্য চরিতামৃত যাহার শব্দ ব্রহ্ম তাঁহার সহিত শাস্ত্রীয় আলাপ যদ্যপিও কেবল বৃথাশ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল অনুকম্পাধীন এপর্য্যন্ত চেষ্টা করা যাইতেছে।

• • • •

ধর্ম্ম সংহারক ২২৪ পৃষ্ঠে ১১ পংক্তি অবধি নবীন এক প্রশ্ন করেন যে "এস্থানে শৈব বিবাহের ব্যবস্থাপক মহাশয়কে এই ব্যবস্থা জিজ্ঞাসা করি যে যাঁহারা জবনী গমনে ও বেশ্যা সেবনে সর্ব্বদা রত তাঁহারদের স্ত্রীও বিধবা তুল্যা, যদি তাহারা সপিণ্ডা না হয় তবে ঐ সকল স্ত্রীকে শৈব বিবাহ করা যায় কিনা" উত্তর, স্মৃতি ও তন্ত্র উভয় শাস্ত্রানুসারে স্বস্ত্রী বঞ্চক পুরুষ সর্ব্বথা পাপী হয়েন, কিন্তু ভর্ত্তা বর্ত্তমানে স্ত্রীর বৈধব্য, কি মহেশ্বর শাস্ত্রে কি স্মৃতিশাস্ত্রে লিখেন না, তবে ভর্ত্তা বিদ্যমানেও বৈধব্যের স্বীকার এবং তাহার সহিত অন্যের বিবাহের বিধি ধর্ম্মসংহারকের মতানুসারে তাঁহার ক্রোড়স্থই আছে, অর্থাৎ পাঁচশিকা গোসাঁইকে দিলেই স্বামী থাকিতেও পূর্ব্ব বিবাহের খণ্ডন হইয়া স্ত্রীর বৈধব্য হয়, আর পাঁচশিকা পুনরায় প্রদানের দ্বারা তাহার সহিত অন্যের বিবাহ পরে হইতে পারে, অতএব ধর্ম্মসংহারক এরূপ বৈধব্যের ও পুনরায় বিবাহের উপায় আপন করস্থ থাকিতে অন্যকে যে প্রশ্ন করেন সে বুঝি তাঁহার স্বমতের প্রবলতার নিমিত্ত হইবেক।—'পথ্যপ্রদান', ইং ১৮২৩, পৃ. ১৩৫-৩৬, ২৫৯-৬০।

সকল প্রাণির মধ্যে মনুষ্যের এক বিশেষ স্বভাব সিদ্ধ ধর্ম্ম হয়, যে অনেকে পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া একত্র বাস করেন। পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া এক নগরে অথবা এক গৃহে বাস করিতে হইলে সুতরাং পরস্পারের অভিপ্রায়কে জানিবার এবং জানাইবার আবশ্যক হয়। মনুষ্যের অভিপ্রায় নানাবিধ হইয়াছে, এবং কণ্ঠ তালু ওষ্ঠ ইত্যাদির অভিঘাতে নানা প্রকার শব্দ জন্মিতে পারে; এনিমিত্তে এক ২ অভিপ্রেত বস্তুর বোধ জন্মাইবার

নিমিত্তে এক ২ বিশেষ শব্দকে দেশ ভেদে নিরূপিত করিয়াছেন। যেমন ভিন্ন ২ বৃক্ষ সকলের বোধের নিমিত্তে আম্র, জাম, কাঁঠাল, ইত্যাদি ভিন্ন ২ ধ্বনিকে গৌড় দেশে নিরূপণ করেন্, সেই রূপ ভিন্ন ২ ব্যক্তি সকলের উদ্বোধের নিমিত্তে রামচন্দ্র, রামহরি, রামকমল, ইত্যাদি নাম স্থির করিতেছেন; সেই ২ ধ্বনিকে শব্দ ও পদ কহেন, এবং সেই ২ ধ্বনিহইতে যাহা বোধগম্য হয় তাহাকে অর্থ ও পদার্থ কহিয়া থাকেন।—'গৌড়ীয় ব্যাকরণ,' ইং ১৮৩৩, পৃ. ১।

গ্রন্থাবলী

রামমোহন রায় যে-সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সেইগুলির মূল সংস্করণ বর্ত্তমানে অপ্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এই কারণে প্রথম সংস্করণের প্রকাশকাল-সমেত তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটি পূর্ণাঙ্গ ও সঠিক তালিকা সংকলন করা যতই আপাত সহজসাধ্য বোধ হউক না কেন, কার্য্যতঃ তাহা অত্যন্ত দুরূহ। নানা অসুবিধা সত্ত্বেও আমরা একটি নির্ভরযোগ্য গ্রন্থপঞ্জী সংকলন করিয়া দিলাম।

রামমোহনের অধিকাংশ পুস্তকেই গ্রন্থকার-হিসাবে তাঁহার নাম ছিল না; কতকগুলি আবার অপরের নামে বা ছদ্ম নামে প্রকাশিত হয়। তবে এইগুলি যে তাঁহারই রচনা, সে-বিষয়ে সমসাময়িক সাক্ষ্য আছে। কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০) দ্বিতীয় পরিশিষ্টে দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর যে তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে অনেকগুলি পুস্তকের গ্রন্থকার-হিসাবে রামমোহনের নামের স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে রামমোহনের ইংরেজী গ্রন্থাবলীর ১ম খণ্ডের ভূমিকায় সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ যে আলোচনা করিয়াছেন (pp. xvii-xviii), তাহাও দ্রষ্টব্য।

আর্বী-ফার্সী

১। তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন। ইং ১৮০৩-৪।

এই পুস্তিকার ভূমিকাটি কেবল আর্বীতে রচিত। ঢাকা গবর্মেণ্ট মাদ্রাসার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মৌলবী ওবেদুল্লা (Obaidullah El Obeide) ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম ইহা *Tuhfat-ul-Muwahhidin*, or, *A Gift to Deists* নামে ইংরেজীতে অনুবাদ করেন। তাহার পর আরও কেহ কেহ করিয়াছেন।*

'তুহ্‌ফাৎ' সম্পর্কে একটি কথা বলিবার আছে। রামমোহন এই পুস্তকের শেষে লেখেন :

> "এই সকল বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা আমি 'মনাজিরাৎ-উল্‌-আদিয়ান্‌' বা 'নানা ধর্ম্মের বিচার' নামে আমার আর একখানি পুস্তকে করিব।"

ইহা হইতে অনেকে ধরিয়া লইয়াছেন যে, রামমোহন এই পুস্তকখানিও প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহা ঠিক বলিয়া মনে হয় না। রামমোহন হয়ত 'তুহ্‌ফাৎ' লিখিবার সময়ে আর একটি পুস্তক লিখিবেন সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এমন কি, অংশ-বিশেষ রচনাও করিয়াছিলেন। কিন্তু এ-পুস্তক কখনও প্রকাশিত হয় নাই সিদ্ধান্ত করাই সঙ্গত। কেহ এ-পর্য্যন্ত 'মনাজিরাৎ'-এর এক খণ্ড আবিষ্কার করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া পর-জীবনে রামমোহন তাঁহার দ্বারা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে আর্বী বা ফার্সী ভাষায় লিখিত একখানি মাত্র পুস্তকেরই উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ছদ্ম নামে *An Appeal to the*

* বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে 'তুহ্‌ফাৎ'-সংক্রান্ত একখানি পুস্তিকা আছে; ইহা রামমোহনের রচিত হওয়া বিচিত্র নহে। পুস্তিকাখানি এই—

> ***Javaj-i-tuhfat ul Muvahhidin.*** **An anonymous defence of Rammohun Roy's "Tuhfat..." against the attacks of the Zoroastrians. Calcutta [1820 ?]**

Christian Public নামে একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন; উহাতে তিনি লেখেন :—

> "রামমোহন রায়···ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিলেও অতি অল্প বয়সে পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করেন এবং সেই সময়ে আর্বী ও ফার্সী ভাষায় একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করেন।"

'তুহ্ ফাৎ' ভিন্ন তাঁহার রচিত অন্য কোন আর্বী ও ফার্সী পুস্তক থাকিলে তিনি একাধিক গ্রন্থের নাম করিতেন।

বাংলা ও সংস্কৃত

এই তালিকায় প্রকাশকাল-সমেত প্রথম সংস্করণের পুস্তকেরই উল্লেখ করা হইয়াছে। অধিকাংশ পুস্তকেরই মূল সংস্করণ দেখিয়াছি, কিন্তু দু-একখানি ছাড়া কোনখানিরই আখ্যাপত্র নাই। আদৌ ছিল কি না সন্দেহ। এরূপ ক্ষেত্রে প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে পুস্তকগুলির যে নাম ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাই গ্রহণ করিয়াছি।

১। **বেদান্ত গ্রন্থ**। ইং ১৮১৫। পৃ. ১৭+১৬৬।

> **The Bengalee Translation of the Vedant, or Resolution of all the Veds; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology, establishing the unity of the Supreme Being, and that He is the only object of worship. Together with a Preface, By the Translator. Calcutta: From the Press of Ferris and Co. 1815.**

রামমোহন 'বেদান্ত গ্রন্থ' হিন্দুস্থানীতে অনুবাদ করিয়া বিনামূল্যে বিতরণ করিয়াছিলেন—ইহার উল্লেখ *Translation of an Abridgment of the Vedant* পুস্তকের ভূমিকায় আছে।

২। **বেদান্তসার।** ইং ১৮১৫ *। পৃ. ২২।

ইহারও হিন্দুস্থানী অনুবাদ রামমোহন প্রচার করিয়াছিলেন।

৩। **তলবকার উপনিষৎ** (কেনোপনিষৎ)। ইং জুন ১৮১৬। পৃ. ১৭।

৪। **ঈশোপনিষৎ।** ইং জুলাই ১৮১৬। পৃ. ২০+৪+১৩।

৫। **উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশের সহিত বিচার।** ইং ১৮১৬-১৭।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০) ২য় পরিশিষ্টে দেশীয় ছাপাখানায় মুদ্রিত পুস্তকাবলীর যে তালিকা আছে, তাহাতে উৎসবানন্দ ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার-সম্পর্কীয় সংস্কৃত ভাষায় রচিত এই তিনখানি পুস্তিকার উল্লেখ পাওয়া যায়:—

SANSKRIT

Reply to the observations of Ootsobanund Bhuttacharjya....Rammohun Roy...Lulloo Jee		[Sunscrit Press]
Answer of the said Ootsobanund to the above...Ootsobanund Bhuttacharjya		Ditto
Rejoinder to the above answer of the said Bhuttacharjya... Rammohun Roy		Ditto

* সকলেই ইহার প্রকাশকাল "১৮১৬" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া আসিতেছেন। রামমোহনের *Translation of an Abridgment of the Vedant* ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে প্রকাশিত হয় (১ ফেব্রুয়ারি ১৮১৬ তারিখে *The Government Gazette* পত্রে ইহার সমালোচনা দ্রষ্টব্য)। 'বেদান্তসার' যে ইহার পূর্ব্বেই বাংলায় রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ এই ইংরেজী পুস্তিকার ভূমিকায় আছে। সুতরাং 'বেদান্তসারে'র প্রকাশকাল "১৮১৫" ধরাই সঙ্গত হইবে।

রামমোহনের ইহাই প্রথম শাস্ত্রীয় বিচার। ইহা ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে হইয়াছিল। শ্রীরামপুর কলেজে বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত এই বিচারপুস্তকগুলি আছে (N.80.3.090)।

৬। **ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার***। ইং মে ১৮১৭ (১৩ জ্যৈষ্ঠ, ১৭৩৯ শক)। পৃ. ৩+৬৪।

এই পুস্তকের ভূমিকাটি (পৃ. ১-৩) রামমোহনের কোন বাংলা গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হয় নাই। আমরা উহা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম :—

। ভূমিকা ।

ওঁতৎসৎ। মহামহোপাধ্যায় ভট্টাচার্য্যের বেদান্তচন্দ্রিকা লিখিবাতে এবং তাঁহার অনুগতদিগের ঐ গ্রন্থ বিখ্যাত করাতে অন্তঃকরণে যথেষ্ট হর্ষ জন্মিয়াছে যে এইরূপ শাস্ত্রার্থের অনুশীলনের দ্বারা সকলশাস্ত্র প্রসিদ্ধ যে পথ তাহা সর্ব্ব সাধারণ প্রকাশ হইতে পারিবেক এবং কোন পক্ষে ভ্রম আর প্রতারণা ও স্বার্থপরতা আছে তাহাও বিদিত হইতে পারে এবং ইহাও একপ্রকার নিশ্চয় হইতেছে যে ভট্টাচার্য্য একবার প্রবর্ত্ত হইয়া পুনরায় নিবর্ত্ত হইবেন না অতএব দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকার উদয়ের প্রতীক্ষাতে আমরা রহিলাম। কিন্তু তিন প্রকারে অন্তঃকরণে খেদ জন্মে প্রথম এই যে সংস্কৃত ত্যাগ করিয়া ভাষাতে বেদান্তের মত এবং উপনিষদাদির বিবরণ করিবার তাৎপর্য্য এই যে সর্ব্বসাধারণ লোক ইহার অর্থবোধ করিতে পারেন কিন্তু প্রগাঢ়২ সংস্কৃত শব্দসকল ইচ্ছাপূর্ব্বক দিয়া গ্রন্থকে দুর্গম করা কেবল লোককে তাহার অর্থহইতে বঞ্চনা এবং তাৎপর্য্যের অন্যথা করা হয় অতএব প্রার্থনা এই যে দ্বিতীয় বেদান্ত-চন্দ্রিকাকে প্রথম বেদান্তচন্দ্রিকা হইতে সুগম ভাষাতে যেন ভট্টাচার্য্য

* ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রকাশিত, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র উত্তরে এই বিচারপুস্তক লিখিত। 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী'তে 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

লিখেন যাহাতে লোকের অনায়াসে বোধগম্য হয়। দ্বিতীয়। বেদান্ত-চন্দ্রিকা সাতষষ্টিপৃষ্ঠ তাহাতে অভিপ্রায় করি যে বেদান্তের আট নয় সূত্রের অধিক নাই আর বেদের দুই তিন প্রমাণ লিখিয়া থাকিবেন অধিকন্তু এই সকল সূত্র কোন অধ্যায়ের কোন পাদের হয় আর ঐ শ্রুতি কোন উপনিষদের অথবা কোন ভাষ্যে ধৃত হয় তাহা লিখেন না এবং বেদান্ত-চন্দ্রিকার মঙ্গলাচরণীয় প্রভৃতি শ্লোকসকল কোন গ্রন্থের হয় তাহা প্রায় লিখেন না অতএব নিবেদন দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যে সূত্র এবং শ্রুতি আর স্মৃত্যাদির প্রমাণ ভট্টাচার্য্য লিখিবেন তাহার বিশেষরূপে নিদর্শন যেন লিখেন। তৃতীয়। বেদান্তচন্দ্রিকার প্রথমে লিখেন যে এগ্রন্থ কাহার ভাষা বিবরণের উত্তর দিবার জন্যে লেখা যাইতেছে এমৎ নহে অথচ প্রথমঅবধি শেষ পর্য্যন্ত হে অগ্রাহ্যনামরূপ অমুকেরা ইত্যাদি উক্তির দ্বারা কেবল আমাদিগ্যেই শ্লেষ করিয়াছেন এবং স্থানে২ যাহা আমরা কদাপি কোনো গ্রন্থে লিখি নাই এবং স্বীকার করি নাই তাহা আমাদের মত হয় এমৎ জানাইয়াছেন অতএব তৃতীয় প্রার্থনা এই যে শাস্ত্রার্থের অনুশীলনে সত্যকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাতে যদি আমাদের লিখিত মতকে ভট্টাচার্য্য দূষিতে ইচ্ছা করেন তবে তাহার পৃষ্ঠ এবং পংক্তির নির্দ্দেশ পূর্ব্বক লিখিয়া যেন দোষ দেন তাহা হইলে বিজ্ঞলোক দোষাদোষ অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন। ভট্টাচার্য্য শাস্ত্রালাপে দুর্ব্বাক্য না কহেন এ প্রার্থনা বৃথা করি যেহেতু অভ্যাসের অন্যথা প্রায় হয় না যদি ভট্টাচার্য্য কৃপা পূর্ব্বক দ্বিতীয় বেদান্তচন্দ্রিকাকে পূর্ব্বের ন্যায় দুর্ব্বাক্যে পরিপূর্ণ না করেন তবে যথেষ্ট শ্লাঘা করিয়া মানিব ইতি।

৭। **কঠোপনিষৎ।** ইং আগস্ট ১৮১৭। পৃ. ৫৭।

৮। **মাণ্ডুক্যোপনিষৎ।** ইং অক্টোবর ১৮১৭। পৃ. ২৩+১৯।

৯। **গোস্বামীর সহিত বিচার।** ইং জুন ১৮১৮। পৃ. ৫০।

ইহা "ভগবদ্গৌরাঙ্গপরায়ণ গোস্বামিজী পরিপূর্ণ ১১ পত্রে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন তাহার উত্তর"।

কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (ইং ১৮১৯-২০) সহিত যে পুস্তক-তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার বাংলা-বিভাগে রামমোহনের একখানি পুস্তিকার এইরূপ উল্লেখ পাইতেছি :—

Reply to a MS. of Ram-gopala Sormono.

ইহা 'গোস্বামীর সহিত বিচার' হওয়া অসম্ভব নহে।

১০। **সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক ও নিবর্ত্তকের সম্বাদ।** ইং নবেম্বর ১৮১৮। পৃ. ২২।

এই পুস্তিকার শেষে কোন প্রকাশকাল দেওয়া নাই। ইহা যে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর-ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, ২৬ ডিসেম্বর ১৮১৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

> "সহমরণ।—কলিকাতার শ্রীযুত রামমোহন রায় সহমরণের বিষয়ে এক কেতাব করিয়া সর্ব্বত্র প্রকাশ করিয়াছে। তাহাতে অনেক লিখিয়াছে কিন্তু মূল এই লিখিয়াছে যে সহমরণের বিষয় যথার্থ বিচার করিলে শাস্ত্রে কিছু পাওয়া যায় না।"

১১। **গায়ত্রীর অর্থ।** ইং ১৮১৮ (শকাব্দা ১৭৪০)।

১২। **মুণ্ডকোপনিষৎ।** ইং মার্চ ১৮১৯।

এই পুস্তকের শেষে প্রকাশকাল দেওয়া নাই। সকলেই ইহার প্রকাশকাল "১৮১৭" খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা যে ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে প্রকাশিত হয়, ২৭ মার্চ ১৮১৯ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' প্রকাশিত নিম্নাংশ হইতে তাহা জানা যাইবে :—

"নূতন পুস্তক।—শ্রীযুত রামমোহন রায় অথর্ব্ব বেদের মণ্ডুকোপনিষদ ও শঙ্করাচার্য্য কৃত তাহার টীকা বাঙ্গালা ভাষাতে তর্জ্জমা করিয়া ছাপাইয়াছেন।"

পাদরি লংও তাঁহার মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকের তালিকায় লিখিয়াছেন,—"*Mundak Upanishad*, by R. Ray, 1819."

রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'র ৮০৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, মণ্ডুকোনিষৎ "মাণ্ডুক্যোপনিষদের পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার ভূমিকাতে এমন উল্লেখ আছে।" কিন্তু মাণ্ডুক্যোপনিষদের ভূমিকায় এরূপ কোন উল্লেখ নাই।

রাজনারায়ণ বসু ও বেদান্তবাগীশ 'রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি'তে যে মূল পুস্তকের সাহায্যে মুণ্ডকোপনিষৎ পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহার একটি স্থল খণ্ডিত। গ্রন্থাবলীর ৫৮৭ পৃষ্ঠার শেষে এই অংশ বসিবে :—

> ব্রহ্ম তেঁহই সত্য ইহা পূর্ব্বকালে অঙ্গিরাঋষি আপন শিষ্য শৌনককে কহিয়াছেন আর ব্রহ্মোপাসনার অনুষ্ঠান যাহারা না করিয়া থাকেন তাঁহারা এ উপনিষদের পাঠ করিবেন না। ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রতি নমস্কার পুনরায় তাঁহাদের প্রতি নমস্কার দুইবার কথনের তাৎপর্য্য এই যে মুণ্ডকোপনিষদের সমাপ্ত হইল॥
>
> ইতি মণ্ডুকোপনিষৎ সমাপ্তা॥

১৩। সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ *।

ইং নবেম্বর ১৮১৯। পৃ. ৩৩।

* কাশীচাঁদ বসুর আদেশে কাশীনাথ তর্কবাগীশ 'বিধায়ক নিষেধকের সম্বাদ' (আগষ্ট ১৮১৯, পৃ. ২৮) ইংরেজী অনুবাদ-সহ প্রকাশ করেন। ইহারই উত্তরে রামমোহন উপরিলিখিত পুস্তকখানি প্রচার করিয়াছিলেন।

Second Conference between An Advocate and an Opponent of the practice of Burning Widows Alive. সহমরণ বিষয়ে প্রবর্ত্তক নিবর্ত্তকের দ্বিতীয় সম্বাদ. Calcutta, Printed at the Mission Press, 1819.

১৪। **কবিতাকারের সহিত বিচার।** ইং ১৮২০। পৃ. ২৩+৪৯।

"ঈশোপনিষৎ প্রভৃতির ভূমিকায় আমরা যাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি তাহার উল্লেখমাত্র না করিয়া কবিতাকার উত্তর দিবার ছলে নানাপ্রকার কদূক্তি ও ব্যঙ্গ আমাদের প্রতি করিয়া এক পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন...তাহার মধ্যে২ দেবতা বিষয়ের শ্লোক এই দুইকে একত্র করিয়া ঐ পুস্তককে প্রত্যুত্তর শব্দে বিখ্যাত করিয়াছেন...।"

১৫। **সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার।** ইং ১৮২০। পৃ. ১৬।

ইহা দেবনাগর অক্ষরে সংস্কৃত ও হিন্দী ভাষায়, এবং বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় মুদ্রিত। শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরিতে ইহার এক খণ্ড আছে। ইহার ইংরেজী অনুবাদও *Apology for the Pursuit of Final Beatitude, independently of Brahmunical Observances* নামে মুদ্রিত হইয়াছিল।

● ● ●

এই সময় সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত সুব্রা শাস্ত্রীর সহিত রামমোহনের শাস্ত্রীয় বিচার হয়। বাংলা ও সংস্কৃতে রচিত রামমোহনের এই বিচার-পুস্তকখানির উল্লেখ কলিকাতা-স্কুলবুক-সোসাইটির তৃতীয় বার্ষিক বিবরণের (১৮১৯-২০) পরিশিষ্টে মুদ্রিত পুস্তকাবলীর তালিকায় আছে। এই তালিকার বাংলা এবং সংস্কৃত বিভাগে প্রকাশ :—

Reply to the Observations
of Sobha-sastree...Rammohun Roy...Baptist Mission Press.

সুবা শাস্ত্রী ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী উভয়েই সদর দেওয়ানী আদালতের পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা স্বতন্ত্র ব্যক্তি।

১৬। **ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ**। ইং ১৮২১।

এই সাময়িক পুস্তকের তিন সংখ্যা ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। এগুলির এক পৃষ্ঠায় বাংলা ও অপর পৃষ্ঠায় তাহার ইংরেজী অনুবাদ (*The Brahmunical Magazine. The Missionary and the Brahmun*) থাকত। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে প্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা *The Brahmunical Magazine* কেবল ইংরেজীতে মুদ্রিত।

১৭। **চারি প্রশ্নের উত্তর**। ইং মে ১৮২২। পৃ. ২৬।

২৫ চৈত্র ১২২৮ তারিখের 'সমাচার দর্পণে' ধর্ম্মসংস্থাপনাকাঙ্ক্ষী চারিটি প্রশ্ন করেন ('সংবাদপত্রে সেকালের কথা', ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ, পৃ. ৩২৬-২৮ দ্রষ্টব্য)। এই প্রশ্নচতুষ্টয়ের উত্তর আলোচ্য পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে।

১৮। **প্রার্থনাপত্র**। ইং মার্চ ১৮২৩। পৃ. ৪।

ইহার ইংরেজী ও বাংলা অংশ একত্র প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নামে প্রকাশিত হয়।

১৯। **পাদরি ও শিষ্য সংবাদ**। ইং ১৮২৩।

ইহার ইংরেজী অংশ ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে প্রকাশিত হইয়াছিল; বাংলা অংশও ঐ সময়ে প্রকাশিত হইয়া থাকিবে।

২০। **গুরুপাদুকা**। ইং ১৮২৩। পৃ. ৬।

পাদরি লঙের মুদ্রিত-বাংলা-পুস্তকের তালিকায় প্রকাশ:—

> *Guru Paduka*, by R. Ray, pp. 6, 1823, reply to the Chandrika's defence of idolatry.

এই পুস্তকার ভূমিকাটি এইরূপ :—

১৭ই আষাঢ় ৭০ সংখ্যার সমাচারচন্দ্রিকা সম্বলিত শ্রীমদ্ধর্ম্ম-সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষির প্রিয় পোষ্যস্য কস্যচিৎ ক্ষুদ্র শিষ্যস্য ইতি স্বাক্ষরিত জ্ঞানাঞ্জন শলাকা নামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছিল যদ্যপি বিশেষ বিবেচনা করিলে সে দুর্ব্বাক্যের উত্তর দিবার প্রয়োজনাভাব কিন্তু গত চন্দ্রিকায় তদুত্তর প্রার্থনায় শ্রীগৌরাঙ্গ দাস এক পত্র প্রকাশ করিয়াছেন সুতরাং তাহার এবং তৎসংসর্গিদের কৃতার্থের নিমিত্ত গুরুপাদুকা নামিকা এই পত্রিকা প্রদান করিতেছি ইহাতে যদি জ্ঞান না জন্মে তবে চেষ্টান্তর করিতে হইবেক।—'ছোট গল্প', ২য় বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, পৃ. ১১৭৯।

২১। **পথ্যপ্রদান***। ইং ডিসেম্বর ১৮২৩। পৃ ২৬১।

পথ্য প্রদান সম্যগনুষ্ঠানাক্ষমত্বজন্যমনস্তাপবিশিষ্ট কর্ত্তৃক কলিকাতা সংস্কৃত মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। শকাব্দা ১৭৪৫ MEDICINE for the sick offered By One who laments his inability to perform all righteousness. Calcutta, printed at the Sungscrit Press 1823

২২। **ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের লক্ষণ**। ইং ১৮২৬ (শকাব্দা ১৭৪৮)।

২৩। **কায়স্থের সহিত মদ্যপান বিষয়ক বিচার**। ইং ১৮২৬ (শকাব্দা ১৭৪৮)।

২৪। **বজ্রসূচী**। (১ম নির্ণয়)। ইং ১৮২৭ (শকাব্দা ১৭৪৯)।

২৫। **গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং**। ইং ১৮২৭।

এই পুস্তিকার ইংরেজী অনুবাদ ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল।

* এই পুস্তকখানি উমানন্দন (বা নন্দলাল) ঠাকুরের নির্দ্দেশে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন-রচিত 'পাষণ্ডপীড়নে'র উত্তরে লিখিত। "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র ৮ম গ্রন্থরূপে 'পাষণ্ডপীড়ন' পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

২৬। **ব্রহ্মোপাসনা**। ইং ১৮২৮।

২৭। **ব্রহ্মসঙ্গীত**। ইং ১৮২৮।*

২৮। **অনুষ্ঠান**। ইং ১৮২৯। পৃ. ৬+৪।

অনুষ্ঠান। শকাব্দাঃ ১৭৫১।

২৯। **সহমরণ বিষয়**। ইং ১৮২৯ (শকাব্দাঃ ১৭৫১) পৃ. ১১।

৩০। **গৌড়ীয় ব্যাকরণ**। ইং ১৮৩৩। পৃ. ২৭।

Grammar of the Bengali Language. গৌড়ীয় ব্যাকরণ ভভাষা বিরচিত শ্রীযুত রাজা রামমোহন রায়দ্বারা পাণ্ডু লিপি ও কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটিদ্বারা এবং তন্মুদ্রাযন্ত্রে মুদ্রিত হয়। ১৮৩৩। Calcutta : Printed at the School-Book Society's Press : and sold at its Depository, Circular Road. 1833.

* * *

ইহা ছাড়া নিম্নলিখিত পুস্তিকা দুইখানি রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে, কিন্তু এগুলির প্রকাশকাল জানা যায় নাই :—

ক্ষুদ্রপত্রী। (বিতরণার্থ মুদ্রিত)

আত্মানাত্মবিবেক (বঙ্গানুবাদ সহ)

রামমোহন ভগবদ্গীতা পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' সমালোচনা-প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

৬। শ্রীমদ্ভাগবতীয় একাদশ স্কন্ধের মূল ও শ্রীযুত সনাতন চক্রবর্ত্তি কৃত তাহার বাঙ্গালি অর্থ। শ্রীলালচাঁদ বিশ্বাস কর্ত্তৃক প্রকাশিত। এই পুস্তকের সমস্ত মুদ্রিতাবস্থায় দেখিতে আমাদিগের বিশেষ বাসনা আছে,

* যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ-সম্পাদিত রামমোহন রায়ের ইংরেজী-গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় (i. xx) রামমোহনের রচনাবলীর যে তালিকা আছে, তাহা হইতে ২৫-২৭ সংখ্যক পুস্তিকার প্রকাশকাল গৃহীত।

যেহেতু সংস্কৃত মূলের অর্থ বাঙ্গালি পদ্যে ইহাতে অতিসুচারু রূপে রক্ষা পাইয়াছে ; বোধ হয়, শ্রীযুক্ত রাজা রামমোহন রায়কর্ত্তৃক ভগবদ্গীতার অনুবাদ ভিন্ন অন্য কোন বাঙ্গালি পদ্যগ্রন্থে তদ্রূপ হয় নাই। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ', আষাঢ় ১৭৮০ শক, পৃ. ৭২।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'সহমরণ বিষয়' পুস্তকে রামমোহন লিখিয়াছেন—

সহমরণাদি রূপ কাম্য কর্ম্মের নিন্দা ও নিষেধের ভূরি প্রমাণ গীতাদি শাস্ত্রে দেদীপ্যমান রহিয়াছে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আমাদের প্রকাশিত ভগবদ্গীতার কতিপয় শ্লোকে ব্যক্ত আছে,...।—গ্রন্থাবলি, পৃ. ২১৭।

আমরা রামমোহন-কৃত গীতার পদ্যানুবাদ দেখি নাই। তবে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-কৃত 'ভগবদ্গীতা'র পদ্যানুবাদ দেখিয়াছি ; বৈকুণ্ঠনাথ রামমোহন-প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভার "নির্ব্বাহক" ছিলেন। "কোন পণ্ডিতের সহকারাবলম্বনে" তিনি 'ভগবদ্গীতা' অনুবাদ করেন। এই অনুবাদ রামমোহন রায়ের বেনামী রচনা কি না, বলিবার উপায় নাই।

এই তালিকায় রামমোহন কর্ত্তৃক "প্রকাশিত" অথচ প্রণীত নহে, এমন কতকগুলি পুস্তকের নাম বাদ দেওয়া হইয়াছে। যথা,—১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'শারীরক মীমাংসা' (পৃ. ৩৭৭), এবং ঈশ, কেন, কঠ, মুণ্ডক, প্রভৃতি কয়েকখানি উপনিষদের মূল ও ভাষ্য। 'কুলার্ণব' সম্বন্ধেও ঐ কথাই প্রযোজ্য। 'কুলার্ণব' রামমোহন-গ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে বটে, কিন্তু উহা বোধ হয় হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কলিকাতায় অবস্থানকালে ১৮১৬-১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশ করিয়াছিলেন।*

* ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কাশীতে হরিহরানন্দের মৃত্যু হইলে, পরবর্ত্তী ১১ ফেব্রুয়ারি তারিখে 'সমাচার দর্পণ' যাহা লেখেন, তাহার এক স্থলে আছে :—"প্রায় দ্বাদশ বৎসর হইবেক একবার কলিকাতা নগরে আগমন করিয়াছিলেন তৎকালে কুলার্ণবনামে এক গ্রন্থ তাঁহার দ্বারা প্রকাশিত হয়।"

রাজা রামমোহন রায়-প্রণীত গ্রন্থাবলি। ইং ১৮৮০। পৃ. ৮১৪।

ইহা রাজনারায়ণ বসু ও আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও পুনঃ-প্রকাশিত। ইহাই রামমোহনের বাংলা-গ্রন্থাবলীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য সংস্করণ।

ইহার পূর্ব্বে, ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তেলিনীপাড়ার জমিদার অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় রামমোহনের বাংলা গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।* তাহার পর তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক রামমোহনের ইংরেজী-বাংলা অধিকাংশ গ্রন্থেরই সারাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইংরেজী

রামমোহন রায়ের অনেকগুলি ইংরেজী রচনাও অপরের নামে বা ছদ্ম নামে প্রকাশিত হয়। তাঁহার সকল ইংরেজী পুস্তকের মূল সংস্করণ দেখিবার সুবিধা হয় নাই।

বিলাতে অবস্থানকালে তিনি অনেকগুলি ইংরেজী পুস্তক পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের তালিকা প্রধানতঃ মেরী কার্পেণ্টারের *Last Days in England*...পুস্তকের পরিশিষ্টে প্রদত্ত তালিকা অবলম্বনে সঙ্কলিত। বিলাতে তিনি কয়েকখানি নূতন পুস্তিকাও প্রচার করিয়াছিলেন।

* "It affords us great pleasure to be able to announce that Baboo Annodapersaud Bonerjee, a distinguished Patron of native education has published at his own expence the whole of the Bengallee writings of the late RAJA RAMMOHUN ROY, for the purpose of disseminating generally the enlightened views of that Indian philosopher in respect to theology and the Hindoo Shasters."—*The Calcutta Courier* for January 6, 1840.

এই তালিকায় রামমোহনের এমন কতকগুলি রচনার নাম পাওয়া যাইবে, যেগুলি নবাবিষ্কৃত এবং প্রচলিত গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই।

কলিকাতা হইতে প্রকাশিত :—

1. **Translation of an abridgment of the Vedant, or Resolution of all the Veds; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology; establishing the unity of the Supreme Being; and that He alone is the object of propitiation and worship. By Rammohun Roy. Calcutta 1816. 3+14 pp.**

ইহার ভূমিকার এক স্থলে আছে :—

And, although men of uncultivated minds, and even some learned individuals, (but in this one point blinded by prejudice,) readily choose, as the object of their adoration, any thing which they can always see, and which they pretend to feed; the absurdity of such conduct is not, thereby, in the least degree diminished.

এই pretend to feed কথাগুলি প্রচলিত সকল রামমোহন-গ্রন্থাবলীতেই pretend to *feel* ছাপা হইয়া আসিতেছে।

রামমোহনের এই পুস্তিকাখানি পর-বৎসর জর্মান ভাষায় Auflosung des Wedant নামে (Jena, 1817) প্রকাশিত হয়। এই বৎসরেই আবার ইহা (কেনোপনিষদের ইংরেজী অনুবাদ-সমেত) বিলাত হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল।

2. **Translation of the Cena Upanishad one of the chapters of the Sama Veda; according to the gloss of the celebrated Shancaracharya: establishing the unity and the sole omnipotence of the Supreme Being: and that He Alone is the object of worship. By Rammohun Roy. Calcutta: Printed by Philip Pereira, at the Hindoostanee Press. 1816. vii+11 pp.**

3. **Translation of the Ishopanishad, one of the chapters of the Yajur Veda: according to the commentary of the celebrated Shankar-Acharya; establishing the unity and incomprehensibility of the**

Supreme Being; and that His worship alone can lead to eternal beatitude. By Rammohun Roy. Calcutta: Printed by Philip Pereira, at the Hindoostanee Press. 1816. xxii+8 pp.

4. A Defence of Hindoo Theism in reply to the attack of an advocate for Idolatry, at Madras. By Ram Mohun Roy. Calcutta. 1817. 29 pp.

5. A Second Defence of the Monotheistical System of the Veds, in reply to an apology for the present state of Hindoo Worship. By Rammohun Roy. Printed at Calcutta. 1817. 58 pp.*

6. Counter-Petition of the Hindu Inhabitants of Calcutta against Suttee. August (?) 1818.

১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (পৃ. ১৫-১৭) ইহা মুদ্রিত হইয়াছে। এটিকেও কেহ কেহ রামমোহনের রচনা বলিয়া মনে করেন।

7. Translation of a Conference between an advocate for, and an opponent of, the practice of burning widows alive; from the original Bungla. Calcutta: 1818.

8. Translation of the Moonduk Opunishad of the Uthurvu-Ved, according to the gloss of the celebrated Shunkuracharyu. Calcutta: D. Lankheet, Times Press, 1819, 25 pp.

২৫ মার্চ ১৮১৯ তারিখের Supplement to *Government Gazette* পত্রে ইহার সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে।

9. Translation of the Kut'h-Opunishud of the Ujoor-Ved, according to the gloss of the celebrated Sunkuracharyu. Calcutta, 1819. 40 pp.

10. An Apology for the Pursuit of Final Beatitude, independently of Brahmunical Observances. By Ram Mohun Roy Calcutta Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road 1280. 4 pp.

* ইহা ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের *An Apology for the present system of Hindoo Worship* পুস্তকের উত্তরে রচিত। মৃত্যুঞ্জয়ের ইংরেজী পুস্তকখানি ১৩৪৬ সালে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী'তে স্থান পাইয়াছে।

ইহার আখ্যা-পত্রে প্রকাশকালটি ইং ১৮২০ স্থলে ভ্রমক্রমে "1280" ছাপা হইয়াছে।

11. A Second Conference between an advocate and an opponent of, the practice of burning widows alive. Translated from the original Bengalee. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press,—Circular Road. 1820,

12. The Precepts of Jesus, the Guide to Peace and Happiness; extracted from the Books of the New Testament, ascribed to the four Evangelists. With translations into Sungscrit and Bengalee. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road. 1820. iv+82 pp.

এই পুস্তকের আখ্যা-পত্রে সংস্কৃত ও বাংলা অনুবাদের কথা আছে, কিন্তু তাহা আর মুদ্রিত হয় নাই। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রাখালদাস হালদার এই পুস্তকের বঙ্গানুবাদ 'যীশুপ্রণীত হিতোপদেশ' নামে প্রকাশ করেন।

13. An Appeal to the Christian Public in Defence of the "Precepts of Jesus," by A Friend to Truth. Printed at Calcutta : 1820. 20 pp.

14. Second Appeal to the Christian Public, in defence of the "Precepts of Jesus." By Rammohun Roy. Calcutta : Printed at the Baptist Mission Press, Circular Road. 1821. 178 pp.

১ আগষ্ট ১৮২১ তারিখে 'ক্যালকাটা জর্ণালে' ইহা সমালোচিত হয়।

15. The Brahmunical Magazine : or, the Missionary and the Brahmun. Being a vindication of the Hindoo Religion against the attacks of Christian Missionaries. By Shivu-Prusad Surma. Nos. 1, 2 & 3. 1821.

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে ইহার প্রথম তিন সংখ্যা ইংরেজী-বাংলায় প্রকাশিত হয়। তাহার পর আর বাংলা অংশ প্রকাশ করিবার প্রয়োজন ঘটে নাই। দুই বৎসর পরে ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই নবেম্বর ৪র্থ সংখ্যা কেবল ইংরেজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহার পৃ. সংখ্যা ২৬; আখ্যা-পত্রটি এইরূপ :—

> The Brahmunical Magazine : or, The Missionary and the Brahmun. To be continued occasionally. No. IV. By Shivu-Prusad Surma. Calcutta, 1823.

'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনে'র ১ম-৩য় সংখ্যা ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে পুনর্মুদ্রিত হয় (পৃ. ৩+৪১)। এই সংস্করণে বাংলা অংশ বর্জ্জিত হইয়াছিল; তাহার কারণ সম্বন্ধে ২য় সংস্করণের ভূমিকায় এইরূপ উল্লেখ আছে :—

> *...the 3rd No. of my Magazine has remained unanswered for nearly two years. During that long period the Hindoo community (to whom the work was particularly addressed and therefore printed both in Bengallee and English) have made up their minds that the arguments of the BRAHMUNICAL MAGAZINE are unanswerable; and I now republish, therefore, only the English translation, that the learned among Christians, in Europe as well as in Asia, may form their opinion on the subject,*

16. Brief Remarks regarding modern encroachments on the ancient rights of Females, according to the Hindoo Law of Inheritance. By Rammohun Roy. Calcutta : Printed at the Unitarian Press. 1822.

১৮ জানুয়ারি ১৮২২ তারিখের *Calcutta Journal* পত্রে ইহা সমালোচিত হইয়াছে।

17. Final Appeal to the Christian Public in Defence of the "Precepts of Jesus." Calcutta, Dhurmtollah, Unitarian Press, January 30, 1823. vii+379 pp.

18. Humble Suggestions to his countrymen who believe in the One True God. By Prusunnu Koomar Thakoor. Calcutta : 1823.

ইহার ইংরেজী ও বাংলা অংশ একত্রে প্রকাশিত হয়। ১৫ মার্চ ১৮২৩ তারিখের 'ক্যালকাটা জর্ণালে' ইহা সমালোচিত হইয়াছে।

19. Petitions against the Press Regulations :

(a) *Memorial to the Supreme Court.* March 1823.

এই আবেদনপত্রখানি ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে'র ৫৮১-৮৩ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

(b) *Appeal to the King in Council.* 1825.

এই আবেদনপত্রখানি সম্বন্ধে একটি ভুল আমাদের মধ্যে চলিতেছে। এই ভুলের সূত্রপাত হয় রামমোহন-জীবনীতে মিস কলেটের নিম্নলিখিত উক্তি হইতে :—

"The Privy Council in November 1825, after six months' consideration, declined to comply with the petition, presented by Mr. Buckingham, late of the Calcutta Journal, against the Press Ordinance of 1823." (P. 105.)

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মুদ্রাযন্ত্রবিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে এদেশবাসীর এই আবেদনপত্র বাকিংহামও দাখিল করেন নাই, "প্রিভি কাউন্সিলে" উপস্থাপিত করিবার জন্যও রচিত হয় নাই ; উহা বোর্ড অব কন্‌ট্রোলের মারফৎ সম্রাট্ চতুর্থ জর্জের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল।

20. A Few Queries for the Serious Consideration of Trinitarians, Part I. Calcutta, May 9, 1823. 8 pp.

21. A Few Queries for the Serious Consideration of Trinitarians. Part II. Calcutta, May 12, 1823. 8 pp.

22. Two Dialogues. Calcutta, May 16, 1823. 8 pp.

(a) Dialogue First between a Trinitarian Missionary and Three Chinese Converts.

(b) Dialogue Second between a Unitarian Minister and an Itinerant Bookseller.

ইহার প্রথমটি রামমোহন রায়ের রচনা। দ্বিতীয়টি রাইট (Wright) নামে একজন সাহেবের রচনা—১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের *Monthly Repository*…তে ইহার উল্লেখ আছে।

পূর্ব্বোল্লিখিত তিনখানি পুস্তিকা (নং ২০-২২) ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা *Modern Review* পত্রে (পৃ. ৬২৪-২৮) পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। এগুলির মূল সংস্করণ রাজা রাধাকান্ত দেবের লাইব্রেরিতে আছে।

23. A Vindication of the Incarnation of the Deity, as the common basis of Hindooism and Christianity, against the Schismatic attacks of

R. Tytler, Esq., M. D. ...By Ram Doss. Calcutta : Printed by S. Smith and Co., Hurkaru Press. 1823.

24. A Letter on European Education. Calcutta, 11 December 1823.

এই পত্রখানি রামমোহন বিশপ হেবারের মারফৎ গবর্ণর-জেনারেল লর্ড আমহার্ষ্টের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। হেবার লিখিয়াছেন :—

> "Rammohun Roy, a learned native, who has sometimes been called, though I fear without reason, a Christian, remonstrated against this [Orientalist] system last year, in a paper which he sent me to be put into Lord Amherst's hands, and which, for its good English, good sense, and forcible arguments, is a real curiosity, as coming from an Asiatic."—*Journal*, ii. 888.

এই পত্রের প্রতিলিপি বাংলা-গবর্মেণ্টের দপ্তরখানায় *(Copy book of Letters Received and Issued by the General Committee of Public Instruction,* 1823-24, pp. 42-50) রক্ষিত আছে। H. Sharp-সম্পাদিত *Selections from Educational Records* গ্রন্থের ৯৮-১০১ পৃষ্ঠাতেও ইহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

রামমোহনের এই পত্র সম্বন্ধে গবর্মেণ্টের বা জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাকশনের মন্তব্য আমি সর্ব্বপ্রথম সরকারী দপ্তর হইতে প্রকাশ করি; যাঁহারা ইহা পাঠ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের মে সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু'র ৬৫০ পৃষ্ঠা অথবা *J. B. O. R. S.*-এ প্রকাশিত (Vol. xvi. pt. II) "Rammohun Roy as an Educational Pioneer" প্রবন্ধের ১৬৯-৭০ পৃষ্ঠা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

25. A letter to the Reverend Henry Ware on the Prospects of Christianity in India. Calcutta, 1824.

26. Translation of a Sunscrit Tract on different modes of worship. By a Friend of the Author. Calcutta : 1825.

27. Bengalee Grammar in the English Language. By Rammohun Roy. Calcutta : Printed at the Unitarian Press, 1826. 140 pp.

28. A Translation into English of a Sunskrit Tract, inculcating the divine worship; esteemed by those who believe in the revelation of the

Veda as most appropriate to the nature of the Supreme Being. Calcutta: 1827.

29. Answer of a Hindoo to the question, "Why do you frequent a Unitarian Place of worship instead of the numerously attended Established Churches?" 1827.

মিস কলেট রামমোহন-জীবনীতে লিখিয়াছেন, "Towards the close of the year, he published a little tract entitled *Answer of a Hindoo*...It bears the signature of Chundru Shekhur Dev, a disciple of Rammohun; but, as Mr. Adam informed Dr. Tuckerman in a letter dated Jan. 18, 1828, it was entirely Rammohun's own composition." (P. 127.)

30. Symbol of the Trinity. 1828 (?)

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (পৃ. ११-१२) রামমোহনের এই রচনাটি মুদ্রিত হইয়াছে।

31. The Universal Religion: Religious Instructions founded on Sacred authorities. Calcutta: 1751 s. [1829.]

32. The Padishah of Delhi to King George the Fourth of England. Feb. 1829.

রামমোহন কর্ত্তৃক রচিত এই আবেদনপত্রখানি আমার ***Raja Rammohun Roy's Mission to England*** **(1926)** পুস্তকের ৫১-৬৫ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

33. Petition to the Government against Regulation III of 1828 for the resumption of Lakheraj Lands. 1829 (August ?)

ইহা ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' **(Asiatic Intelligence,—Calcutta, pp. 203-5)** মুদ্রিত হইয়াছে। ২৯ সেপ্টেম্বর ১৮২৯ তারিখে গবর্মেণ্ট এই আরজী নামঞ্জুর করেন।

এই আরজীখানি রামমোহনের রচনা বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন।

উইলিয়ম অ্যাডাম তাঁহার *A Lecture on the Life and Labours of Rammohun Roy* পুস্তিকায় এই আইন-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

> "Rammohun Roy instantly placed himself at the head of the native land-holders of Bengal, Behar, and Orissa, and in a petition of remonstrance to Lord William Bentinck, Governor-General, protested against such arbitrary and despotic proceedings. The appeal was unsuccessful in India, was carried to England, and was there also made in vain ;...Rammohun Roy, both in India and England, raised his powerful and warning voice on behalf of his countrymen whom he loved, and on behalf of the British Government to which he was in heart attached,..."

84. Address to Lord William Bentinck, Governor-General of India, upon the passing of the Act for the abolition of the Suttee. 1830.

এই মানপত্রখানি রামমোহনের রচনা বলিয়া ধরা হয়। ১৮ জানুয়ারি ১৮৩০ তারিখের *Government Gazette* পত্রে ইহার ইংরেজী ও বাংলা উভয় অংশই প্রথম প্রকাশিত হয়, পরবর্ত্তী ২৩ জানুয়ারি তারিখে শ্রীরামপুরের 'সমাচার দর্পণ' (তখন দ্বিভাষিক) উহা উদ্ধৃত করেন। মানপত্রের বাংলা অংশও রামমোহনের রচনা হওয়া বিচিত্র নয়।

85. Abstract of the arguments regarding the burning of widows, considered as a religious rite. Calcutta, 1830.

86. Essay on the rights of Hindoos over ancestral property, according to the Law of Bengal. Calcutta, 1830. 47 pp.

ইহা ১৬ সেপ্টেম্বর ১৮৩০ তারিখের *Bengal Chronicle* পত্রে সমালোচিত হইয়াছে।

87. Counter-petition to the House of Commons to the memorial of the advocates of the Suttee.

ইহা ৩০ নবেম্বর ১৮৩০ তারিখের *Bengal Chronicle* পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। 'এশিয়াটিক জর্ণালে'ও (May 1831, Asiatic Intelligence.—Calcutta, pp. 20-21) ইহা প্রকাশিত হয়।

88. The English in India should adopt Bengali as their language. (Unpublished)

১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে (পৃ. ৬৩৫-৩৬) আমি ইহা প্রকাশ করিয়াছি।

89. Hindu authorities in favour of slaying the Cow and eating its flesh.

এই প্রবন্ধটি সম্বন্ধে শ্রীসুকুমার হালদার ১৮৫৫ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় (পৃ. ৬৩) লিখিয়াছেন :—

> "আমার পিতা ৺রাখালদাস হালদার...ইং ১৮৬১ খৃঃ তিনি উচ্চ শিক্ষালাভার্থ বিলাত গমন করেন। তথায় প্রবাসকালে তিনি রামমোহন রায়ের পরম বন্ধু Mr. William Adam-এর নিকট হইতে রাজার স্বহস্তলিখিত একটি প্রবন্ধ প্রাপ্ত হন। প্রবন্ধটির বিষয়—"Hindu authorities in favour of slaying the cow and eating its flesh." ইহাতে অপর হস্তে ইংরাজী ভাষায় লিখিত একটি অসম্পূর্ণ ভূমিকা ছিল। ই' ১৮৮৭ খৃঃ আমার পিতার মৃত্যুর পর কাগজগুলি আমার নিকটেই ছিল। কয়েক বৎসর হইল আমি ঐগুলি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয়কে পাঠাইয়াছিলাম। এক্ষণে কাগজগুলি তাঁহারই নিকটে আছে।"

রামমোহনের এই প্রবন্ধটি এখনও অপ্রকাশিত রহিয়াছে। ইহাও প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ENGLISH WORKS.

রামমোহনের ইংরেজী-গ্রন্থাবলীর মধ্যে এই তিনখানি উল্লেখ-যোগ্য :—

(a) The English works of Raja Ram Mohun Roy. Edited by Jogendra Chunder Ghose. Vol. I (Aug. 1885), Vol. II (1887.)

(b) The English Works of Raja Rammohun Roy. Panini Office, 1906.

রামমোহনের কতকগুলি পত্র 'তুহ্‌ফাৎ-উল্‌-মুয়াহ্‌হিদীন'-এর ইংরেজী অনুবাদ ও রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়-লিখিত গ্রন্থকারের জীবনী ছাড়া এই সংস্করণ শ্রীযোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সংস্করণের পুনর্মুদ্রণ মাত্র।

(c) The English Works of Raja Rammohun Roy (Social and Educational). The Centenary Edition. May 1934.

ইহাতে মুদ্রিত *Some Remarks in vindication of the resolution passed by tho Government of Bengal in 1829*...এবং *Bengalee Grammar in the English Language* পুস্তক দুইখানি রামমোহনের অন্যান্য গ্রন্থাবলীতে স্থান পায় নাই।

বিলাত হইতে প্রকাশিত :—

1. Translation of an Abridgment of the Vedant, or, Resolution of all the Veds; the most celebrated and revered work of Brahminical Theology. Likewise a Translation of the Cena Upanishad, one of the chapters of the Sama Veda; according to the gloss of the celebrated Shancaracharya, establishing the unity and the sole omnipotence of the Supreme Being; and that He alone is the object of worship. By Rammohun Roy. London: Printed for T. and J. Hoitt, Upper Berkeley Street, Portman Square. 1817.

ইহাতে রামমোহনের মনিব-বন্ধু জন্‌ ডিগবীর ভূমিকা ও রামমোহনের একখানি পত্র স্থান পাইয়াছে। বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মে এই পুস্তকের এক খণ্ড আছে।

2. The Precepts of Jesus the Guide to Peace and Happiness, extracted from the Books of the New Testament ascribed to the Four Evangelists to which are added the First and Second Appeal to the Christian Public, in reply to the Observations of Dr. Marshman, of Serampore. London, 1823.

3. Final Appeal to the Christian Public in Defence of the "Precepts of Jesus." London, Hunter, 1823.

4. Answers to Queries by the Rev. H. Ware, of Cambridge, U. S., printed in "Correspondence relative to the Prospects of

Christianity, and the Means of promoting its Reception in India. London : C. Fox. 1825.

5. Treaty with the King of Delhi. Decision thereon by the Governor General of India, Reports of the British Resident and Political Agent at Delhi ; with Remarks. London : Printed by John Nichols, 47, Tottenham Court Road. 1831.

ইহা ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি সংখ্যা *Modern Review* পত্রের ৪৯-৬১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে।

6. Some Remarks in vindication of the Resolution passed by the Government of Bengal in 1829 abolishing the Practice of Female Sacrifices in India. Nichols and Sons, Printers, Earl's Court, Cranbourn Street, Leicester Square. London [1831 Sep. ?] 8+4 pp.

ইহা সর্ব্বপ্রথম ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ সংখ্যা *Modern Review* পত্রে (পৃ. ২৭২-৭৬) পুনর্মুদ্রিত হয়। ইহার এক খণ্ড লাহোর ফোরম্যান খ্রীষ্টান কলেজ লাইব্রেরিতে আছে।

7. Essay on the Right of Hindoos over Ancestral Property, according to the Law of Bengal. By Rajah Rammohun Roy. Second Edition : with an appendix, containing Letters on the Hindoo Law of Inheritance. Calcutta : Printed, 1830. London : Smith, Elder, and Co., 65, Cornhill. 1832.

১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে প্রকাশিত এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণে লণ্ডন-সংস্করণে প্রদত্ত "Appendix" অংশটি ছিল না।

8. Exposition of the practical operation of the Judicial and Revenue Systems of India, and of the general character and condition of its native inhabitants, as submitted in evidence to the authorities in England. With Notes and Illustrations. Also a brief Preliminary sketch of the ancient and modern boundaries, and of the history of that country. Elucidated by a Map. By Rajah Rammohun Roy. London : Smith, Elder and Co., Cornhill. 1832.

9. Answers of Rammohun Roy to Queries on the Salt Monopoly. March 19, 1832.

Parliamentary Papers of 1831-32 (Vol. XI, pp. 685-86) হইতে আমি ইহা ১৯৩৪ খ্রীষ্টাব্দের মে সংখ্যা 'মডার্ণ রিভিয়ু'তে (পৃ.৫৫৩-৫৫) পুনর্মুদ্রিত করিয়াছি।

10. Translation of several Principal Books, Passages, and Texts of the Veds, and of some controversial works on Brahmunical Theology. By Rajah Rammohun Roy. Second Edition. London: Parbury, Allen & Co. 1832. 282 pp.

11. Appeal to the British Nation against a violation of common justice and a breach of public faith by the Supreme Government of India with the Native Inhabitants. London. [1832 ?]

এই পুস্তিকার এক খণ্ড লাহোর ফোরম্যান খ্রীষ্টান কলেজ-লাইব্রেরিতে আছে।

১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট লাখেরাজ বা নিষ্কর ভূমি-সংক্রান্ত আইন সম্বন্ধে এদেশবাসীর আবেদন অগ্রাহ্য করেন—এ-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিলাতে অবস্থানকালে রামমোহন অন্যতম সঙ্গী রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নামে এ-বিষয়ে কোর্ট অব ডিরেক্টরদের নিকট আপীল করিয়াছিলেন। ইহাতে কোন ফল না পাইয়া তিনি শেষে ব্রিটিশ জনসাধারণকে সচেতন করিবার মানসে রামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের নামে আলোচ্য পুস্তিকাখানি প্রচার করেন। এই পুস্তিকায়, বঙ্গীয় গবর্মেণ্টকে প্রেরিত আবেদনপত্র (নং ৩৩ দ্রষ্টব্য) ছাড়া পূর্ব ইতিহাসের একটি সংক্ষিপ্তসার, বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট ও কোর্ট অব ডিরেক্টরদের উত্তর ও আরও কিছু সংবাদ ও মন্তব্যাদি স্থান পাইয়াছে। ৪ অক্টোবর ১৮৩৩ তারিখের 'বেঙ্গল হরকরা' পত্রে ইহা পুনর্মুদ্রিত হয়।

বিলাতের *Times* পত্র এই ব্যাপারে বঙ্গীয় গবর্মেণ্ট ও কোর্ট অব্ ডিরেক্টরদের আচরণ সম্বন্ধে ৬ই ও ১০ই এপ্রিল ১৮৩৩ তারিখে সম্পাদকীয় স্তম্ভে মন্তব্য করেন। ইহা পাঠ করিয়া, সম্ভবতঃ ভারত-সরকারের কার্য্যাবলীর

সহিত পরিচিত জনৈক ব্যক্তি "A. B." স্বাক্ষরে বিলাতের 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (জুন ১৮৩৩, পৃ. ১০৯-১১) "Case of Ram Rutton Muckerjah" নামক প্রবন্ধে প্রতিবাদ করেন। ইহার প্রত্যুত্তর "C. D." স্বাক্ষরে পরবর্তী জুলাই সংখ্যা 'এশিয়াটিক জর্ণালে' (পৃ. ২১৪-১৮) প্রকাশিত হয়। এই প্রত্যুত্তরের লেখক খুব সম্ভব রামমোহন।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি এবং 'টাইম্‌স' ও 'এশিয়াটিক জর্ণালে' প্রকাশিত পত্রাবলী শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার-সঙ্কলিত *Raja Rammohun Roy and Progressive Movements in India* পুস্তকের ৫১৩-২৮ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

> **12. Translation of the Creed maintained by the Ancient Brahmins, as founded on the Sacred Authorities. Second Edition, reprinted from the Calcutta Edition. London : Nichols and Son. 1833. 15 pp.**

> **13. Autobiographical Sketch. October, 1833.**

রামমোহনের মৃত্যুর পর স্যাণ্ডফোর্ড আর্নট ৫ অক্টোবর ১৮৩৩ তারিখে বিলাতের *Athenaeum* পত্রে (পৃ. ৬৬৬-৬৮) রামমোহনের জীবন-কথার সহিত এই আত্মজীবনী প্রকাশ করেন।* তিনি লিখিয়াছেন :—

> **"The Rajah gave this brief sketch of his life, shortly before he proceeded to France in the autumn of last year (1832), and it may serve to the public a general idea of his history, until a complete account of his life, character, and opinions, be compiled from the memoranda he has left behind him, his published works, and the recollections of his friends. But a few particulars in illustration of the above sketch, by one who was for years in habits of daily confidential communication with him, both**

* ২৮ ডিসেম্বর ১৯৩৩ তারিখের পাক্ষিক *Onward* পত্রের রামমোহন-সংখ্যায় "English Appreciation of Rammohun Roy" নামে আমি ইহা প্রকাশ করিয়াছি।

before and since his arrival in England, may gratify the rational curiosity of the public, regarding this eminent and truly remarkable man."

মিস কলেট এই আত্মজীবনীকে "spurious 'autobiographical letter' published by Sandford Arnot" বলিয়াছেন (*Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, p. 7*n*.) কিন্তু কেন তিনি ইহাকে জাল মনে করেন, তাহার কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই।

বাংলা-ইংরেজী পত্রাবলী

রামমোহনের জীবনচরিতগুলিতে, সরকারী দপ্তরে এবং সাময়িক পত্রাদিতে তাঁহার লিখিত যে-সকল পত্র আমার নজরে পড়িয়াছে, তাহার একটি তালিকা সংকলন করিয়া দিলাম।—

সাঙ্কেতিক শব্দ।—নগেন্দ্রনাথ=নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়-কৃত 'মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত'; কলেট=S. D. Collet : *Life and Letters of Raja Rammohun Roy*, 2nd ed.; মেরী কার্পেণ্টার=Mary Carpenter : *The Last Days in England of the Rajah Rammohun Roy*, 2nd ed.; Panini=The English Works of Raja Rammohun Roy, pub. by the Panini Office, Allahabad (1906) ; Banerjee=Brajendra Nath Banerjee : *Rajah Rammohun Roy's Mission to England* (1926) ; Majumdar=J. K. Majumdar : *Rammohun Roy and Progressive Movements in India* (1941) ; *M. R.*=*The Modern Review*.

তারিখ	কাহাকে লিখিত	কোথায় মুদ্রিত
১২ চৈত্র, ১২০২ [২২ মার্চ ১৭৯৬]	মৌজে সাহানপুরের কর্ম্মচারী	নগেন্দ্রনাথ
১২ ফাল্গুন ১২০৪ [২১ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৮]	মৌজে কাবিলপুরের কর্ম্মচারী	ঐ
১৯ ফাল্গুন ১২০৫ [২৮ ফেব্রুয়ারি ১৭৯৯]	অভয়চরণ দত্ত, কর্ম্মচারী	ঐ

12 April	1809	Governor-General Minto	*M. R.* June 1929
	? 1816	John Digby	London ed. of the *Abridgment of the Vedant,...* (1817) ; Collet, p. 36.
5 Sep.	1820	V. Blacker	Panini ; *M. R.* March 1932
	? 1821	Rev. Thos. Belsham	*M. R.* March 1932
11 Aug.	1821	James Silk Buckingham	Panini
17 Oct.	1822	.... Baltimore	Panini ; *M. R.* March 1932
9 Dec.	1822	do.	do.
15 Dec.	1822	John Bowring	*M. R.* June 1927 (p. 764)
15 Feb.	1823	[Capt. Gowan ?]	*M. R.* March 1932
5 Feb.	1824	W. Ward, Jun. of Medford	*M. R.* July 1942
4 June	1824	Dr. T. Rees	Panini
7 Feb.	1827	J. B. Estlin, Bristol	Mary Carpenter
9 Oct.	1827	—	R. Rickard's *India* ; Panini ; *M. R.* July 1929
23 Nov.	1827	—	do.
8 Dec.	1827	—	do.
18 Jan.	1828	[Dr. Tuckerman ?]	Collet, p. 124
18 Aug.	1828	J. Crawfurd	Collet, p. 153
28 Feb.	1829	Chief Secy. to Govt.	Banerjee
26 Oct.	1829	do.	do.
8 Jan.	1830	Governor-General Bentinck	do.
7 March	1830	Secy. Stirling	do.
? Sept.	1830	Governor-General Bentinck	do. ; Collet
10 Nov.	1830	Delhi Heir-apparent	do.
1 May	1831	Jeremy Bentham	*Hindusthan Standard* Pujah Special for Oct. 1939. p. 41.
10 May	1831	J. B. Estlin	Mary Carpenter
25 June	1831	Chairman and Depy. Chairman, E. I. Co.	*M. R.* Jany. 1939

1 Aug.	1831	Garcin de Tassy	*Appendice aux Rudimens de la Langue Hindustani*, Paris 1833.*
6 Sep.	1831	Chairman and Dy. Chairman, E. I. Co.	*M. R.* Jany. 1929
11 Oct.	1831	Sir Chas. Grant President, Board of Control	do.
21 Oct.	1831	Hyde Villiers, Secy. B. Control	do.
4 Nov.	1831	Sir Chas. Grant	*M. R.* Feb. 1929
7 Nov.	1831	do.	do.
22 Dec.	1831	T. Hyde Villiers, Secy. India Board	*M. R.* Oct. 1928
28 Dec.	1831	do.	do.
		The Minister of Foreign Affairs of France, Paris.	do.
5 March	1832	Mrs. Belnos	'প্রবাসী', কার্ত্তিক ১৩৩৯, পৃ. ৪৮
31 March	1832	Miss Kiddell	Mary Carpenter
16 April	1832	C. W. Wynn, M. P.	*M. R.* Oct. 1939
19 April	1832	do.	do.
27 April	1832	Mrs. Woodforde	Mary Carpenter

* এই পুস্তকের ৩১ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত ১৪ নং পত্রখানি রামমোহনের ; ইহা উর্দুতে লিখিত ; পূর্ব্ব-পৃষ্ঠায় ইহার ফরাসী অনুবাদও দেওয়া আছে। এই পত্র পাঠে জানা যায়, রামমোহন তিন মাসের অধিক ইংলণ্ডে রহিয়াছেন, শীঘ্রই তাঁহার প্যারিসে যাইবার ইচ্ছা আছে, এবং টাসির সাহায্য পাইলে সেজির (Chezyর) সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন।

Histoire de la Litterature Hindoui et Hindustani (1839, tome i. 413-17) পুস্তকে টাসি লিখিয়াছেন, ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দের শরৎকালে রামমোহন ফ্রান্সে গমন করেন ; টাসি তাঁহাকে প্যারিসে দেখিয়াছেন এবং তাঁহার নিকট হইতে ইংরেজী ও হিন্দুস্থানীতে লিখিত অনেক পত্র পাইয়াছেন।

31 July	1832	Wm. Rathbone	Mary Carpenter
(Aug. ?)	1832	—	*India Gaz.* 22 Jan. 1833 ; Majumdar.
(Aug. ?)	1832	—	*India Gaz.* 28 Jan. 1833 ; *M. R.* June 1932
২২ সেপ্টেম্বর	১৮৩২	রাধাপ্রসাদ রায়	Mary Carpenter (3d ed., p. 135)
31 Jany.	1833	Mr. Woodforde	Mary Carpenter
7 Feb.	1833	Miss Kiddell, Bristol	do.
14 May	1833	do.	do.
12 June	1833	do.	do.
(June?)	1833	do.	do.
22 June	1833	Miss Castle	do.
9 July	1833	Miss Kiddell	Mary Carpenter
9 July	1833	Miss Castle	do.
19 July	1833	Miss Ann Kiddell	do.
19 July	1833	Miss Castle	do.
23 July	1833	Court of Directors	*M. R.* Oct. 1929
24 July	1833	Miss Ann Kiddell	Mary Carpenter
16 Aug.	1833	do.	do.
22 Aug.	1833	Mr. Woodforde	do.

• • •

মিস মূরের (Adrienne Moore-এর) *Rammohun Roy and America* পুস্তকে সাময়িক-পত্রে প্রকাশিত রামমোহনের আরও কয়েকখানি পত্রের উল্লেখ পাওয়া যায় (পৃ. ৭২, ৮৯, ১৫০-৫১) ; সেগুলির তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল :—

***Christian Register* :**

1. Rammohun Roy to David Reed, editor of the *Christian Register*. Published on December 7, 1821, p. 66.

2. Rammohun Roy to "A gentleman in this city [i. e., Boston] who has lately visited him in Calcutta and who became acquainted with him there." Vol. I, p. 107 (February 14, 1823).

3. Rammohun Roy to David Reed, in answer to three specific questions asked him by David Reed. Vol. III, p. 154 (May 7, 1824).

4. Rammohun Roy to "a gentleman in this country and politely forwarded to us during the past week." Letter dated Calcutta, December 28, 1824. Vol. VI, p. 66.

5. Rammohun Roy to the Boston India Association, December, 1825, acknowledging receipt of money sent for the Unitarian Chapel in Calcutta. The letter is recorded, but not quoted, in *Christian Register*, April 22, 1826.

The Times, London :

1. Rajah Rammohun Roy to the editor. [A correction of ihe statements of the "Correspondent."] June 15, 1831, 5 c.

2. Letter from Rammohun Roy. [Letter asking that no further comment be made on him until he is well enough to speak for himself.] June 16, 1831. 8 b.

3. Rajah Rammohun Roy, a letter to the editor, October 9, 1833, 3 d.

Christian Reformer or Unitarian Magazine, London :

1. Letter from Rammohun Roy to William Alexander, dated July 16, 1831. Vol. III, p. 466 (1835).

রামমোহনের বাণী

[ইংরেজী রচনা ও পত্রাবলী হইতে]

Enemies to liberty and friends of despotism have never been and never will be, ultimately successful.—Letter dated August 11, 1821 to J. S. Buckingham.

*　　　　*　　　　*

Wise and good men always feel disinclined to hurt those that are of much less strength than themselves, and if such weak creatures be dependent on them and subject to their authority, they can never attempt, even in thought, to mortify their feelings.

We have been subjected to such insults for about nine centuries, and the cause of such degradation has been, our excess in civilization and abstinence from the slaughter even of animals ; as well as our division into casts which has been the source of want of unity among us.—*The Brahmunical Magazine*. Preface to the 1st Edition.

*　　　　*　　　　*

Every good Ruler, who is convinced of the imperfection of human nature, and reverences the Eternal Governor of the world, must be conscious of the great liability to error in managing the affairs of a vast empire ; and therefore he will be anxious to afford every individual the readiest means of bringing to his notice whatever may require his interference. To secure this important object, the unrestrained Liberty of Publication, is the only effectual means that can be employed. And should it

ever be abused, the estalished Law of the Land is very properly armed with sufficient powers to punish those who may be found guilty of misrepresenting the conduct or character of Government, which are effectually guarded by the same Laws to which individuals must look for protection of their reputation and good name.—Memorial to the Supreme Court.

* * *

Asia unfortunately affords few instances of Princes who have submitted their actions to the judgment of their subjects, but those who have done so, instead of falling into hatred and contempt, were the more loved and respected, while they lived, and their memory is still cherished by posterity ; whereas more despotic Monarchs, pursued by hatred in their lifetime, could with difficulty escape the attempts of the rebel or the assassin, and their names are either detested or forgotten....

A Government conscious of rectitude of intention, cannot be afraid of public scrutiny by means of the press, since this instrument can be equally well employed as a weapon of defence, and a Government possessed of immense patronage, is more especially secure, since the greater part of the learning and talent in the country being already enlisted in the service, its actions, if they have any shadow of Justice, are sure of being ably and successfully defended....

A Free Press has never yet caused a revolution in any part of the world, because, while men can easily repesent the grievances arising from the conduct of the local

authorities to the supreme Government, and thus get them redressed, the grounds of discontent that excite revolution are removed; whereas, where no freedom of the Press existed, and grievances consequently remained unrepresented and unredressed, innumerable revolutions have taken place in all parts of the globe, or if prevented by the armed force of the Government, the people continued ready for insurrection....

It is well known that despotic Governments naturally desire the suppression of any freedom of expression which might tend to expose their acts to the obloquy which ever attends the exercise of tyranny or oppression, and the argument they constantly resort to, is, that the spread of knowledge is dangerous to the existence of all legitimate authority, since, as a people become enlightened, they will discover that by a unity of effort, the many may easily shake off the yoke of the few, and thus become emancipaed from the restraints of power altogether, forgetting the lesson derived from history, that in countries which have made the smallest advances in civilization, anarchy and revolution are most prevalent—while on the other hand, in nations the most enlightened, any revolt against government which have guarded inviolate the rights of the governed, is most rare, and that the resistance of a people advanced in knowledge, has ever been—not against the existence,—but against the abuses of the Governing power.... In fact, it may be fearlessly averred, that the more enlightened a people become, the less likely are they to revolt against the Governing power, as long as it is exercised with justice tempered with mercy, and the rights and

privileges of the governed are held sacred from any invasion.—Appeal to the King in Council.

* *

I regret to say that the present system of religion adhered to by the Hindus is not well calculated to promote their political interest. The distinction of castes, introducing innumerable divisions and sub-divisions among them has entirely deprived them of patriotic feeling, and the multitude of religious rites and ceremonies and the laws of purification have totally disqualified them from undertaking any difficult enterprise...It is, I think, necessary that some change should take place in their religion, at least for the sake of their political advantage and social comfort.—Letter dated 18 January 1828 to Dr. Tuckerman (?)

* * *

The struggles are not merely between the reformers and anti-reformers, but between liberty and tyranny throughout the world; between justice and injustice, and between right and wrong. But from a reflection on the past events of history, we clearly perceive that liberal principle in politics and religion have been long gradually, but steadily, gaining ground, notwithstanding the opposition and obstinacy of despots and bigots.—Letter dated 27 April 1832 to Mrs. Woodforde.

* * *

Turning generally towards One Eternal Being, is like a natural tendency in human Beings and is common to all individuals of mankind equally. And the inclination of each sect of mankind to a particular God or Gods, holding

certain especial attributes, and to some peculiar forms of worship or devotion, is an excrescent quality grown (in mankind) by habit and training.—*Tuhfat*. Introduction.

It is to be seen that the truth of a saying does not depend upon the multiplicity of the sayers and the non-reliability of a narration cannot arise simply out of the paucity of the number of the narrators.—*Tuhfat*.

*   *   *

I hope it will not be presumed that I intend to establish the preference of my faith over that of other men. The result of controversy on such a subject, however multiplied, must be ever unsatisfactory; for the reasoning faculty, which leads men to certainty in things within its reach, produces no effect on questions beyond its comprehension. —*Trans. of an Abridgment of the Vedant*. Introduction.

*   *   *

I have often lamented that, in our general researches into theological truth, we are subjected to the conflict of many obstacles. When we look to the traditions of ancient nations, we often find them at variance with each other; and when, discouraged by this circumstance, we appeal to reason as a surer guide, we soon find how incompetent it is, alone, to conduct us to the object of our pursuit. We often find that, instead of facilitating our endeavours or clearing up our perplexities, it only serves to generate a universal doubt, incompatible with principles on which our comfort and happiness mainly depend. The best method perhaps is, neither to give ourselves up exclusively to the guidance of the one or the other; but by a proper use of the lights furnished by both, endeavour to improve

our intellectual and moral faculties, relying on the goodness of the Almighty Power, which alone enables us to attain that which we earnestly and diligently seek for.—*Trans. of the Cena Upanishad.* Introduction.

* * *

I have found the doctrines of Christ more conducive to moral principles, and better adapted for the use of rational beings, than any others which have come to my knowledge. —Letter dated......1816 to John Digby.

* * *

In matters of religion particularly men in general, through prejudice and partiality to the opinions which they once form, pay little or no attention to opposite sentiments (however reasonable they may be) and often turn a deaf ear to what is most consistent with the laws of nature, and conformable to the dictates of human reason and divine revelation.—*The Precepts of Jesus.* Introduction.

* * *

No human acquirements can ever discover the nature even of the most common and visible things.—Letter dated 5 Septr. 1820 to V. Blacker.

* * *

Truth and true religion do not always belong to wealth and power, high names, or lofty palaces.—*The Brahmunical Magazine.* Preface to the 1st Edition.

* * *

It is well known to the whole world, that no people on earth are more tolerant than the Hindoos, who believe all men to be equally within the reach of Divine beneficence, which embraces the good of every religious sect and

denomination.—*The Brahmunical Magazine.* Preface to the 2nd Edition.

*   *   *

If a body of men attempt to upset a system of doctrines generally established in a country, and to introduce another system, they are, in my humble opinion, in duty bound to prove the truth, or, at least, the superiority of their own....

My view of Christianity is, that in representing all mankind as the children of one eternal father, it enjoins them to love one another, without making any distinction of country, caste, colour, or creed.—Letter dated 17 October 1822 to a friend in Baltimore.

*   *   *

As religion consists in a code of duties which the creature believes he owes to his Creator, and as "God has no respect for persons ; but in *every nation*, he that fears him and *works righteousness*, is accepted with him ;" it must be considered presumptuous and unjust for one man to attempt to interfere with the religious observances of others, for which he well knows, he is not held responsible by any law, either human or divine. Notwithstanding, if mankind are brought into existence, and by nature formed to enjoy the comforts of society and the pleasures of an improved mind, they may be justified in opposing any system, religious, domestic, or political, which is inimical to the happiness of society, or calculated to debase the human intellect ; bearing always in mind that we are children of ONE Father,"who is above *all* and through

all and in us *all.*"—*Final Appeal to the Christian Public*, Preface.

*   *   *

There is a battle going on between reason, scripture and common sense; and wealth, power and prejudice. These three have been struggling with the other three.—Speech at the meeting of the Unitarian Association, London.

*   *   *

The Vedas (or properly speaking, the spiritual parts of them) uniformly declare, that man is prone by nature, or by habit, to reduce the object or objects of his veneration and worship (though admitted to be unknown) to tangible forms, ascribing to such objects attributes, supposed excellent according to his own notions: whence idolatry, gross or refined, takes its origin, and perverts the true course of the intellect to vain fancies. These authorities, therefore, hold out precautions against framing a deity after human imagination, and recommend mankind to direct all researches towards the surrounding objects, viewed either collectively or individually, bearing in mind their regular, wise and wonderful combinations and arrangements, since such researches cannot fail, they affirm, to lead an unbiassed mind to a notion of a Supreme Existence, who so sublimely designs and disposes of them, as is everywhere traced through the universe. The same Vedas represent rites and external worship addressed to the planets and elementary objects, or personified abstract notions, as well as to deified heroes, as intended for

persons of mean capacity; but enjoin spiritual devotion, as already described, benevolence and self-control, as the only means of securing bliss.—*Trans. of several Principal Books*......Introduction.